নমো ভগবতে বিশ্বরূপায়।

জীবন্ত-পিতৃদায়

তীর্থ-দর্শন-সূচনা

আর্য্যাবর্ত্ত-নিবাসী হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী মানসিক তীর্থ-তত্ত্বজ্ঞ
জনসমাজে তাঁহাদের অদ্বিতীয় শিব-প্রাপ্তি-নিদান
মহাতীর্থ বারাণসী-ক্ষেত্রের আদি ও বর্ত্তমান
অবস্থা প্রকাশ-মানসে তদ্দর্শন-সূচনা

বিহীন-শ্রী ভিক্ষুক প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী
দ্বারা দায়োদ্ধার-কামনায় প্রদত্ত।

স্বর্গ-সম উচ্চ পিতা, ধর্ম্ম-অবতার,
তপস্যার ইষ্টদেব মুক্তির কারণ।
সকল দেবতা তুষ্ট সন্তোষে তাঁহার,
পূজ মন! ভব-দেব পিতার চরণ।

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেসে
মেঃ ইউ. সি. বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।
বঙ্গাব্দ ১২৯৭ কার্ত্তিক।

মূল্য বা ভিক্ষাদান—পাঠকের ইচ্ছাধীন।
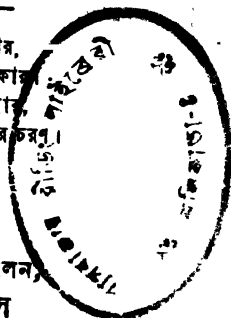
নিবেদন।

এই পুস্তকের আবরণ-লিপি পাঠে, হয় ত কেহ কেহ না বুঝিতে পারেন যে, ইহাতে কি বিষয় লিখিত হইয়াছে। 'জীবন্ত-পিতৃদায়', 'তীর্থ-দর্শন-সূচনা', 'বিহীন-শ্রী ভিক্ষুক', 'বারাণসী-ক্ষেত্রের আদি ও বর্ত্তমান অবস্থা', প্রভৃতি বিশৃঙ্খল শব্দ ও নাম যোজনাই আপনাদের না বুঝিবার কারণ।

যাহা হউক, ইহার আদ্যন্ত পাঠের পূর্ব্বে আপনাদের কিঞ্চিৎ উপলব্ধির নিমিত্ত বলা যাইতেছে যে, এই সংসার-শৃঙ্খল-সম্বন্ধ নিঃস্ব লেখক কয়েক মাস পূর্ব্বে যে দুর্দ্দশায় পড়িয়া ও তজ্জন্য যেরূপ উৎকণ্ঠিতমনে কলিকাতার আশ্রয়-স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিনব-দাসত্বানুরোধে স্থানান্তর-গমনে বাধ্য হইয়াছিল, এবং প্রথমে মানসিক যাতনাপ্রদ অতি কুস্থান ও তৎপরে আরাম-প্রদ তীর্থ স্থানে যেরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বীভৎস ও রমণীয় ঘটনাবলী প্রকাশের পূর্ব্বে, সেই তীর্থ-দর্শনের সূচনা বা হেতু স্বরূপ তাহার পূর্ব্ব-সময়ের দুরবস্থা (যাহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা) অগ্রে প্রকাশ না করিলে তদুত্তর-কাল-সংঘটিত আনন্দোদ্দীপক ব্যাপারসমূহ আশানুরূপ প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া,—আর যথার্থ কথা বলিতে কি, এই পুস্তক প্রকাশ-ফলে জীবন্ত-পিতৃ-শ্রাদ্ধ সম্পাদনপূর্ব্বক সুস্থির-চিত্ত ও প্রাপ্তাবসর না হইলে সেই মহেশ-সংস্থাপিত আনন্দধাম, মহাশ্মশান, বারাণসী ধামের (অনেকের পক্ষে নূতন না হইলেও নূতন-দর্শক-দৃষ্ট) ব্যাপারসমূহ প্রকাশ করিতে আমার ক্ষমতা নাই বলিয়া,—এই পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।

এখন হয় ত অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উক্ত দুরবস্থাই তীর্থ-দর্শনের হেতু বা সূচনা, এবং ঐ দুরবস্থার নামই এই 'জীবন্ত-পিতৃদায়'। এরূপ ব্যাখ্যা যাঁহাদের বোধগম্য না হয়, তাঁহাদিগকে সহিষ্ণুতার সহিত (অনুগ্রহপূর্ব্বক) এই গ্রন্থের সমগ্র পাঠ করিতে হইবে; কারণ এই পুস্তকই পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার বিশদ বিস্তার, সুতরাং অল্প কথায় প্রকাশ অসম্ভব।

'জীবন্ত-পিতৃদায়' ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাঘটিত রহস্য হইলেও, সামাজিক-উপন্যাস-প্রিয়-পাঠকের জন্য এই যথার্থ-ঘটনা-পূর্ণ প্রস্তাব একটী গল্পের আকারেই লিখিত হইয়াছে। কারণ, একে ত বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালা পুস্তকের পাঠক-সংখ্যা অতীব অল্প; তাহাতে আবার (ইহা আপাততঃ বিনা মূল্যে হস্তগত হইলেও) যদি নীরসতা-নিবন্ধন বিরক্তিজনক হয়, তবে এ ভিক্ষুকের উপস্থিত দায় উদ্ধার এবং অভিলষিত 'তীর্থ-দর্শন' গ্রন্থ প্রকাশের আশা, এই উভয় স্বার্থসিদ্ধির বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া, এই বিষাদপূর্ণ গ্রন্থকে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত কবিতা ও গীতাদি দ্বারা সুখপাঠ্য করিবার যথাশক্তি ত্রুটি হয় নাই। তবে শারীরিক অসুস্থতা, জীবন্ত-পিতৃদায়ের দায়িত্বরূপ উত্তরীয়-ভার গ্রহণ-জন্য মনের অশুচিতা, এবং সময়ের অল্পতা, প্রযুক্ত উক্ত বিষয়ে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি,—আজন্মবিমুখী কমলার কৃপালাভাকাঙ্ক্ষায় তদীয় সপত্নী বাগ্‌বাদিনীর অনুকম্পা-লাভে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি,—হৃদয়বান্ পাঠকবর্গই তাহার বিচার-কর্ত্তা।

অবশেষে একান্ত-কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী, অনুরাগভাজন, স্বধর্ম্মনিরত, জমীদার শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ মহাশয় অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া

এই জীবন্ত-পিতৃদায় হৃদয়বান্ জনসমাজে জ্ঞাপনজন্য গ্রন্থাকারে মুদ্রাঙ্কণের যাবতীয় ব্যয়-ভার গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষুকের অভিপ্রায়-সিদ্ধির দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন; এবং দীন-দুঃখাশ্রু-মোচন-চেষ্টায় অকুণ্ঠিতচিত্তে সাহায্য করিলে যদি পুণ্যলাভ হয়, তবে তিনি তাহারও অধিকারী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। রমা-নাথ যাহার প্রতি অনুকূল, রমা কি তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়া তাহাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবেন না?

শেষ অনুরোধ ও প্রথম লাভ।

এই পুস্তক যাঁহার হস্তগত হইবে, তিনি যেন অন্ততঃ অন্য এক ব্যক্তির সহিতও একত্র হইয়া ইহা পাঠ বা শ্রবণ করেন। আর যদি 'পর-দুঃখ-কাহিনী' বলিয়া ইহা পাঠে কাহারও অনিচ্ছা হয় বা বিরক্তি জন্মে, তবে তিনি যেন এই ভিক্ষার উপায় স্বরূপ পুস্তকখানি নিজের নিকট না রাখিয়া অন্য কাহাকেও দান করেন। এই অনুরোধ রক্ষিত হওয়াই ভিক্ষুকের প্রথম লাভ।

শ্যামবাজার 'মিত্র-দেবালয়'
কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১২৯৭ কার্ত্তিক।

কৃপাপ্রার্থী
বিহীন-শ্রী প্রিয়নাথ শর্ম্মা।
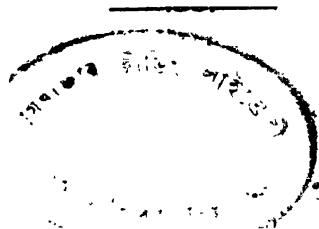
সংশোধন।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৮	মহাশঙ্কট	মহাসঙ্কট
৯	২৪	অন্যথা	অন্তথা দ্বারস্থের পৃথক্
১১	১১	স্বাধিনতা	স্বাধীনতা
১৩	ঐ	বনবদ্ধর্ম্মপরায়ণ	ধনবদ্ধর্ম্মপরায়ণ
১৫	৯	ভিক্ষুক্	ভিক্ষুক
১৬	৩	পুরাকালে	পুরাকালে
১৭	১৪	তাঁহাদের	তাঁহার
১৯	১৭	টাকও	টাকাও
২৪	৪	দুরস্থার	দুরবস্থার
ঐ	১৭	পোদজাতিয়	পোদজাতীয়
২৭	১২	ভ্রাতায়	ভ্রাতার
৫২	৪	লাগল	লাগিল
৫৬	১০	বিক্ষপ	বিপক্ষ
৫৮	২২।২৩	জ্যেষ্ঠতাতঃ	জ্যেষ্ঠতাত
৫৯	২২	ঐ	ঐ
১২০	১৩	বয়ক্রম	বয়ঃক্রম
১৩২	১৯	ভগ্নাবিশিষ্ট	ভগ্নাবশিষ্ট
১৪০	১৪	পূর্ব্বোউল্লিখিত	পূর্ব্বোল্লিখিত
১৪৪	১৭	সংসারিক	সাংসারিক
১৫৮	২১	মানষিক	মানসিক
২০৯	২৪	সহোদরাই	সহোদরই
২১৬	২০	কোনক্রমে	কালক্রমে

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক দিন বিষয়ান্বেষণে—ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যাকালে. কোন ভদ্রলোকের আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আজিও বেশ স্মরণ আছে, সে সময় গৃহস্বামী তাঁহার (তন্মধ্যে কেহ কেহ আমারও) পরিচিত কতিপয় ব্যক্তির সহিত 'ঋণ ও ভিক্ষা' বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন।

আমি সেখানে গিয়া বসিলে পর, আগন্তুকদলের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, যদি পরিশোধের শক্তি না থাকে, তবে তুচ্ছ বাজারসম্ভ্রম-রক্ষার জন্য ঋণ করিয়া দায়ে উদ্ধার পাওয়া অপেক্ষা, ভিক্ষা করিয়া,—এক দুয়ারে না হয় দশ দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া,—সেই দায় উদ্ধারের চেষ্টা করা আমার বিবেচনায় বুদ্ধিমানের কার্য্য এবং কর্ত্তব্য। এরূপ ভিক্ষা দ্বারা, দাতৃবর্গ বা সাধারণে, দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে না হয় ভিক্ষুক বলিয়াই জানিলেন, কিন্তু ঋণ-গ্রহণপূর্ব্বক তাহা শোধ করিতে না পারিলে, উত্তমর্ণের সহিত অধমর্ণের সাক্ষাৎ ত দূরের কথা, তাঁহার আবাসসম্মুখবর্ত্তী পথও উহার পক্ষে যেরূপ কণ্টকময় বোধ হয়, এবং যেরূপ মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হয়, ভিক্ষুক বোধ হয় তাহার তুলনায় রাজা। কেমন নয় কি?

কথা কয়টী আমার বড়ই মিষ্ট লাগিল; এমন কি ইচ্ছাও হইল যে, ভাষা দ্বারা নিজের সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বক্তার পোষকতা করি; কিন্তু আমার কথা দ্বারা ভাবভঙ্গ হওয়ায়

পাছে অপর বক্তার নিকট হইতে আর কোন হিতকথা শুনিতে না পাই এই ভয়ে নীরবই রহিলাম।

এই সময়ে প্রাচীন গৃহস্বামী সহাস্যমুখে পূর্ব্বোক্ত বক্তাকে বলিলেন, ভাই! তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। মানুষে নিতান্ত দায়গ্রস্ত না হইলে কি আর ভিক্ষুকরূপে কাহারও দ্বারস্থ হইতে পারে? তোমার এই কথার উদাহরণস্বরূপ আমি তোমাদিগকে বর্ত্তমান কালের সভ্য-সমাজ-সম্বন্ধীয় একটী যথার্থ ঘটনার কথা বলিতেছি মনোযোগ করিয়া শুন।

গত চৈত্র কি বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্নে এক দিন আমি * * বাবুর বাটীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। বাবুর পূর্ব্বের অবস্থা হয় ত তোমরা সকলে জান না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কমলার কৃপায় তাঁহার উন্নতির যে সকল লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার দরওজায় কাঙাল গরিবের যাওয়া অনুচিত বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, এখন ব্যাপার শুন। বাবু ও আমি একত্র উত্তমরূপ আহারের পর তাঁহার সুসজ্জিত শয়নকক্ষের শয্যাতে উভয়েই বসিলাম। শয্যার উপরিভাগে টানাপাখার সুবিধা থাকায়, মধ্যাহ্নকালীন গ্রীষ্মের জ্বালায় আমি ঐ পাখা টানিতেছি, বাবু অর্দ্ধশয়নাবস্থায় বিনা পরিশ্রমেই সঞ্চালিত বায়ুর অংশ গ্রহণ ও তাম্রকূট-ধূম-পান করিতে করিতে গ্রীষ্মকালকে বালাই বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং তাঁহার পত্নী (বাবুর সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকায়, এবং বালিকাবধূ অবস্থা হইতে দেখিয়া আসিতেছি বলিয়া, তিনি আমাকে বড় সঙ্কোচ করিতেন না।) খাটের নীচে মেঝেতে একটী আসনে বসিয়া আমাদের

জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পান সাজিতেছেন, এমন সময় সদর দ্বার হইতে একটী ক্ষীণ স্বর শুনা গেল,—"হরিবোল! মা, একমুষ্টি ভিক্ষে পা'ব কি?"

শব্দটী শ্রবণগোচর হইবামাত্র আমার ও বাবুর উভয়েরই প্রাণে বাজিল। বাজিল বটে, কিন্তু পৃথক্ তারে। আমি দরিদ্র কি না, সুতরাং ঐ শব্দ আমার সুরের নরম তারে, কিন্তু বাবুর সুরের পঞ্চম তারে, আঘাত করিল। তিনি বিকৃত-মুখে ও তদনুযায়ী উচ্চ ধ্বনিতে কহিলেন, "কে ও র‍্যা, দুপর বেলা? সময় নেই অসময় নেই, মা দুটী ভিক্ষে পাই! যা যাঃ চলে যা, এখন চলে যাঃ!"

ভিক্ষুক পূর্ব্ববৎ কাতর ভাষায় আবার কহিল, "বাবা! আমার প্রায় হয়েছে, আর এক মুষ্টি মাত্র চা'ল পেলেই আমার আজিকার দিন কাটে; এরই জন্মে 'এখন' চলে গিয়ে আবার আস্‌তে হবে? শক্তি পাই ত কালই চ'লে যাব, আর আপনাদের ত্যক্ত কর্‌ব না।"

ভিক্ষুকের এই সাহসপূর্ণ কথা শুনিয়া, আমার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। এ কথায় কিন্তু বাবুর প্রাণের সপ্তম তার আহত হইয়াছে; সুতরাং তিনি বেগে উঠিয়া কাহাকেও কিছু বলিবার পূর্ব্বে, কলিকার আগুণে শয্যা দগ্ধ হইবার ভয়ে, আদরণীয় হুঁকার সুশৃঙ্খলাসাধন-কার্য্যে যে সময় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি মাথা হেলাইয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম ভিক্ষুক, মলিন সাধারণ পরিধেয় ও উত্তরীয়-বিশিষ্ট শ্যামবর্ণ একজন যুবাপুরুষ; এবং তাহার শরীরের গঠনও যৌবন কালের অনুপযুক্ত নহে; কিন্তু যেন অন্নাভাবে

অথবা কোন আকস্মিক পীড়ায় সেই শরীর দুর্ব্বল এবং মুখটীও বিষন্ন।

ভিখারীকে দেখিয়া দারিদ্র্যদুঃখস্মৃতি আমার প্রাণকে আবার ব্যথিত করিল। ভাবিলাম, বাবুকে বলি, ঐ বেচারাকে একমুষ্টি চাউল দিয়া বিদায় করুন। শুনা ছিল যে, ভিক্ষুক দ্বারে আসিয়া ভিক্ষা না পাইলে গৃহস্থের পুণ্য গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে। এই কথাটীও ঐ সময় মনে হওয়ায়, বাবুকে এই ঠিক দুপরবেলা ভিক্ষুক ফিরাইতে নিষেধ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। ঐ কথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় বাবু আমাকে জানালার নিকট হইতে সরাইয়া ভিক্ষুকের দিকে ভ্রূকুটীর সহিত রক্তবর্ণ মুখে কহিলেন,—"চলে যাঃ ব্যাটা চোর! জোয়ান মিন্সে খেটে খেতে পারিস্‌নে? ঠিক দুপর বেলা একখানা ময়লা কাপড় * * জড়িয়ে এক ধ্যান ক'রে এসে জ্বালাতন্ কচ্ছে, আমরা তোদের মৎলব কিছু বুঝি না আর কি; নেহাৎ ঘাস খাই মনে করেছিস্—না?

ভিক্ষুক এবার নীরব; কিন্তু তখনও চলিয়া যায় নাই। বরং স্তম্ভিতভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। জানালার পার্শ্ব হইতে তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল সে যেন কিছু বলিবে। বাস্তবিকই ক্ষণকাল পরে, ধীরভাবে কহিল, "বাবু! আমি যে কিরূপ অবস্থায় প'ড়ে, ময়লা কাপড় * * জড়িয়ে, একমুষ্টি চা'লের জন্য আপনার দ্বারস্থ হয়েছি, এবং আপনার চক্ষে 'চোর' রূপে পরিণত হয়েও এতক্ষণ নির্ভয়ে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি, লক্ষ্মীমান্! আপনি এ সময় তাহা কিরূপে বুঝতে পারবেন?—বাবুজী! লোকের সকল দিন কি সমান যায়?"

এইমাত্র বলিয়া, বেচারা বিষাদপূর্ণ স্মিত-মুখে একবার আমাদের 'উভয় বাবুর' দিকে চাহিয়া, বিদায় হইল।

এই ব্যাপারে বাবু আরও অধিক কুপিত হইলেন কি না তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে আমার প্রাণ এই ভিক্ষুকের অনুগমনে ইচ্ছুক হওয়ায়, আমি সত্বরেই বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তোমার কথার উদাহরণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, সে ব্যক্তি সহসা কোন মহাশঙ্কটে পড়িয়া প্রাণ-রক্ষার্থ দুই চারিদিনের জন্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল—ভিক্ষা-ব্যবসায়ী প্রতারক নহে।

যাহা হউক, এখন ভাবিয়া দেখ দেখি ভাই! কালের গতিকে এ সময় যথার্থ বিপন্ন ভিক্ষুকেরও কি আর ভিক্ষা মিলে? এখন, তুমি ভিক্ষার্থ দ্বারস্থ হইয়া তাড়িত হইবার পূর্ব্বে, যথার্থ দরিদ্র ও বিপন্ন, প্রমাণ দ্বারা দাতার বিশ্বাস জন্মাইয়া, যদি একটী মুদ্রাও পাও ত তোমার সৌভাগ্য; কিন্তু দাতা যদি এমন বুঝেন যে, তোমাকে দান করিলে তাঁহার দান লিখনাদিসূত্রে রাজার কর্ণগোচর হইবে, অথবা সংবাদপত্রসাহায্যে সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইবে, সে স্থলে তুমি দাতার নিকট হইতে তাঁহার শক্তির অতীত, এবং তোমার প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত, দান পাইতে পার; কিন্তু বল দেখি ভাই! ইহা কি ভগবদ্দত্ত দয়াবৃত্তির কার্য্য? তোমাকে এইরূপ দান কি দাতার যথার্থ পরদুঃখকাতরতাপ্রসূত, না তাঁহার ধনশালিতা বা বদান্যতার সংবাদ সাধারণ্যে প্রকাশিত এবং তদ্দ্বারা তাঁহার সুখ্যাতি বিঘোষিত হউক, এই কামনার ফল?—তবে তোমার প্রথম উথাপিত

কথার সম্বন্ধে আমি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, পরিশোধের উপায় বিহীন দায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তি ঋণ না করিয়া, এইরূপ ভিক্ষা উপলক্ষে বহু অপমানিত হইয়াও যদি দায়মুক্ত হইতে পারে, তাহাও তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি, "সংসারে অতি সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিরও যদি কপর্দ্দকমাত্র ঋণ থাকে তবে নাকি তাঁহার মুক্তিই হয় না।"——

'ঋণ ও ভিক্ষা'-সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত কথোপকথন হইলে পর, প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ হওয়ায় আমি সেই প্রবীণ গৃহস্বামীকে নমস্কার করিয়া তথা হইতে বিদায় লইলাম; কিন্তু ঐ কথাগুলি আমার অন্তরে জাগরূক রহিল। সুসভ্য পাঠকের মনে এই সামান্য ভিক্ষুক ও বাবুর কথা অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু গৃহস্বামীর ঐ কথাগুলি আমার এখনও বেশ স্মরণ আছে; এবং আমার অতঃপর-বক্তব্যের সহিত ঐ গল্পটীর উল্লেখ সঙ্গত বোধ হওয়ায় উহা এস্থলে লিখিত হইল।

'ঋণ ও ভিক্ষা' সম্বন্ধে উল্লিখিত ঘটনা শুনিবার তিন বৎসর পরে কাল-চক্র-পরিবর্ত্তনের সহিত অবস্থাচক্রেরও পরিবর্ত্তনক্রমে বর্ত্তমানসময়ে সংসারে আমিও এক 'মহাদায়'-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সমাজ, মাতৃদায়, পিতৃদায় ও কন্যাদায়, এই তিনটী দায়কেই 'মহাদায়' বলিয়া থাকেন। আমারও সেই মহাদায়ের অন্তর্ভূত পিতৃদায় বটে—কিন্তু ইহার দায়িত্ব আমার বিবেচনায় আরও গুরুতর। কারণ, আমার এ পিতৃদায়—

'জীবন্ত-পিতৃদায়'।

আমার 'জীবন্ত-পিতৃদায়' সকল মহাদায় অপেক্ষা গুরুতর, এই কথা শুনিয়া, হয় ত কেহ আমাকে বঞ্চক, কেহ ভণ্ড,

কেহ নির্ব্বোধ, কেহ বা উন্মাদ ইত্যাদি ভাবিয়া অনেকে অনেক কথাই বলিতে কিংবা উপহাস করিতে পারেন; কিন্তু আমি তাঁহাদের কোন কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া, বিশাল ভারতভূমি-নিবাসী হিন্দুসমাজমধ্যে যথার্থ-মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকেই শুনাইবার জন্ত অসঙ্কুচিতচিত্তে ও উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছি যে, বাস্তবিকই আমার 'জীবন্ত-পিতৃদায়' উপস্থিত; এবং তাঁহাদেরই নিকট ভিক্ষা ব্যতীত আমার ন্থায় দুরবস্থাগ্রস্ত পুত্রের এ দায়-নিষ্কৃতির বা পিতৃশ্রাদ্ধের আর উপায়ান্তর নাই।

কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, 'জীবন্ত-পিতৃদায়' আবার কিরূপ? আবহমানকাল হইতেই ত শুনিয়া আসিতেছি যে, মহাগুরু মাতাপিতার লোকান্তর ঘটিলেই 'মাতৃদায়' বা 'পিতৃদায়' বলা যায়; এবং এইরূপ অবস্থাতেই যাহার শক্তি না থাকে, সে ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়াও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া দ্বারা দায়মুক্ত হয়; কিন্তু এ লোকটার এ কি এক অদ্ভুত কথা শুনিলাম! পাগল নাকি?

সাধারণের পক্ষে এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া অসঙ্গত নহে; কিন্তু আমার অনুমান অন্যপ্রকার। হইতে পারে, পরলোকগত মহাগুরু মাতাপিতার উদ্দেশে, শক্তির অভাবে ভিক্ষা দ্বারা শ্রাদ্ধাদি (শ্রদ্ধাসহকারে দান ভোজনাদি) লোকান্তরিত (প্রেতাত্মা বা মুক্তাত্মাই হউন) আত্মার প্রীতিজনক, এবং উহা পুত্রাদির কর্ত্তব্য কার্য্য; কিন্তু হে বহুশাস্ত্রদর্শী ধর্ম্মাভিমানী পণ্ডিত মহাশয়! এই ব্যক্তি বিনীতভাবে আপনার নিকট জানিতে চায় যে, যদি কোন অভাব-প্রপীড়িত জীবিত মহাগুরু মাতাপিতা, তাঁহাদের কোন বিশেষ দায়ের জন্ত উপযুক্ত (বাস্তবিক উপযুক্ত হউক আর নাই হউক তাঁহাদের বিবেচনায় উপযুক্ত বয়স্ক) পুত্রের

নিকট, সেই দায়ের উদ্ধারসাধক বস্তু প্রার্থনা (এ প্রার্থনা শাস্ত্রোল্লিখিত নিরাকার প্রেতাত্মার প্রার্থনা নহে—সজীব-দেহস্থিত-রসনা-সমুচ্চারিত কাতর ভাষায় প্রার্থনা) করেন, আর সেই দায়গ্রস্ত মাতাপিতার অনন্যগতি পুত্র দাতার দ্বারস্থ হইয়া 'জীবন্ত-পিতৃদায়' জানাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে, এবং সেই ভিক্ষালব্ধ বস্তুরূপ উপকরণকে যদি শ্রদ্ধা (বা ভক্তি) সহকারে সজীব মাতাপিতার চরণে অর্পণপূর্ব্বক নিজের মাতা-পিতৃ-শ্রাদ্ধজনিত তুষ্টিলাভের আশা করে, তবে তাহা কি বিধি-বিরুদ্ধ বা পাপজনক হয়?—ভাবিয়া বলিবেন।

যদি পুত্রের এ অধিকার-প্রার্থনা অসঙ্গত বোধ না হয়, তাহা হইলেও হয় ত আপনি বলিবেন যে, এইরূপ ভিক্ষার জন্য মাথা ঘামাইয়া লিখিয়া, এবং কাহারও কৃপায় উহা পুস্তকাকারে ছাপাইয়া, বাজারে বিতরণ করিয়া, বাতুলতা প্রকাশের প্রয়োজন কি? সাধারণ ভিক্ষুকের মত ধনবানের দ্বারে দ্বারে গিয়া, দায় জানাইয়া ভিক্ষা করিলেই ত হইত? তাহাতে সম্ভ্রান্ত ভিক্ষুকের মানের কিছু খর্ব্বতা হয় বলিয়াই বুঝি এ কৌশল? বাঃ! বেশ জ্যাটামি কিন্তু!

ইহা আপনার বলিবার যোগ্য কথাই বটে; কিন্তু মহাশয়! কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে গৃহস্বামিকথিত দ্বারস্থিত ভিক্ষুকের সহিত দাতা বাবুজীর স-রস কথোপকথন-ব্যাপারটী একবার স্মরণ করিয়া ভাবুন দেখি, দাতা-গৃহীতা-সম্বন্ধে এখন কেমন কাল পড়িয়াছে? এখন আমাদের মত ময়লা কাপড় পরা, (যান অভাবে) পায়ে হাঁটা, অসভ্য ভিক্ষুক, 'পিতৃদায়গ্রস্ত হইয়াছি' বলিয়া, (উপরে বৈঠকখানাস্থিত দাতার নিকট যাইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদাদির

অভাবে) দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিলে, প্রায়ই গলহস্ত ব্যতীত আর কি কিছু প্রাপ্তির আশা আছে ? যদি আপনার অনুমানে থাকে, উত্তম ; কিন্তু এ ভিক্ষুকও সে চেষ্টায় ইহার পিতৃশ্রাদ্ধের নির্দ্দিষ্ট (আনুমানিক নির্দ্দিষ্ট) কালের অধিকাংশ সময় ক্ষয় করিয়া, শেষ এই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে কি না, তাহা অগ্রে না জানিয়াই বা আপনার এত ক্রোধ প্রকাশের ইচ্ছা কেন মহাশয় ?

তাহার পর আপনার 'সম্ভ্রান্ত ভিক্ষুকের' মানহানিজন্য ভিক্ষা-কৌশলের কথা। এটী কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, এবং আরও দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি যদি ধনবানের সন্তান, স্বয়ং ধনবান্ ও ধনবর্দ্ধনকর্ম্মপরায়ণ হন, (ধন থাকিলে স্থূলদর্শী ধনীর যেরূপ গর্ব্ব হয় আপনি যদি সেইরূপ গর্ব্বিত হন,) তবে আপনি আমার ন্যায় ভিক্ষুকের এই দুঃখের কথার মর্ম্মই বুঝিতে পারিবেন না। আর যদি পারেন, তবে হে ধনকুবের ! দয়া করিয়া বলুন দেখি, যে ব্যক্তি এরূপ দায়গ্রস্ত যে মানের ভয়ে ভিক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হয়, সে কি কখন 'জয় রাধে গোবিন্দ' বলিয়া কাঙালবেশে আপনার দ্বারে আসিতে পারে ?

যদি ইহা অসম্ভব স্বীকার করেন, তবে এ ভিক্ষুক ইহার দুরবস্থা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া,—'জীবন্ত-পিতৃদায়'-ভিক্ষা-মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া,—চেষ্টান্তর দ্বারা প্রায় হতাশ্বাস হইয়া, এবং শ্বাসরোগে দেহের দুর্ব্বলতাদি বহুকারণে স্বয়ং সর্ব্ব-স্থানে গমনের অসমর্থতাপ্রযুক্ত প্রতিমূর্ত্তি* প্রদর্শন করিয়া,—যখন

* যদি এই ভিক্ষুকের কথায় কোন ব্যক্তির বিশ্বাস না হয়, অথবা ইহার মূর্ত্তি বা প্রতিমূর্ত্তির সহিত পরিচয়াভাব জন্য দেখিবার বাসনা হয়, তবে জানিতে পারিলে, ভিক্ষুক ক্ষমতানুসারে সশরীরে, অন্যথা চিত্রময় প্রতিমূর্ত্তিতে তাঁহার দ্বারস্থ হইতে বাধ্য।

আপনাদের দ্বারস্থ হইতে পারিয়াছে, তখন আর ইহার পক্ষে আপনার কথিত মানরক্ষার কৌশল খাটিল কৈ?

আরও ভাবিয়া দেখুন, একজন ভিক্ষুক পিতৃদায়াদি কোন মন্ত্র বা কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার সমগ্র জীবনকালে হয় ত আপনার ন্যায় দশকোটির অধিক ব্যক্তির দ্বারস্থ হইতে পারে না, এবং একবার ভিক্ষার চারি বৎসর পরে সেই ভিক্ষুকই পুনর্ব্বার সেই মন্ত্র বা অন্য কোন মন্ত্র উপলক্ষে দ্বারস্থ হইলে আপনারাও তাহাকে চিনিয়া লইতে পারেন না, কিন্তু এ বেচারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে (ইচ্ছা ও ধৈর্য্য থাকে ত সম্যক্ অনুধাবন করিয়া দেখুন) তাহাতে পদব্রজে ভ্রমণকারী ভিক্ষুকাপেক্ষা ইহার গমন কি অধিক স্থানে সম্ভব নয়? বিশেষতঃ নানা কারণে এই 'জীবন্ত-পিতৃদায়'-ভিক্ষাপুস্তক অনেক বার দেখিয়াও কি ভিক্ষা-ব্যবসায়ীর* অপেক্ষা ইহাকে অধিক দিন চিনিয়া রাখিতে পারিবেন না? যদি পারেন, তবে আর ইহার মানরক্ষার কৌশল খাটিল কৈ?

এখন আপনি বলিতে পারেন, তবে কি তুমি ধনবানের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষায় কিছুই পাও নাই? এবং এখন এই উপায়েই যে পাইবে তাহারই বা প্রমাণ কি?—পাইয়াছি;

* মূর্ত্তিদর্শন ও আলাপাদি দ্বারা অর্থসঞ্চয়প্রয়াসী নির্লজ্জ ভিক্ষাব্যবসায়ী প্রতারক ও যথার্থ কৃপাপাত্র সঙ্কুচিত ভিক্ষুক, উভয়ের প্রভেদ পরীক্ষাপূর্ব্বক দান করাই, দাতার কর্ত্তব্য। অর্থের অর্জ্জন অপেক্ষা সুকঠিন রক্ষণ-কার্য্যে যে ধনবানের শক্তির অভাব, তাঁহার সম্পত্তি বহু প্রকারের প্রতারক দ্বারা অল্পকালেই বিনষ্ট হইতে দেখা যায়।

মিথ্যা কথা বলিব না—পাইয়াছি। কাহারও দ্বারে শত বার গিয়া,—কাহাকেও অন্তরে অতীব ঘৃণ্য বোধ হইলেও বাহিরে দেবতারূপে পূজা করিয়া,—এবং কাহারও নিকট বা যৎসামান্য হইলেও, একবারেই—পাইয়াছি*। কিন্তু দায় উদ্ধারের উপযুক্ত, যাহা পাইলে (বড় মানুষের মত নহে—ভিক্ষুকের মত) এবার-কার পিতৃশ্রাদ্ধের দায় হইতে অব্যাহতি পাইব, তাহার এক-চতুর্থাংশেরও মত আজিও পাই নাই; এবং এই বর্ত্তমান উপায়েই যে পাইব কি না, তাহাই বা এখন কিরূপে বলিতে পারি? তবে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, পাই আর না-ই পাই—এমন দুরবস্থা, চিরকাল স্থিরভাবে কখনই থাকিবে না। 'মুক্তির প্রধান অন্তরায়' ঋণ দ্বারাই হউক—সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধিনতা-বিনাশিনী দাস্যবৃত্তি দ্বারাই হউক—অথবা যে কোন প্রকারেই হউক, এই জীবন্ত-পিতৃদায়ের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত, শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদিত, এবং বর্ত্তমান দায়িত্বরূপ উত্তরীয় উন্মোচিত, হইবেই হইবে। যদি কোন ক্রমেই না হয়, তবে ভিক্ষুক নিশ্চয় বুঝিবে যে, ইহার দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিপালিনীশক্তিরই † ব্যভিচার আরম্ভ হইয়াছে।

আপনি হয় ত এখনও জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি যে

* যেখানে, যেরূপে, যাহা পাইয়াছি, যদি জানিতে ইচ্ছা হয় অতঃপর জানিতে পারিবেন।

† যে শক্তির দ্বারা দিনের পর রাত্রি, শীতের পর বসন্ত ইত্যাদি নিয়মিত রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সংসার-সৃষ্টি পালিত হইতেছে, সেই শক্তির জড়তা বা নিষ্ক্রিয়তাই উহার ব্যভিচার।

যথার্থ তোমার জীবন্ত-পিতৃদায়গ্রস্ত ভিক্ষুক, আমাদিগকে বা সাধারণ সমাজকে ফাঁকি দিয়া কেবল অর্থসঞ্চয় করিবার জন্য যে এ কৌশল-জাল বিস্তার কর নাই, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কি? তুমি মাথা ঘামাইয়া চালাকি করিয়াছ বলিয়াই, পুস্তকাকারে 'পাক্কা ভিক্ষুক' বেশে লোকের দ্বারস্থ হইয়াছ বলিয়াই, কি লোকে না ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমাকে ভিক্ষা দিবে? তুমি মনে নিশ্চয় করিয়াছ যে তুমিই একমাত্র চতুর, সংসারের আর সকলেই বোকা—নয়?

এ কথার উত্তরে ভিক্ষুকের বিনীত বক্তব্য এই যে, এ ব্যক্তি নিজের দায়গ্রস্ত-ভিক্ষুক-নিশ্চয়ত্বের অবশ্যই প্রমাণ দিবে। সে প্রমাণ ছোট খাঁট লোকের প্রমাণ নহে; বড় লোকের—সকলেরই জানিত বড়লোকের—প্রমাণ দিবে। তবে এই ভিক্ষুকও আপনি এই উভয়ের মধ্যে কাহারও এমন শক্তি নাই যে, স্থূলচক্ষুঃ দ্বারা তাঁহাকে দর্শন বা প্রদর্শন করে; কিন্তু তাঁহার কৃত কার্য্যে অধিকারীর বিশ্বাস অসম্ভব নহে বলিয়া, এই প্রমাণ তাঁহার লিখিত 'পত্র' রূপে আপনি পাইবেন। একখানি দুইখানি নহে, ক্ষুদ্র বৃহৎ করিয়া সাত আট খানি, প্রমাণপত্র আপনি পাইবেন। ঐ সকল প্রমাণপত্রস্থিত সেই বড়লোকের লিখন জাল বলিয়া যদি আপনাদের কাহারও সংশয় হয়, তবে তাঁহার সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তাঁহার শান্তিময় (অন্ধের পক্ষে ভীষণ) অধিকার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী হইবার যাঁহার শক্তি আছে, তিনি অনায়াসেই জাল বা যথার্থ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। পরীক্ষায় ভিক্ষুক দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে প্রতারকের উপযুক্ত দণ্ডগ্রহণে সে ত বাধ্যই!

এখন যদি আপনি পূর্ব্বোক্ত বড় লোকের নাম বা তাঁহার লিখিত পত্র-সমূহের মর্ম্ম জানিতে চাহেন, এ ভিক্ষুক এখনই দুই এক কথায় তাহা আপনাকে বলিতে পারিবে না। যদি আপনার ধৈর্য্য ও কৌতূহল থাকে, তবে আপনি এই পুস্তকখানির শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখুন, সমস্তই জানিতে পারিবেন। ইহাতে আপনারও কোপ-শান্তি এবং আমারও অভীষ্ট-সিদ্ধি, উভয়ই হইবে।

অবশেষে আরও একটী কথা আপনাকে বলিয়া রাখি। ভিক্ষুকের গল্পকর্ত্তা গৃহস্বামীর নিকট শুনিয়া, আমার এখন এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান সভ্য-সমাজের ধনবান্ ও বনবদ্ধর্ম্মপরায়ণ লোকসকল আজ কাল আর নিঃস্বার্থভাবে (সাত্ত্বিকভাবে) বড় একটা দান খয়রাৎ করেনই না। তবে যে কেবল সমাজে নাম-সম্ভ্রম প্রকাশ হউক, এই স্বার্থসাধনের জন্যই দান করেন, তাহাও নহে। তাঁহাদের অন্য-বিধ স্বার্থও আছে যথা,—আমি ধনবান্, তুমি শীতে কাঁপিতেছ, না চাহিতেই আমি তোমাকে একখানি শীতবস্ত্র দিলাম; তুমি তুষ্ট হইয়া দশজনের নিকট আমার নাম প্রকাশ না করিলেও তাহা অন্যকে দান বা বিক্রয় না করিয়া, আমার বাটীতে আসিবার সময় উহা গায়ে দিয়া সঙ্কুচিতভাবে আসিবে, আমি দেখিয়া অহংকার-তৃপ্ত করিব—এই আমার স্বার্থ।—আমি লক্ষ্মীবান্, তোমাকে অজন্মার বৎসরে অন্নহীন জানিয়া না চাহিতেই (পুনঃ প্রাপ্তির আশা না রাখিয়া) ছয় মাসের আহার্য্য দিলাম, তুমি কাজকর্ম্মে, সম্পদ্ বিপদে, আমার বাটীতে আসিয়া ক্রীতদাসের মত খাটিবে, আমি দেখিয়া আত্মাভিমান-তৃপ্ত করিব—এই

আমার স্বার্থ। এইরূপ আরও কতপ্রকারের স্বার্থ আছে, তাহা দাতৃবর্গই জানেন।

এবার আপনি হয় ত তর্ক করিবার জন্যও বলিতে পারেন,—ভাল, এ ত গেল সমীপবর্ত্তী (প্রতিবেশ, পল্লী, বা গ্রাম বাসী) দাতা ও ভিক্ষুকের কথা ; কিন্তু যদি দূরদেশে অবস্থিতি-প্রযুক্ত দাতা ও ভিক্ষুকের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, তবে সে স্থলে দাতার স্বার্থ কি ? মনে কর, দূরদেশনিবাসী ভিক্ষুক, নিজের অভাব-প্রকাশক আবেদন-পত্র লিখিয়া,—দুর্দ্দশা-সপ্রমাণার্থ (অথবা দাতার স্বাভাবিক দয়া না হইলেও অনুরোধ-কর্ত্তার সম্মান-রক্ষার্থ দয়ার কার্য্য হইতে পারে, এই আশায়) দাতার পূজনীয় বা প্রীতিভাজন কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে অনুরোধ-পত্র সংগৃহীত ও উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া,—ডাকযোগে সেই আবেদনপত্র দাতার নিকট পাঠাইল, দাতাও সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া ডাকযোগেই ভিক্ষুককে যথাশক্তি দান করিলেন,—ইহাতে তাঁহার স্বার্থটা কি, বল ত ?

এই প্রশ্নই আমি শুনিতে চাহিতেছিলাম ; ইহার উত্তর পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত আছে বলিয়া, এই গ্রন্থের ভূমিকা বা 'দায়-সূচনা' নানা বাদ-প্রতিবাদে বর্দ্ধিত করিয়া, এতক্ষণ এই প্রশ্নই আমি শুনিতে চাহিতেছিলাম। কিন্তু মহাশয় ! আপনার প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে আমি আপনাকে যে কথাটী জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর পাইলেই আমার এই সূচনা সমাপ্ত, এবং প্রতিবাদ-পরাজয় সাব্যস্ত, হইবে ;—স্বীকার করিলাম।

মহাশয়! দয়াময় বিশ্বনাথ-প্রদত্ত দয়া-প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই, মানব-শরীর-ধারী প্রাণিগণ যথার্থ 'মনুষ্য' নামের

অধিকারী; এ কথা হয় ত আপনার অস্বীকার্য্য হইবে না; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি, কার্য্যকালে ঐ দয়া-বৃত্তির যে পরিমাণে স্ফুরণ আবশ্যক, আপনার বা আমাদের সেই-পরিমাণে স্ফুরণ হয় কি? যদি আপনার হয়, উত্তম; কিন্তু যাঁহাদের হয় না, তাঁহারা যদি কাহারও কাতরতা-ব্যঞ্জক সামান্য আবেদন-পত্র দ্বারা, অথবা তৎসংযুক্ত তাঁহাদের পরিচিত ব্যক্তির অনুরোধ-পত্র দ্বারা, চিরপ্রার্থিত-'মনুষ্যত্ব'-প্রকাশক অমূল্য দয়া-নিধির স্ফূর্ত্তি বা আবির্ভাব উপলব্ধি করেন, এবং তজ্জনিত পরমানন্দ লাভ করিয়া সেই আনন্দের বিনিময়ে ভিক্ষুককে তাঁহার অনিত্য-ধনের যৎসামান্যমাত্র অংশ দান করেন, তবে বলুন দেখি, তাহাতেও কি দাতার অল্প স্বার্থসিদ্ধি হইল?

যাহা হউক, এখন যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এবং এখনও আমার কথা শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শুনুন, এই চিররোগী—ছোট খাঁট রোগ নহে, অনিবার্য্য শ্বাসরোগী—অকর্ম্মণ্য পুত্রের এই 'জীবন্ত-পিতৃদায়' জন্য দায়িত্ব কিরূপ, এবং শ্রাদ্ধের কোন্ উপকরণের অভাবেই বা এ বেচারা আপনার নিকট এত কাতরতা জানাইতে উদ্যত হইয়াছে। পিতৃদায় উপলক্ষে আমি আপনাকে যাহা বলিব, আপনি যদি তাহা শুনিতে চান, তবে তাহার পূর্ব্বে পিতৃদেব বর্ত্তমান-সময়ে কিরূপ দায়গ্রস্ত হইয়াছেন, এবং কার্য্য-চক্রের কিরূপ অলৌকিক পরিবর্ত্তনে তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, সেই ঘটনাটীও আপনাকে শুনিতে হইবে।

এই ব্যাপার সমাপ্তির পরও যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে, এবং আপনাদের কৃপায় এই পিতৃদায়-ভার অপগত হইয়া অশুচি মন

শুচি হয়, এবং মুদ্রণ-ব্যয় সঙ্কুলনের সামর্থ্য জন্মে, তবে সেই সময় আপনাদের নিকট পূর্ব্বকথিত 'তীর্থ-দর্শন' গ্রন্থ, (তীর্থ কাহাকে বলে, তীর্থবাসের উপযুক্ত কে, পুরাকালে তীর্থ ও তীর্থবাসীর অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং বর্ত্তমান-সময় উহা কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়) প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করিব এরূপ আশা রহিল। ইতি।

জীবন্ত-পিতৃদায়-গ্রস্ত ভিক্ষুক
বিহীন-শ্রী, প্রিয়নাথ শর্ম্মা।

জীবন্ত-পিতৃদায়।

প্রথম কাণ্ড।

সোণার সংসার।

জীব, জগতে জন্মগ্রহণের পর বাল্যযৌবনাদি অবস্থাক্রমে বর্দ্ধিত হয়, শক্তি অনুসারে কত কার্য্য করে, এবং কোনও এক দিন মৃত্যু-মুখে পতিত হয়; আমরা স্থূলতঃ এই পর্য্যন্তই দেখিতে পাই। কিন্তু কেন জন্মাই, কোথা হইতে জন্মাই; জন্মের পর বাল্য-যৌবনাদি-ক্রম-যুক্ত অবস্থা, বৃদ্ধ-কৈশোর-বাল্য-প্রৌঢ়াদিরূপ বিপর্য্যস্তভাবে পরিবর্ত্তিত হয় না কেন?—সকলেই মরে, তাহাদের মধ্যে একজনও কোন কৌশলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে কি না? এ সকল তত্ত্ব আমরা জানি না।

উক্ত প্রকারের কোন বিসদৃশ বা জটিল প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, আমরা যে সমাজের জীব, সেই সমাজের উচ্চ-মত (কেহ কেহ ধর্ম্মমতও বলিয়া থাকেন) বা প্রাচীন-সংস্কার অনুসারে উহার কোন এক প্রকার মনঃকল্পিত মীমাংসাও করিয়া লইয়া থাকি; এবং কোন একজন বড়লোকের (যে বড়লোক, সাধু, মহাজন, ঋষি ইত্যাদি শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের) এইরূপ মনঃকল্পিত (ধ্যানলব্ধ) কথা যদি দশজনের মনস্তুষ্টি-কর হয়, তবে তাহাই মাননীয়-সত্য বা 'শাস্ত্র'রূপে সেই সম্প্রদায়ের গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

কোন সম্প্রদায়ের সকল লোকেই যে, শাস্ত্রের মর্ম্ম জানে এমন হইতেই পারে না; কিন্তু শাস্ত্রোক্ত অথবা প্রাচীন-সংস্কার-লব্ধ কোন কথা বলিবার সকলেরই অধিকার আছে।

এ অবস্থায়, শাস্ত্রাদি কোন বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব না জানিলেও, কর্ম্মকাণ্ড ও পরকাল-বিশ্বাসী হিন্দু-বংশে জন্মগ্রহণ-জন্য-সংস্কার-বলে বলিতে পারা যায় যে, কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকা-প্রযুক্তই হউক, অথবা কালচক্রের বিহিত বিধানানুসারেই হউক, আমি যেন বিশাল বিশ্বরাজ্যের কোন এক শান্তিময় প্রদেশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, এবার ষড়্‌বিংশতিবর্ষ হইল, এই ভূতাবাস মর্ত্ত্যধামে আশ্রয়লাভ করিয়াছি; এবং এখানেও মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, প্রিয় পরিজনাদি-পরিবৃত হইয়া, চিরপরিচিতের ন্যায় বাস করিতেছি।

এবার জন্মগ্রহণের পর হইতে পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত কালের কোন কার্য্য বা কোন ঘটনার কথাই এখন আর বিশেষ স্মরণ নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, ঐ পাঁচ ছয় বৎসরকালমধ্যে অন্নপানাদি দ্বারা শরীর যেমন পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তেমনই মনও সুখ-দুঃখ-পরিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার ভাষা ভাব, সাদা কালো, আপন পর ইত্যাদি শিক্ষার, এবং দোষী নির্দ্দোষ বিচারপূর্ব্বক দণ্ড বা মুক্তি প্রদানের, উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল।

শরীর ও মনের যখন এইরূপ অবস্থা, অর্থাৎ বয়ঃক্রম যখন পাঁচ ছয় বৎসর, সেই সময় পরিজন ও প্রতিবেশিগণের নিকট, পিতার পূর্ব্বাবস্থা-বিষয়ক যে সকল ইতিহাস শুনিয়াছি, এবং নিজেও এতাবৎকাল যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি,

বর্ত্তমান 'জীবন্ত-পিতৃদায়' উপলক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায়, তাহা অতি সংক্ষেপেই আপনাদিগকে জানাইব *।

শুনিয়াছি ১২৭০ বঙ্গাব্দের ১১ই ফাল্গুন মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হার্ব্বর মহকুমার শাসনাধীন 'গোকর্ণী' নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামনিবাসী লোকান্তরিত-শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক বিপ্র-বংশে আমার জন্ম হয়।

এই রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমার পিতামহ। ইনি চারি পুত্র ও দুই কন্যার জনক ছিলেন। তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীই আমার পিতা।

শুনিয়াছি আমার এই বংশে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে পিতামহের সাংসারিক অবস্থা নাকি মন্দ ছিল না। লক্ষ্মীবান্ পিতামহের 'সোণার সংসারের' কথা এইরূপ শুনিয়াছি যে, তাঁহার নাকি গৃহস্থের মত ঘর দুয়ার ছিল,—গোলায় বা মরাইয়ে প্রচুর ধান ছিল,—পুষ্করিণীতে মাছ ছিল, দেশে যজমান্ শিষ্য ও জমীজমা ছিল,—গৃহস্বামীর নিজের ও তৎপুত্রগণের (অভাবহীনতাজন্য) বল বিক্রম ছিল, এবং সিন্দুকে সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াসে পৃথিবীর সকল-দ্রব্য-বিনিময়কারী কল—টাকাও নাকি অল্পবিস্তর ছিল। ঐ সময় শক্তির অনুরূপ ক্রিয়া কলাপ, অতিথি-অভ্যাগতের সেবাশুশ্রূষা প্রভৃতি মধ্যবিৎ গৃহস্থের উপযুক্ত আচার ব্যবহারও হইত। শ্রদ্ধায়, উপরোধে, ভয়ে অথবা

---

* ইহাতে নিজের বর্ত্তমান-শরীর-ধারণ-কালীন অবস্থা বা কার্য্যের কোন কথাই প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও, পিতৃদায়-বিবৃতি-সময় আবশ্যকমতে যদি উহার কিছু প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য কিছু অহংকার প্রকাশ পায়, সদাশয় পাঠক তাহা ক্ষমা করিবেন।

প্রয়োজনে, যে কোন কারণেই হউক, সে সময় নাকি গ্রামের অনেক লোকেই পিতামহদেবের নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেন,—
"রামচাঁদের সোণার সংসারে লক্ষ্মী অচলা।"

দ্বিতীয় কাণ্ড।

নির্ব্বাসন।

পূর্ব্ব কাণ্ডে যে সকল বিষয় বিবৃত হইল, উহা আমার শুনা কথা। দেখিতে দেখিতে আমার জন্মগ্রহণের পর জগতের কত কি রূপান্তর করিয়া কাল, ছয় বৎসররূপে অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমি যে, কোথায়, কি অবস্থায় ছিলাম, এবং আমার মাতাপিতাদি পরিজনগণেরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, আমি তাহার কিছুই জানি না। তাহার পর আমার সাক্ষাতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার যতদূর আমার স্মরণ আছে, এবং জানিয়া শুনিয়া যাহা পাইয়াছি, অতঃপর তাহাই প্রকাশিত হইবে।

আমার বয়ঃক্রম যখন ছয় বৎসর, (এখন হিসাবে 'জানিয়াছি ১২৭৬ সালে,) ঐ সময়ের 'শীতকালে' একদিন আমরা (মাতা, পিতা, আমি এবং আমার তৎকালীনকনিষ্ঠ অন্যূন দেড় বৎসরের শিশু সহোদর অমৃতনাথ) একজনদের বাড়ী হইতে গ্রামের প্রান্তভাগে একটী বাগানে গিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হই।

এতদিন কাহার আবাসে ছিলাম, কেন ছিলাম, এবং এখন এখানেই বা কেন ও কি সূত্রে আসিলাম, তাহা বুঝিতে

পারিলাম না। তবে মাতার রোদন, পিতার দীর্ঘনিশ্বাস প্রতিবেশিজনের সান্ত্বনা প্রভৃতি দ্বারা এইমাত্র বুঝিলাম যে, তাঁহাদের কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে।

যে দিন পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করিয়া এই বাগানে আসা হয়, সে দিনের কথা এখন এইমাত্র স্মরণ আছে যে, মাতার পরিধান একখানি ময়লা কাপড়, কোলে অমৃতনাথ, এবং আমি তাঁহার ডাইন হাত ধরিয়া, এবং আমাদের সঙ্গে পাড়ায় অপর ২।৪ জন লোকও ছিল। বেশ মনে আছে, মা'র মুখখানির অর্দ্ধেক ঘোম্‌টায় ঢাকা থাকিলেও আমি তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া যখন উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়াছিলাম, তখন পাড়ার একজন স্ত্রীলোক— সম্পর্কে পিসী মা—"ছি বাবা, নূতন বাড়ীতে যাচ্ছ, তা'র আর কান্না কি? এই নাও তোমার মেনি মাও, কেঁদ না"—বলিয়া আমার চখের জল মুছাইয়া এবং অবশেষে আমাদের পশ্চাৎ-সমাগত আমার একটী প্রিয় বিড়াল-শিশুকে আমার কোলে দিয়া, সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।

আর 'শীতকালের' কথা স্মরণ থাকিবার কারণ এই যে, আমরা যখন আমাদের এই 'নূতন বাড়ীর' উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঐ সময় পাড়ার আগন্তুক দর্শকদের সঙ্গী, আমার মত একটী বালককে একখানি নূতন সুন্দর দোলাই (এখন জানিয়াছি উহা অত্যল্প মূল্যের সামান্য ছিট্ মাত্র) গায়ে দিয়া থাকিতে দেখিয়া, আমিও নিজের গায়ে বাঁধা মা'র আধখানা ছেঁড়া কাপড় ফেলিয়া দিয়া ঐরূপ দোলাই প্রাপ্তির জন্য, আব্‌দার করায়, পিতৃকর্ত্তৃক প্রহারিত, এবং মাতৃকর্ত্তৃক রক্ষিত ও আশ্বাসিত হইয়াছিলাম।

ধনবান্ পাঠক ! পাড়ার পিসীমার মুখে আমাদের বাগানের 'নূতন বাড়ীর' কথা শুনিয়া আপনি হয় ত ইহাকে কতই আরাম-জনক স্থান কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আপনাদের কল্পনার সম্পূর্ণই বিপরীত বলিয়া, এই নূতন বাড়ীর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

এ বাগান আপনাদের সখের বাগানের মত সুসজ্জিত এবং উৎকৃষ্ট ফল-ফুল গাছের বাগান নহে। ইহার চারিদিকে উন্নত প্রাচীর নাই, ইহাতে সিংহওয়ালা ফটক নাই, প্রহরীর বিশাল ভ্রূকুটী নাই, এবং বলা বাহুল্য, এখানে শনি রবি বারের আহ্লাদ-কোলাহলও নাই। চারিদিকে খানাদ্বারা সীমাবদ্ধ এই উদ্যানভূমির দৈর্ঘ্যবিস্তার নিতান্ত অল্প না হইলেও ইহার একদিকে জঙ্গলময় বিস্তৃত বাঁশের ঝাড়, এবং অপর সর্ব্বত্রই সুপারি, নারিকেল, আম, জাম, খেজুর, তাল, ইত্যাদি প্রাচীন বৃক্ষসমূহ বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত; এবং বহুকাল নিয়মিতরূপ সংস্কারাভাবে ভয়ানক আবর্জ্জনা পূর্ণ। মধ্যদেশে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী এবং তাহার অনতিদূরে একখানি মাত্র মাটীর কুঁড়ে ঘর। ইহা উদ্যানস্বামীর বৈঠকখানা নহে, কেবল বাগানের ঝুড়ি, কোদাল, মাছধরা জাল, শুষ্ক নারিকেল সুপারি ইত্যাদি রাখিবার একটী গুদামঘর মাত্র।

এই কুটীর বা গুদামঘরই আমাদের 'নূতন বাড়ী'। ইহার বহির্ভাগে (রোয়াকে বা দাবায়) আমাদের রন্ধন, এবং গৃহে শয়ন হয়। বাগানের পুষ্করিণীর জলগ্রহণ এবং ঐ কুটীরে বাস ব্যতীত অন্য দ্রব্যাদিতে আমাদের কোন অধিকারই নাই।

উদ্যানস্বামী জাতিতে কায়স্থ, গোকর্ণীর জমিদারবংশীয়

ব্যক্তি, নাম উমেশচন্দ্র দত্ত। এই সদাশয় ব্যক্তি পিতাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া, এবং সুবিধা হইলেই অন্যত্র গৃহ প্রস্তুত করিয়া উঠিয়া যাইবেন, এই ব্যবস্থায় বিনা করে আমাদিগকে থাকিতে দেন; এবং বাগানে আসিবার কয়েক দিনের পরে নিজব্যয়ে একখানি ক্ষুদ্র পাকশালাও প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

বেশ মনে আছে, ঐ সময় মা, কোথা হইতে একটী তুলসীর চারা আনিয়া উঠানের এক পার্শ্বে একটী তুলসীমঞ্চ (মাতৃ-প্রদত্ত নাম 'হরির তলা') নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে সেই স্থান গোময় দ্বারা মার্জ্জন করিতেন; এবং স্নানের পর একটী পাথরবাটীতে জল লইয়া সেইখানে বসিয়া পূজা করিতেন। মা'র পূজার মন্ত্র মা-ই জানেন; আমি তাঁহাকে কেবল কাঁদিতে ও গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকবার প্রণাম করিতেই দেখিতাম।

এইরূপে মাতার পূজা শেষ হইলে তিনি আমাদের দুই ভাইকে (নিকটে না থাকিলে ডাকিয়াও) "বাবা হরি, বাঁচিয়ে রাখ—দুঃখ দূর কর"—এই মন্ত্র পড়াইয়া ভূমিষ্ঠভাবে প্রণাম করাইতেন। তৎপরে, হরির তলার জল, চরণামৃতরূপে পান করাইয়া এবং ঐ মৃত্তিকায় তিলক ও ফোটা করিয়া দিয়া কার্য্যান্তরে যাইতেন।

আহা! শৈশবের সেই 'অসভ্য' নির্ব্বোধ অবস্থায়, মাতার ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে, যে হরির তলায় ঠাকুর জাগ্রৎরূপে রহিয়াছেন, এই বিশ্বাসে অমৃতস্বরূপ চরণামৃতের আশায় শতবার নতমস্তকে প্রণাম করিতাম ও নাচিতাম, যৌবনে 'সুসভ্য' ও বিচক্ষণ হইয়া উন্নত সামাজিক শিক্ষার বলে, এখন সেই হরির তলা ত দূরের কথা, হৃদয়ের অভ্যন্তরেও আর ঠাকুরের

আসন রাখিতে অপমান বোধ হয়। ইহার পর আমাদের এই পরিচ্ছন্ন জ্ঞান—এই সংস্কৃত উন্নতি—যে কোন্ সীমা প্রাপ্ত হইবে, সর্ব্বান্তর্যামিন্! তাহা তুমিই জান।

পাঠক! আপনার সহিত মাতাপিতার দুরস্থার কথা বলিতে বলিতে সহসা চিন্তার স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবচ্যুত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, এখন আবার উহার অনুসরণ করিতেছি।

আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, গোকর্ণী গ্রামে আমার পিতৃ-নিবাস। ২৪ পরগণা জেলায় বরিদহাটী পরগণার মধ্যে, গোকর্ণী একটী অপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গোকর্ণী-সীমার মধ্যে ১৫।২০ ঘর বৈদিকশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ, ১০।১৫ ঘর কায়স্থ, এবং ২৫।৩০ ঘর নবশাক রজকাদি ব্যতীত অবশিষ্ট ন্যূনাধিক পাঁচ শত ঘর পোদ বা পদ্মরাজ (ব্রাহ্মণাদির ব্যবহার্য্য জল স্পর্শনাযোগ্য কৃষিব্যব-সায়ী জাতি) ও মুসলমান জাতির বাস।

যাহা হউক, এখন এই যে বাগানে আমাদের বাস, ইহা ভদ্র পল্লীর শেষ সীমায় অবস্থিত। নিকটে রামতারণ বিশ্বাস নামক এক ঘর উক্ত পোদজাতির প্রতিবেশী ব্যতীত অপর ত্রিসীমার মধ্যে আর কোন লোকের বসতি নাই; এবং পূর্ব্বে যে ছিল কোন চিহ্নাদি দ্বারা তাহাও বোধ হয় না। কেবল আমাদের বর্ত্তমান কুটীরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে একটী প্রশস্ত-চতুঃসীমাবিশিষ্ট আবাসের ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়।

নগরের দূরবর্ত্তী সামান্য-পল্লীগ্রাম-নিবাসী পাঠক! আপনি যদি ভীরুস্বভাব হন, তবে যথার্থ বলুন দেখি, গভীর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, কেবল পেচক-শৃগালাদির চীৎকারপূর্ণ, এবং নিকটে

দ্বিতীয় মানবপরিশূন্য রাত্রিকালে এই উদ্যানমধ্যস্থিত স্থান আপনার পক্ষে কিরূপ বোধ হয়? আর আপনি যদি সাহসীই হন, তথাপি বলুন দেখি, ঐরূপ স্থলে, ঐরূপ রাত্রিকালে এবং আমাদের আবাস কুটীরের ন্যায় কুটীরে, একটী স্বভাব-সুকোমলা যুবতী কুলমহিলার পক্ষে একাকিনী অবস্থান আতঙ্কজনক কি না?

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময় আমার গর্ভধারিণীর বয়ঃক্রম ২০।২১ বৎসর মাত্র। পিতা উদরান্নের চেষ্টায় বহির্গত হইলে, এবং কোন দিন দূরদেশে গমনপ্রযুক্ত রাত্রিকালে উপস্থিত হইতে না পারিলে, মাতা একাকিনী, কেবল দুইটী শিশুসন্তান মাত্র উপলক্ষ করিয়া, এই অরণ্যসদৃশ উদ্যানে যামিনী যাপন করিতেন। আমার মনে আছে, পিতার ঐরূপ অনুপস্থিতির রাত্রিতে পূর্ব্বোল্লিখিত পোদ প্রতিবেশী রামতারণ বিশ্বাসের মা বা পিসী—শান্তি, (মা'র আজ্ঞানুসারে আমারও 'শান্তপিসী') মাতার সকরুণ বিনতির বাধ্য হইয়া প্রায় আমাদের কুটীরে অবস্থান করিত। যদি পীড়াদি কোন কারণে কোন দিন তাহাদের উভয়ের কাহারও শয়নের সুবিধা না ঘটিত, তবে মা ভয়ে সে রাত্রিতে কোনক্রমেই নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। এমন কি, রাত্রিতে আমাদের প্রস্রাবাদির চেষ্টা হইতে পারে ভাবিয়া সন্ধ্যারপূর্ব্বে গৃহমধ্যে একখানি সরা পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতেন, তথাপি প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বে দ্বার খুলিতে পারিতেন না।

প্রায় একমাস হইল, আমরা এই বাগানে আসিয়াছি। যখন পল্লীমধ্যে ইতিপূর্ব্ব-আশ্রয়দাতার আবাসে, তাঁহাদের পরিজনের সহিত মিশিয়া ছিলাম, বয়সের অল্পতাপ্রযুক্ত এবং সমবয়স্ক সঙ্গিদের সহিত খেলার আমোদে, সে সময় আমাদের

অবস্থার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু বাগানে আসিবার পর, এই এক মাস কালের মধ্যে মাতার অবিরাম রোদন, পিতার বিষণ্ণ ভাব ও দীর্ঘনিশ্বাস, দুগ্ধপোষ্য ভ্রাতার দুগ্ধাভাব, এবং কোন কোন দিন আমার পর্য্যন্ত অনশন, ইত্যাদি নানা কারণে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে।

বাহ্যিক সৌন্দর্য্যসম্পন্ন বর্ত্তমান সভ্যসমাজের নিয়মে, কষ্টের কথা—অন্দরমহলের কষ্টের কথা—বাহিরে প্রকাশ করা একবারেই নিষিদ্ধ। কেন যে নিষিদ্ধ, কে বা এ নিষেধ-বিধি প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন।

ভাল, সভ্য বান্ধব-সমাজে নিজের মুখে আপনার পূর্ব্বদুরবস্থার কথা প্রকাশ করাই যেন নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি কোন অসভ্য, দায়ে পড়িয়া উহা বলে, তবে তাহা শুনিতেও ত আর দোষ নাই! আজন্ম-ধনবান্ এ রহস্য বুঝিবেন না; অতএব তিনি ইহা শুনুন আর নাই শুনুন, কিন্তু "আধুনিক-ধনবান্ পাঠক! আপনার পূর্ব্বাবস্থার কথা যদি আজিও কিছু স্মরণ থাকে, তবে আপনি বুঝিতে পারিবেন বলিয়া, আপনাকেই এ বেচারাদের পূর্ব্বদুরবস্থার কথা শুনাইতে ইচ্ছা হইতেছে'।

সেরূপ কষ্টের দিন কাটিয়া গিয়াছে, সুতরাং তখনকার সকল কথা এখন আর ঠিক স্মরণ নাই। তবে স্থূলতঃ এইরূপ মনে আছে যে, ঐ সময় অর্থাভাবে নিয়মিত ব্যবস্থা না থাকায়, দুগ্ধপোষ্য শিশু অমৃতনাথের নিত্য দুগ্ধ জুটিত না বলিয়া, কেবল জলে ক্ষুধাশান্তি না হইলে, মা তাহাকে কোন কোন দিন আমার সঙ্গে পান্তাভাতের মত করিয়া নুণ দিয়া

খাওয়াইতেন* ; অর্থাভাবে নিত্য চাউল সংগৃহীত না হওয়ায়, আমারও নিত্য উহার জুটিত না বলিয়া, কোন কোন দিন কেবল একবারমাত্র পান্তাভাত খাইয়াই দিন কাটিত। আবার যে দিন পূর্ব্বরাত্রিতে অরন্ধনজন্য উহাও না থাকিত, সে দিন, যতক্ষণ পিতা কোন উপায়ে কোন স্থান হইতে চাউল না আনিতেন, ততক্ষণ উপবাসীই থাকিতে হইত। এই অবস্থায় উদ্যানস্বামীর কোন ভৃত্য যদি নারিকেল পাড়িতে আসিত, তবে সে আমাদের কাতরতা ও কান্না দেখিয়া প্রভুর অজ্ঞাতভাবে একটী নারিকেল দিলে তাহাই খাইতাম। কোন দিন, দরিদ্রা প্রতিবেশিনী শান্তপিসী বা রামতারণের মা, বাড়ীর পুরুষগণকে (প্রায় নিত্য বলিয়া) লুকাইয়া, এক মুষ্টি চাউল বা একটু দুধ দিলে উহা দ্বারাই আমাদের উভয় ভ্রাতায়

* এই অবস্থায় এক দিন প্রতিবেশিনী শান্তপিসী আমাদের বাড়ীতে কিছু দিতে আসিয়া দেখিল যে, বালক পান্তায় মণ্ড খাইতে চাহিতেছে না ; কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মা উহাকে বলপূর্ব্বক তাহা খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধা সজলনয়নে মাকে বলিল,—"দিদি ! আর জোর ক'রে ছেলেকে পান্তা খাওয়াস্ নি, আমি গাই দুয়ে একটু দুধ এনে দেবো এখন। আহা, ওরা রাজার ছেলে গো, ওদের হিল্লেয় আজ কত লোক মানুষ হ'ত, ভগবান্ কষ্টে ফেলেছেন, কি করবে বল বোন্ !—তোর মন ভাল, ছানা দুটীকে যদি যত্ন ক'রে বাঁচাতে পারিস্, মা লক্ষ্মী আবার মুখ তুলে চাইবেন—আবার যেমন ছিলি তেমনি হবি।"—শান্তপিসীর সরল প্রাণের এই আশীর্ব্বাদ স্মরণ হইলে, এখনও প্রাণটা কেমন করে, এবং কাতর ভাবে বলিতে ইচ্ছা হয়,—কমলা ! ছানাগুলি ত বাঁচিয়া বড় হইয়াছে, তুমি কবে আর এদের মাতা-পিতার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবে মা !

তৎকালীন ক্ষুধাশান্তি হইত। বলা বাহুল্য যে, ঐ অবস্থায় প্রত্যহ মাতা পিতার হয় ত একবার করিয়াও গ্রাস জুটিত না।

বাগানে আসিবার সময় পিতার সংসারে দুই চারিখানি পিতল কাঁসার বাসন দেখিয়াছিলাম। মাতার নিকট শুনিয়াছি, উহাও নাকি পিতার পৈতৃক সম্পত্তি নহে; বাস্তবিক পাতে ভাত ও ভাঁড়ে জল খাওয়া দেখিয়া, কেহ কেহ দয়া করিয়া ঐ সকল বাসন পিতাকে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আসিবার পর কয়েক দিনের মধ্যেই অন্নের জন্য, উহার প্রায় সমস্তই বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই হউক, অথবা বিক্রয়ের বিশেষ আবশ্যক উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্তই হউক, একসের জল ধরিবার উপযুক্ত একটী পিতলের ঘটী এবং একটী ছোট কাঁসার বাটী মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেই একটী ঘটীতেই রন্ধনকালীন ব্যবহার, জল-পান, শৌচাদি-নিমিত্ত জলগ্রহণ প্রভৃতি সকলই চলে; এবং ঐ একটী বাটীতে ভ্রাতার দুগ্ধপান, আমার জল-পান ও অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্মও সম্পন্ন হয়। ভোজনার্থ ধাতুপাত্র একবারেই ছিল না। দুইখানি সেকালের মোটা মোটা কুঁড়ে পাথর (যাহা অদ্যাপি পিতৃগৃহে বর্ত্তমান আছে তাহাই) ঐ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত; এবং উহা কোন জিনিষে যোড়া থাকিলে, পল্লীগ্রামের বিনামূল্যলব্ধ কদলীপত্রেই ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত।

ঐ সময় কি মাতা, কি পিতা, কাহারই একাধিক পরিধের বস্ত্র ছিল না। স্নানের পর পিতা উত্তরীয় বা গাত্রমার্জ্জনী পরিধান করিয়া, এবং মাতা দুই খণ্ড ছিন্ন বসন দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া, পরিধেয় বস্ত্র শুকাইয়া লইতেন। আর

আমি প্রায় উলঙ্গই থাকিতাম। তবে কোথাও নিমন্ত্রণাদিতে যাইবার সময়, বা কখনও কাপড় পরিবার জন্য কাঁদিলে, মা তাঁহার ছেঁড়া কাপড় হইতে পাড়ওয়ালা ধুতি করিবার জন্য একদিকে পাড় রাখিয়া, আমার পরিবার উপযুক্তরূপে ছিঁড়িয়া, আমাকে পরাইয়া দিতেন। আর মা বলেন, ঐ সময় আমার নাকি একখানি ফুল আঁকা ছিটের রুমাল ছিল, কাপড় পরিলেই সেই খানি কোণাকোণী দু-পাট করিয়া দুই কাঁধে ঝুলাইয়া না দিলে আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। আহা! শৈশবে মা'র সেই ছেঁড়াকাপড় ও ছিটের রুমাল পরিয়া মনে যে প্রকার স্বাভাবিক সন্তোষ আসিত, এ সময় বিনামূল্যে রাজপরিচ্ছদ পাইলেও অন্তরে আর সেইরূপ নির্ম্মল সন্তোষ আইসে না। মন এখন কোন্ তাপ-প্রভাবে যে সেই সন্তোষ-সলিলশূন্য মরুভূমি হইয়াছে, অন্তর্যামীব্যতীত তাহা আর কে বলিতে পারে?

সহৃদয় পাঠক! আপনি যদি আমাদের শৈশবাবস্থায় মাতাপিতার নির্ব্বাসন ও সাংসারিক দুরবস্থা-সম্বন্ধীয় উল্লিখিত কথাগুলি শুনিতে বিরক্ত না হইয়া থাকেন, তবে আর কিছুক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিলে, কাণ্ডান্তরে আমি উহার উত্তরকাল-সঙ্ঘটিত আরও দুই চারিটী ভিতরের কথা বলিতে পারি।

তৃতীয় কাণ্ড।

ভিক্ষা-বৃত্তি।

প্রায় ৩।৪ মাস হইল আমরা এই বাগানে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া প্রথমে কিরূপে আমাদের দিন কাটিয়াছে, আমি যতদূর জানি, তাহা আপনাকে বলিয়াছি। আমি ছেলে মানুষ, মা'র সঙ্গে ঘরেই থাকি; বাবা ব্যাটাছেলে, বড় হইয়াছেন, তিনি বাহিরে যান, মাছ, দুধ, কত কি আনেন, মা সেই সব রাঁধেন, সকলেই খাই। কোন দিন আমি পান্তা খাইয়াই থাকি, কোন দিন বা কাপড় পরিয়া বাবার সঙ্গে কোথাও নিমন্ত্রণে যাই, সেখানে পেট ভরিয়া খাই, আর লুচী না হয় ত চিড়েমুড়কী মা'র জন্য রুমালে বাঁধিয়া লইয়া আসি; পেট ভরা থাকিলে খেলিয়া বেড়াই, ক্ষুধা পাইলে কাঁদি, কেহ বকিলে কি মারিলে রাগ করিয়া ঘরের পিছনে ধূলা মাখিয়া বসিয়া থাকি, খানিক পরেই মা ভুলাইয়া কোলে করিয়া ঘরে আনেন, এই সকলই আমি জানি।

আরও জানি, বাবা সকালে উঠিয়া কোথায় যান, অনেক বেলায় আসেন, আবার কোনও দিন দিনের বেলা হয় ত আসেনই না—আমাদের বড় ক্ষুধা পায় বলিয়া কত কাঁদি, মাও কাঁদেন, তবুও বাবা আসেন না—একবারে রাত্রেই আসেন। আবার কোন দিন বাবা সকালে কোথাও যান না, একবারে খাইয়াই যান, আবার কত রাত্রিতে আমাদের জন্য লুচী সন্দেশ লইয়া আসেন, আমি ঘুমাইলেও জাগাইয়া তাহা খাওয়ান।

আবার কখনও অনেক পয়সা ও এক আধটী টাকাও আনেন। আমি পয়সা, সিকি, টাকা, এ সবই চিনিয়াছি, এমন কি ১।২।৭।১৫ করিয়া গণিতেও পারি, সুতরাং বাবাকে কখনও পয়সা টাকা আনিতে দেখিলেই উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া, পাছে হারাইয়া ফেলি বলিয়া রাখিয়া দিতে বলিলে, যত শীঘ্র পারি ঐরূপে গণিয়া, শেষে মাকে দিই। এ ছাড়া, বাবা যে কোথায় যান, কি করেন, কোথা হইতে দুধ, মাছ, চাল, ডাল, লুচী, সন্দেশ, পয়সা, টাকা আনেন, আমি তাহার কিছুই জানি না।

তবে দিনকতক হইল, মা শাস্তপিসীর পরামর্শে যে রকমে ২।৫টী পয়সা পান, এবং সেই সঙ্গে আমরা দু ভাইও যা পাই, তাহা বেশই জানি। পাঠক! আপনার যদি এ রহস্য শুনিতে ইচ্ছা হয়, বলিতেছি শুনুন।

বাগানে অনেক নারিকেল গাছ আছে, তাহা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে নারিকেল পাতা পড়িবার শব্দ শুনিলেই, মা উহা কুড়াইয়া আনেন; এবং তাঁহার অবসরাভাবে আমিও কখন কখন উহা টানিয়া আনি। তার পর মা রাত্রিবেলা ও দুপরবেলা অবসরমত ঐ পাতাগুলি চাঁচিয়া ঝাঁটা করেন; এবং ৫।৭ গাছী হইলেই, এক গাছী ভাল ঝাঁটা ও শুল হইবে বলিয়া প্রায় সমস্ত চাঁচা পাতাগুলি উদ্যানস্বামীর ভৃত্য দ্বারা তাঁহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া অবশিষ্ট ঝাঁটাগুলি, হয় শাস্তপিসী, না হয় ত মধুর মা বুড়ী * দ্বারা বাজারে বিক্রয় করাইয়া আট দশ দিন অন্তর

* মধুসূদনের মা পতিপুত্রাদি-বিহীনা বৃদ্ধা পোদের মেয়ে। বাগানের বহির্ভাগে, কিছুদূরে, আমাদের আবাস-কুটীরের পশ্চিমাংশে তাহার কুটীর।

২।৩টী পয়সা পান। যে ব্যক্তি ঐ সকল ঝাঁটা বাজারে লইয়া যায়, সে, বেচিতে পারিলে মা'র হুকুমমত সংসারের জন্য তেল নুনও আনে; এবং কলা, পাটালী, মুড়ীর মোয়া ইত্যাদি যাহা লইয়া আসে, উহাই আমাদের প্রাপ্য হয়। এই সকল কার্য্যের জন্য মা ঐ ব্যক্তিকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া কদাচিৎ এক আধটী পয়সাও দিয়া থাকেন।

এইরূপে ঐ পয়সা খরচ হইয়া অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে, তদ্দ্বারা মা তুলা কিনাইয়া পৈতা তুলেন, বা কখন পাট কিনাইয়া দড়ীও কাটেন। তদ্দ্বারা যাহা আয় হয় তাহাতে নিতান্ত অভাবে খোকার দুধ, কখনও চা'ল এবং অনেক দিনের পয়সা জমাইয়া বাবাকে দিয়া, কাহারও একখানি পরিবার কাপড়ও কেনা হয়।

দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তির কেহই বন্ধু থাকে না; পূর্ব্বের পরিচিত প্রিয়জনও অসময়ে ফিরিয়া চায় না, লোকসমাজের এ-ই রীতি। সুতরাং এখন আমাদের কুটীরে কেহই বড় একটা আসেন না। আর যদি কেহ কদাচিৎ আসেন, এবং ঐ সময় বাবা বাড়ীতে থাকেন, তবে তিনি আগন্তুকের সহিত আমাদের কষ্টের কথাই

বৃদ্ধা চরকা কাটিয়া ও কাহারও মূলা, কলা, বেগুণ ইত্যাদি বাজারে লইয়া গিয়া বেচিয়া পারিশ্রমিক যাহা পায়, তাহাতেই কোনক্রমে তাহার দিন কাটে। মা'র ঝাঁটা বেচিয়া দেয়, কখন কখন মার অনুরোধে, আমাদের বাড়ী যা' জুটে তাই তুষ্ট হইয়া খায়, বাবা বাড়ীতে না থাকিলে রাত্রিতে দাবায় শুইয়া থাকে, এবং মা'র ঝাঁটা চাঁচিবার সময় আমি তাঁহার কাছে থাকিয়া শুনিতে চাহিলে, সে আমাকে কত গল্পও শুনায়। অবস্থার সমতা বশতঃ মধুর মা এখন আমাদের বড়ই সুহৃদ, সে আমার মাতা পিতাকে মা বাবা বলে, এবং আমি তাহাকে বুড়ীদিদি বলিয়া ডাকি ও ভালবাসি।

বলেন। বলিবার সময় তাঁহার চক্ষে জল পড়ে, আমি কাছে থাকিলে উহা দেখিতে পাই, এবং মা'র কাছে গিয়া সব কথা তাঁকে বলি। আমার কথা শুনিয়া মা যদি কাঁদেন, তবে আমিও তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া থাকি।

একদিন সন্ধ্যার পর, আমি ঘরের দাবায় বাবার নিকট বসিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের নাম শিখিতেছি, মা রান্না ঘরে রাঁধিতেছেন, (সেদিন দিবাভাগে আমাদের খাওয়া হয় নাই।) এমন সময় বাবার পরিচিত কে একজন লোক আসিয়া আমাদের কাছে বসিলেন, এবং খানিকক্ষণ অনেক কথাবার্ত্তা কহিবার পর, বাবার নাম উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন হে, আজ কাল কিরূপে তোমার সংসার চল্‌ছে?

বাবা কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিবার পর মৃদুভাবে কহিলেন, "সে কথা আর বলিয়া কি জানাইব, তোমরা ত সবই জান! এখান থেকে দেশত্যাগী হয়ে চলে যাবার পর যজমান্‌-শিষ্যাদি যাহা ছিল, তাহা পাঁচজনেই হস্তগত করিয়াছে, এখন তাহাদের মধ্যে কেহ যদি দয়া করিয়া ডাকে, তবে কদাচিৎ কাহারও বাড়ীতে সামান্য পূজা অর্চ্চা করিয়া, কদাচিৎ কাহারও দলিলাদি লিখিয়া, আর বলিতে কি, কদাচিৎ কাহারও বাড়ীতে সামান্য কার্য্যোপলক্ষে, লোকলজ্জাভয়ে লুকাইয়া রাত্রিতে, লুচী ভাজিয়া, এবং এ সমস্ত কার্য্যের অভাবে নিতান্ত টানাটানি হইলে, পরিচিত ভদ্রলোকের নিকট সঙ্কোচ হয় বলিয়া, চাষা-লোকের নিকট অভাব জানাইয়া ভিক্ষা করিয়া, যৎসামান্য যাহা কিছু পাই, তাহাতেই কোন কোন দিন একবার আহার হয়, আবার কোন দিন বা উপবাসেই কাটিয়া যায়।

দেখ ভাই! লোকে অভাবের প্রথমাবস্থায়, মান সম্ভ্রম ও লজ্জার খাতিরে, একবারেই ভিক্ষা করিতে পারে না; কিন্তু যখন ভিক্ষা ভিন্ন প্রাণ-রক্ষার আর কোন সহজ উপায় দেখিতে না পায়, তখন "আমি ব্রাহ্মণের ছেলে,—আমরা ত চিরকালই ভিক্ষুক, ইহাতে আর লজ্জা কি,"—ইত্যাদি কতপ্রকার প্রবোধবাক্যে মনকে বুঝাইয়া, অবশেষে উহাতে প্রবৃত্ত হয়।

যাহা বলিলাম, আমারও ঠিক ঐ অবস্থা ঘটিয়াছে; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! তথাপি নিত্য দুই বেলা, বেশী নয়, এই চারিটী পরিবারেরই পেটভরা ভাত জুটাইতে পারিতেছি না।—রমানাথের অবস্থা তুমি সবই শুনিয়াছ, মা ভগ্নী যে এখন কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহা বলিতে পারি না, সংবাদ লইবারও শক্তি নাই। তাঁহারা ত দূরে আছেন, তাঁহাদের যাহাই হউক চক্ষে দেখিতে হইতেছে না, আমাদের স্ত্রী পুরুষের যাহা হউক তাহাও ধর্ত্তব্য নহে, কিন্তু এই হতভাগা বালক দুটীর দুগ্ধ ও অন্নাভাবে হাহাকার, আর সহ্য হয় না। ভগবান্ আর কত দিন যে এ হতভাগাকে এ অবস্থায় জীবিত রাখিবেন, তাহা তিনিই জানেন।"

এইরূপ বলিতে বলিতে পিতার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে চক্ষুঃ মুছিয়া আবার কহিলেন,—"এইরূপে কোনক্রমে প্রায় ৪ মাস ত কাটিল, কিন্তু এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, আর যেন দিন কাটে না। দুঃখের কথা বলিব কি, কাল মধ্যাহ্নে আমরা আহার করিয়াছিলাম, তার পর এখনও পর্য্যন্ত পেটে ভাত যায় নাই। দুটী পান্তা ছিল, এই বালক (আমি) দিনের বেলা তাই

খাইয়া আছে। এক জায়গা হইতে চাট্টি চাল ও এক আনা পয়সা পাইয়াছিলাম, সেই পয়সায় তেল, নুণ ও ডাল আনিয়াছি, একটী ঝুনা নারিকেল ঘরে আছে, রান্না হইলে সেই নারিকেল ও ডাল দিয়া ভাত খাওয়া হইবে। বল দেখি, এত কষ্টে কি আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়?"

বাবা এত কাঁদিলেন, এত দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তাকে তত দুঃখিত দেখা গেল না। তিনি পিতার সকল কথা শুনিবার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তাই ত! যদি পূর্ব্বে ভাবিতে, তবে সোণার সংসারটা নষ্ট হইয়া, আজ আর তোমাদের এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। এখনও ভাবিয়া দেখ দেখি, কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিতে হয় কি না?" এই বলিয়া রাত্রির আধিক্য জানাইয়া তিনি বিদায় হইলেন।

এই আগন্তুক লোকটী কে, তাহা না জানিলেও, এবং সোণার সংসার নষ্ট, কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ, ইত্যাদি কথার অর্থবোধ না হইলেও, এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, তাঁহার কথায় বাবা যেন বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। সুতরাং আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া, রান্না ঘরে মাতার নিকট গিয়া তাঁহাকে সকল কথাই বলিলাম; এবং সোণার সংসার নাশ ও বাবার কথিত দেশত্যাগের কথা, রমানাথের অবস্থা, তাঁহার মা ভগ্নীর সংবাদ ইত্যাদির তত্ত্ব জানিতে চাহিলাম।

আমার কথা শুনিয়া মা'র বিষণ্ণ বদন, যেন আরও মলিন হইল। তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—সে সব অনেক কথা; কাল উনি (বাবা) কোথাও গেলে, সে গল্প তোকে শুনা'ব। এখন ভাত বাড়া হয়েছে, তুই ওঁকে ডাক্‌।

মা'র কথায় আশ্বাসিত হইয়া, ছুটিয়া গিয়া বাবাকে ডাকিলাম, তিনি আসিলেন, সকলেরই আহারাদি হইল। ইত্তিমধ্যে আর বিশেষ কোন কথাবার্ত্তাই হইল না।

তাহার পর সকলেই শয়নগৃহে আসিলে, বাবা মাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দেখ, এরূপ ভিক্ষায় আর ত সংসার চলে না। এ অবস্থায় কোন কাজ কর্ম্ম করিয়া নিয়মিতরূপ কিছু আনিতে না পারিলে, অল্প দিনের মধ্যে সকলেরই প্রাণান্ত হইবার সম্ভাবনা। দেশের মধ্যে কাজ কর্ম্ম জুটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। দূরদেশে কোথাও যাইতে হইলে রাত্রিকালে বাটীতে যেন মধুর মা, না হয় শাস্তি কেহ থাকিতে পারে, কিন্তু কিছু খরচ পত্র ত রাখিয়া যাইতে হইবে; তাহারও বিশেষ কোন উপায় দেখিতেছি না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে হইয়াছে, পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে ঘরে ঐ যে দশকর্ম্মের পুথিগুলি আছে, ঐগুলি কাল কোথাও বন্ধক রাখিয়া, যদি দুই একটা টাকা পাই তবে তদ্দ্বারা চা'ল ও থোকার দুগ্ধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, পরশ্বঃ আমি কোন কার্য্যের চেষ্টায় কোথাও বাহির হইব।" এইরূপ স্থির করিয়া অন্যান্য অনেক কথার পর সকলেই নিদ্রাগত হইলেন।

পর দিন প্রাতে পিতা নিত্যকর্ম্মাদি সমাপ্তির পর, পুথিগুলি উপর হইতে নামাইয়া ঝাড়িয়া এবং কিছু একখানি গৃহে রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বাঁধিয়া লইয়া বিষণ্ণবদনে মাতাকে বলিলেন,—"দেখ, কখনও এমন ভাবি নাই যে, পেটের দায়ে পুথিগুলি পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হইবে। আজ এই পুথিগুলি লইয়া যাইতে

আমার যেমন কষ্ট বোধ হইতেছে, সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতেও এমন কষ্ট বোধ হয় নাই। কিন্তু কি করিব, আর কোন উপায়ও ত নাই। ঘরে চণ্ডী ও দুর্গোৎসব-পদ্ধতি এই দুইখানি পুথি রহিল, কি জানি যদি এ সকল আর উদ্ধার করিতে না পারি, তাহাই এই দুইখানি রাখিলাম, দেখি মা চণ্ডী কি করেন! আর আমি যদি মধ্যাহ্নে ফিরিয়া আসিতে না পারি, তজ্জন্য ভাবিও না।" এই বলিয়া তিনি দুর্গানামোচ্চারণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ কাণ্ড।

অজ্ঞাত-জন্মভূমি-দর্শন।

আমার গর্ভধারিণী যৎসামান্য বাঙ্গালা পড়িতে পারেন। আমি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ-পরিচয় পড়িতে আরম্ভ করি। তার পর বাবা তালপাতায় লোহার শলা দিয়া যে ক, খ, ইত্যাদি লিখিয়া দিয়াছেন তাহাও লিখিয়া থাকি। মা আমাকে প্রত্যহ প্রাতে মুড়ী বা অন্য কিছু খাবার দিয়া, পাত্তাড়ীর মাদুরে লেখাপড়া করিতে বসাইয়া দেন, এবং গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে আমারও লেখাপড়া বলিয়া দেন। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, আমার বেশ মনে আছে, ঐ সময় আমি না দেখিয়া 'ক ক্য' লিখিতে শিখিয়াছিলাম, এবং প্রথম ভাগের 'তিল' 'দিন' পড়িতাম।

প্রত্যহ প্রাতে আমি মন দিয়া লেখাপড়া করিয়া থাকি;

কিন্তু আজ আমার উহাতে বড় মনোযোগ নাই। পাত্তাড়ীর মাদুরে বসিয়া, বই খুলিয়া, কখন্ বাবা যাইবেন, কখন্ আমি মা'র কাছে গিয়া সোণার সংসার নাশ ইত্যাদি বিষয়ের গল্প শুনিতে পাইব, কেবল এই ভাবনাই ভাবিতেছি। বাবা ঘরের দাবার অপর দিকে বসিয়া পুথি বাঁধিতেছেন, তাঁহাকে তত ভয় নাই, কারণ লেখাপড়ার জন্য তিনি সর্ব্বদা বকেন না—তবে বেশী রাগ হইলে মারেন ; কিন্তু মা কোন কার্য্যবশতঃ নিকট দিয়া গেলেও বকুনী খাইবার ও ভাত বন্ধ হইবার ভয়ে বড় বড় করিয়া পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতেছি।

কিছুক্ষণের পর বাবা পুথিগুলি লইয়া বাহির হইলেন। আমিও পাত্তাড়ী ফেলিয়া ছুটিয়া রান্নাঘরে মা'র কাছে গিয়া ঐ সকল কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত করিতে লাগিলাম।

আমার উত্তেজনায় মা, অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার ঘরের কাজ শেষ করিয়া অমৃতনাথকে কোলে ও আমার হাত ধরিয়া লইয়া, প্রতিবেশী বিশ্বাসদের বাড়ীতে গেলেন ; এবং সেখান হইতে শান্তপিসীকে সঙ্গে করিয়া আমরা সকলেই অদূরবর্ত্তী একটী পতিত ভদ্রাসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পাঠক ! আপনার হয় ত স্মরণ আছে, আমাদের বর্ত্তমান আবাসকুটীরের পূর্ব্বদক্ষিণদিকে অবস্থিত প্রশস্ত-চতুঃসীমাবিশিষ্ট যে একটী ভগ্নাবশেষ লোকালয়ের কথা ইতিপূর্ব্বে (২৪ পত্রাঙ্কে) আপনাকে বলিয়াছিলাম, এখন মা ও শান্তপিসীর সঙ্গে যেখানে আসিলাম, ইহা সেই স্থান। বাগানে আশ্রয় লাভের পর, নিকট হইলেও ইতিপূর্ব্বে আর কোন দিনই এই স্থানে আসি নাই।

নূতন দেখিলাম বলিয়াই হউক, নির্জ্জন বলিয়াই হউক,

অথবা কি নিমিত্ত জানি না, আজ এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র আমার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। আমি মা'র নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া একাকী চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিলাম, এই স্থানের মধ্যভাগে ভগ্ন-প্রাচীর-বেষ্টিত কোন গৃহস্থের আবাসের চিহ্ন রহিয়াছে। উহার পূর্ব্বদিকে একটা পুষ্করিণী, দক্ষিণে (বাড়ীর সম্মুখভাগে) নারিকেল, আম, কাঁটালাদির গাছ, পশ্চিমেও ঐপ্রকার, অধিকন্তু চাঁপা, কামিনী, কুরূচি টগর ইত্যাদির গাছ দেখিয়া বোধ হইল যে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে ফুলেরই বাগান ছিল; এবং উহার উত্তরে বাঁশের ঝাড়। ফলতঃ স্থানটী মন্দ নহে; কিন্তু লোকের গমনাগমন না থাকায় উহার সকল প্রদেশেই নানাপ্রকার ছোট ছোট কাঁটা গাছের বন হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল দেখিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি আবার মা'র কাছে ফিরিয়া আসিলাম। ঐ সময় মা ও শান্তপিসী পুকুর-পাড়ের কাঁটালতলার ছায়ায় দাঁড়াইয়া পরস্পর কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট আসিয়া মা'র হাত ধরিয়া বলিলাম,—এখানে আমাদের কেন নিয়ে এলে মা?

ঐ সময় মার মুখ বিষণ্ণ ছিল, তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—"বাছা! তুমি যে সোণার সংসার নাশের গল্প শুন্‌তে চাও, সেই সোণার সংসার যেখানে পাতা ছিল, তা'ই তোমাকে দেখা'বার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি। এই তোমাদের আদি বাড়ী; এই বাড়ীতেই তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে।"

মা এই পর্য্যন্ত বলিলে পর শান্তপিসী আমাকে বলিল, "বাবা! তুই যে দিন হোস্ সে দিন তোর ঠাকুরমা, জ্যাঠাই পিসী আর আমরা সকলেই, আঁতুড়ঘরে ছিলাম। সে দিন তোর

ঠাকুরদাদা, জ্যাঠা ও বাপ খুড়োর যে কত আহ্লাদ, তা আর কি বল্‌ব। আহা! আজ সে সব লোক কোথায়ই গেল! যা'রা মরে গেছে, তাদের হাড় জুড়িয়েছে, অনেক দুঃখ পেতে হয় নি, কিন্তু এখন যা'রা আছে, তাদের কষ্ট মনে হলেও কান্না পায়। ভগবান্ সবই করতে পারেন!"

শান্তপিসীর কথা শেষ হইলে, মা আমার হাত ধরিয়া, সেই ভগ্নাবশিষ্ট বাড়ীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং এইখানে রান্না হ'ত, এইখানে ভাণ্ডার ঘর ছিল, এই ঘরে তোমার ঠাকুরদাদা থাক্‌তেন, এইটী তোমার জ্যাঠ্যামহাশয়ের ঘর, এইটী তোমার কাকার ঘরের পোতা, এই ঘরটীতে আমরা থাকতাম, ঐটী ঠাকুরঘর, এই ঘরটী বাহির বাড়ীর দিকে ছিল, বাহিরের ঐখানে ধান চা'লের গোলা ছিল, ইত্যাদি সমস্তই আমাকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। দেখান শেষ হইলে পর মা বলিলেন,—"বাবা! এখন তোমরা অন্নহীন নিরাশ্রয় ভিখারীর পুত্র বট, কিন্তু একদিন তোমাদের সবই ছিল। আমি অভাগী, আমার গর্ভে জন্মেছ বোলেই তোমাদেরও ভাগ্যে সুখ-ভোগ ঘ'টল না।"

এইরূপ বলিতে বলিতে মা'র স্বর রুদ্ধ এবং চক্ষুর্দ্বয় বাষ্প পূর্ণ হইয়া আসিল। তাঁহার যেন আরও কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু বলিতে পারিলেন না। মাকে নিতান্ত কাতরা দেখিয়া শান্তপিসী কহিল,—"ছি বোন্, কেঁদো না, কাঁদলে আর কি হবে বল, ওতে বাছাদেরই অমঙ্গল হয়। আর তোমারই বা দোষ কি, কর্ত্তাদের ইদানী যে তেজ হয়েছিল, ওঁরা আর কারুকে গ্রাহ্যই করতেন না। সর্ব্বদা ঝগড়া, কুমন্ত্রণা ও লোকের মন্দ-চেষ্টা

কল্লে কি আর লক্ষ্মী থাক্‌তে পারেন? আহা! কি করে যে তিন দিনের মধ্যে এমন সংসারটা ছার খার হয়ে গেল,— মানুষগুলো মরে হেজে, নানাস্থানী হয়ে গেল, এ সকল ভাবলে যেন স্বপ্নের কথা বলে মনে হয়। যা'ই হউক! এখন তোমার এই পোনা দু'টী যদি বাঁচে, এদের হতে আবার সব হবে, মা লক্ষ্মী চিরদিন কখনই কারুকে দুঃখ দেন না।" এই বলিয়া শান্তপিসীও নীরব হইল।

উভয়কেই নির্ব্বাক্ দেখিয়া আমি বলিলাম,—"মা! কিরূপে এই ঘরবাড়ী সব নষ্ট হইয়া গেল, এবং তুমি যে, ঠাকুরদাদা, ঠাকুর মা, জ্যেঠা, খুড়া প্রভৃতির থাকিবার ঘরের চিহ্ন দেখাইলে, তাঁহারা সব এখন কোথায় গেলেন, আমায় বল না!"

আমার এই কথা শুনিয়া, মা একটু হাসিলেন, এ হাসি আহ্লাদের হাসি কি বিষাদের হাসি তাহা মা-ই জানেন। হাসিয়া আমার দাড়িটী ধরিয়া বলিলেন,—"বাবা! সে অনেক কাণ্ড, অল্পক্ষণে ত বলা শেষ হবে না; অনেক বেলা হয়েছে, এখন ঘরে চল, নাওয়া খাওয়ার পর ধীরে সুস্থে তোমাকে সব কথা ব'লব। সব কাজে এমন উতলা হ'তে আছে কি?" এই বলিয়া খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া মা সেই ভূমিতলে অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন; এবং জন্মভূমি ও বাস্তুদেবতাকে প্রণাম কর, এই বলিয়া আমাদের উভয় ভ্রাতাকেই তথায় প্রণাম করাইয়া অবশেষে শান্তপিসীর সহিত আমাদিগকেও বাগানের কুটীরে লইয়া গেলেন।

বাগানে পঁহুছিয়া কিছুক্ষণের পর, শান্তপিসী তাহাদের বাড়ী যাইতে উদ্যত হইলে, আমি তাহাকে বৈকালে আমাদের বাড়ী

আসিয়া গল্প শুনিবার নিমন্ত্রণ করিলাম। কথা স্থির হইল, বৈকালে সে আসিলেই মা আমাদিগকে পূর্ব্বকাহিনী শুনাইবেন।

দেখিতে দেখিতে আমাদের স্নানাহারাদি সম্পন্ন ও মধ্যাহ্ন-কাল অতীত হইল। মা'র যত্নে খোকা ঘুমাইল। বাবা মধ্যাহ্নে ঘরে আসিলেন না। এ সময় মা'র হাতে সংসারের আর কোন কাজ নাই; সুতরাং তিনি নারিকেলপাতা ও বঁটী লইয়া ঝাঁটা চাঁচিতে আরম্ভ করিলেন। আমার ঘুম নাই, আরামও নাই, গল্প শুনিবার জন্ম মন অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে; শান্তপিসীকে ডাকিতে যাইবার জন্য দুই একবার মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি 'সে এখনই আসিবে, আর ডাকিতে হইবে না' এই বলিয়া নিষেধ করায় অগত্যা উহার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতমনে মার কাছে বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ এই অবস্থায় অতিবাহিত হইলে পর, ঈষৎ কুব্জা শান্তপিসী একবারে চারি পাঁচটী পান মুখে দিয়া, ঠোঁট দুটী টুক্‌টুকে লাল করিয়া, গুলের কৌটাটী বাঁ হাতে লইয়া, ধীরে ধীরে আমাদের বাড়ীতে আসিল; এবং আহারের প্রাচুর্য্য জন্ম আলস্য বশতঃই হউক, অথবা পানে দোক্তার পরিমাণাধিক্য প্রযুক্ত মস্তক ঘূর্ণন জন্যই হউক, আসিয়াই, আঁচল পাতিয়া, আমরা যেখানে ছিলাম, তাহার অনতিদূরে, দাবায় শয়ন করিল। শান্তপিসীর আগমনে এখনই গল্প আরম্ভ হইবে, ভাবিয়া আমি বড়ই তুষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু মা, উহার সহিত, কি রান্না হইল, ইত্যাদি কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। অবশেষে আমার উত্তেজনায় গল্প আরম্ভ হইল।

পঞ্চম কাণ্ড।

পূর্ব্ব কাহিনী।

গল্পারম্ভের সূচনায় মা বলিলেন,—বাছা, বলিব কি, পূর্ব্বের সে সকল কথা মনে হ'লেও চক্ষে জল আইসে। তবে তুমি নিতান্তই ছাড় না বলিয়া সংক্ষেপে তোমার বুঝিবার মত কিছু বলিতেছি শুন; পরে বড় হইলে সবই জানিতে পারিবে।

আমি বড় গরিবের মেয়ে। আজ কাল তোমাদের লইয়া আমরা এই যেমন কষ্ট পাইতেছি, আমার মা বাপও আমাদের সাত আটটী ভাই বোনকে লইয়া এইরূপ কষ্ট পাইয়াছেন। ঐ অবস্থায় আমার বিবাহ হয়। বাবা বিবাহের খরচ পত্র উপলক্ষেই হউক, অথবা সাংসারিক অনাটন-নিবৃত্তি-জন্যই হউক, দেড়শত টাকা লইয়া, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ হইবে না দেখিয়া, এই বাড়ীতে আমার বিবাহ দেন।

বিবাহের পর, কনেবৌ অবস্থায় যে কয়দিন শ্বশুরবাড়ী (যে ভাঙ্গাবাড়ী তুমি আজ সকালে দেখিয়াছ, সেই খানে) ছিলাম, সে কয়দিন খাওয়া পরা যত্ন আদর ইত্যাদিতে বড় সুখেই ছিলাম। তখন শ্বশুরবাড়ীতে কোন বিষয়েরই কষ্ট না দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, আমার বড় যে দুই বোনের বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদের অপেক্ষা আমি বড়মানুষের ঘরে পড়িয়াছি। মা যে আমাদের আ'লপনা-পূজা করাইয়াছিলেন, তাহা কেবল আমারই সার্থক হইয়াছে।

যাহা হউক, সে বার সাতদিনের পর বাপের বাড়ী গিয়া

এক বৎসর পরে আবার শ্বশুরবাড়ী আসিলাম। আসিবার সময়, মা বাবা ও ভাই বোন গুলির কান্না দেখিয়া আমারও চক্ষুতে জল পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বাপের বাড়ীর অপেক্ষা শ্বশুরবাড়ীতে সুখে থাকিব ভাবিয়া, মন অধিক ব্যাকুল হয় নাই।

দ্বিতীয় বার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া প্রথম কয়েক দিন যত্ন ও আদরের বিশেষ ত্রুটি না হইলেও, পাড়ার কেহ নূতন বৌ দেখিতে আসিলে, তোমার 'সুন্দরী' বড়পিসীমা, আমার মুখ দেখাইবার পর, আমি কালো বলিয়া, তাঁহার বাবা টাকা দিয়া একটী কালধানের বীজ আনিয়াছেন, বংশে যাহা কখনও হয় নাই এবার তাহাই হইয়াছে, ইত্যাদি বাক্যে যখন আগন্তুকের সহিত আমার বিষয়ে তাচ্ছিল্য-সূচক ভাব প্রকাশ করিতেন, তখন আমার বড়ই কষ্ট বোধ হইত।

দ্বিতীয় বার শ্বশুরবাড়ী ঘর করিতে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই আমি শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, শাশুড়ী, ননদ, যা ইত্যাদি সকলকেই চিনিয়াছিলাম; এবং উহাঁদের মধ্যে আমাকে কে কি ভাবে দেখিতেন তাহাও কিছু কিছু বুঝিয়াছিলাম।

সে সময় শ্বশুরের সংসারে, তোমার মেজ জ্যাঠামহাশয়, (কালিদাস চক্রবর্ত্তী) উনি, (পিতা) আর তোমার কাকা, (রমানাথ চক্রবর্ত্তী)—কর্ত্তার এই তিনটী ছেলে। শুনিয়াছি ইহাঁদের সকলেরই বড় আর এক ছেলে ছিলেন, তাঁহার বিবাহও হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও আমি দেখি নাই। শ্বশুরের দুটী মেয়ে। তা'র মধ্যে তোমার বড়পিসীমা বিবাহের কয়মাস পরেই বিধবা হইয়া বাপের বাড়ীতেই ছিলেন; আর ছোটপিসীমা সধবা, তিনি শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকেন।

বাড়ীতে আমি আর তোমার মেজজ্যাঠাইমা, এই দু'টী বৌ; আমি তখন ছেলেমানুষ, তোমার জ্যাঠাইমার কেবল দুটী ছেলে ও দুটী মেয়ে হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ এই কয়টী পরিবার।

প্রথম কনেবৌ অবস্থায় গোকর্ণীতে আসিয়া শ্বশুরের সংসারটীকে যেমন অভাবহীন ও সুশৃঙ্খল দেখিয়াছিলাম, দ্বিতীয় বার আসিয়া উহার প্রায় সম্পূর্ণই বিপরীত দেখিতে পাইলাম। এক বৎসর কালের মধ্যে এমন সংসারটীকে অভাবহেতু বিশৃঙ্খল এবং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই অন্তঃকরণে দয়া, পরোপকারাদির পরিবর্ত্তে হিংসা, দ্বেষ, দম্ভ প্রভৃতি প্রবল, দেখিয়া বোধ হইল এই সংসারে অলক্ষ্মীর দৃষ্টিপাত হইয়াছে। সে সময় উহাঁদের কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী ও আচার ব্যবহারে এমন বোধ হইত যে, গোকর্ণী ত সামান্য, নিকটস্থ গ্রাম সকলের মধ্যেও ধন-মানাদি কোন বিষয়েই যেন উহাঁদের সমকক্ষ আর কেহই নাই।

আমি এতক্ষণ স্থিরভাবে মা'র সকল কথাই শুনিতেছিলাম, কোন প্রতিবাদই করি নাই; কিন্তু তাঁহার শেষের কথাগুলি শুনিয়া এবং শান্তপিসীকে ঐ সকল কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে দেখিয়া, মা শ্বশুর-কুলের উপরে বিরক্তি জন্যই বুঝি তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিতেছেন, এইরূপ সংশয় হওয়ায় বলিলাম,—আচ্ছা মা! তুমি তাঁহাদের অহংকার-জনিত কোন অন্যায় কার্য্য করিতে নিজে কখনও দেখিয়াছ, না কাহারও মুখে শুনিয়া এইরূপ বলিতেছ? যদি নিজে কিছু দেখিয়া থাক, তবে কি দেখিয়াছ আমায় বল।

আমার এই কথায় মা একটু হাসিলেন; বোধ হয় ছেলেমানুষের মুখে এইরূপ সংশয়সূচক কথা শুনিয়াই হাসিলেন।

হাসিয়া বলিলেন,—বাছা, শুনা কথা কিংবা কোন মিথ্যা কথা আমি বলিব না। যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কেবল আমি কেন অনেকেই দেখিয়াছে, তাহাই বলিতেছি শুন।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ।

যে সময় এই সংসারের উপর কমলার কৃপা হ্রাস হইয়া আসিল, যে সময় অলক্ষ্মীর কৃপায় ইহাঁদের (পিতা প্রভৃতির) আন্তরিক সৎবৃত্তি সকল কুপ্রবৃত্তির অধীন হইল, সেই সময় ইহাঁরা এমন দাম্ভিক ও উদ্ধত হইয়াছিলেন যে, ইহাঁদের বাড়ীর সম্মুখস্থিত সাধারণের চলিবার পথ দিয়া যদি কোন লোক আপনার মনে উচ্চ কণ্ঠে গান গাহিয়া যাইত, তবে, (গানের দোষ গুণ বিচার না করিয়া, কেবল ইহাঁদের ন্যায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী লোকের বাড়ীর নিকট দিয়া গান করিয়া যাইতে গায়কের মনে ভয় বা সঙ্কোচ হয় নাই কেন, এই অপরাধে) ইহাঁরা তাহাকে পথ রোধ করিয়া বলপূর্ব্বক ধরিতেন; এবং প্রথমে কটু কথায় গালাগালি দিয়া শাসন করিলে যদি সে ব্যক্তি কোনপ্রকার উত্তর করিত, তবে উত্তম মধ্যম প্রহারভোগ না করিয়া, আর নিষ্কৃতি পাইত না।

এ ত সামান্য কথা! যদি কোন দুষ্ট লোক কোন কুকার্য্য করিয়া, সমাজে অথবা রাজদ্বারে অব্যাহতির আশায় ইহাঁদের সাহায্য চাহিত, তবে শারীরিক শ্রম, কৌশল এমন কি অকাতরে অর্থব্যয় দ্বারাও তাহার সেই কুকর্ম্মের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতির জন্য সাহায্য করিতেন। কেবল ইহাই নহে, দূষিতচরিত্র লোকের

পরামর্শে ও সাহায্যে সদাশয় লোকের বিষয়, বিত্ত ও ধর্ম্মাদি নাশও ক্রমশঃ উহাঁদের অভ্যস্ত হইয়াছিল।

কিন্তু যতদূর জানি তাহাতে তোমার পিতামহকে সেকালের মত নির্ব্বিরোধী ও শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হইত। তিনি নিজের পুত্রগণের দুরাচারিতার প্রশ্রয়দাতা না হইলেও প্রাপ্তবয়স্ক বলবিক্রমশালী পুত্রগণের দোষগুণ উপলক্ষে প্রায় কোন কথাই বলিতেন না; আর নিতান্ত অসঙ্গত বা অসহ্য বোধে কদাচিৎ কোন কথা বলিলেও ইহাঁরা তাঁহার সে কথা গ্রাহ্যই করিতেন না। এই কারণে কোন কোন সময় বৃদ্ধ পিতার সহিত তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণের কথান্তরও হইত; কিন্তু ভাই তিনটীর তখনও পরস্পর সদ্ভাব ছিল।

লক্ষ্মী ছাড়িবার প্রথম সময়ে বাহিরে বা পুরুষমহলে যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা ত শুনিলে, এখন অন্দরে মেয়েমহলের ব্যাপার শুন। তোমার ঠাকুরমা ও বড় পিসীমা দু' জনেই বাড়ীর গৃহিনী; তোমার কাকা রমানাথের তখন বিয়ে হয় নাই, বাড়ীতে আমরা দু'টী বৌ, দু'জনেই উহাঁদের কেনা দাসীর মত অধীনা। কাজেই তাঁহারা যখনই যা হুকুম করেন—ভাল হউক, মন্দ হউক, সময়ে হউক, অসময়ে হউক, আর শরীরের কোন সুখাসুখেই হউক, দ্বিরুক্তি না করিয়া আমরা সে কাজ করি। না করিলে বা কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে তাঁহাদের মুখের কাছে, আমাদের কথা দূরে থা'ক, আমাদের বাপ ভাইয়ের পর্য্যন্তও নিস্তার থাকিত না। নিতান্ত অসহ্য হইলে যদি আমরা তাঁহাদের কথায় কোন উত্তর করিয়া ফেলিতাম, তবে তাহার ফলস্বরূপ দারুণ প্রহার ভোগ করিতে অথবা আহার বন্ধ করার

উপবাসেই থাকিতে হইত, নতুবা সমস্ত দিনেও তাঁহাদের আস্ফালন থামিত না।

এইরূপ নানা কারণে অল্পদিনের মধ্যে শাশুড়ী ননদের সহিত আমাদের অকৌশল ঘটিল। এমন কি, উহাঁদের সহিত অনেক সময় আমাদের কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিত। যখন উহাঁদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িতাম, তখনই আমাদের তৈলাভাবে স্নান, অন্নাভাবে আহার বন্ধ থাকিত, তথাপি পুরুষদের সহিত শাশুড়ী ননদের বিপক্ষে কোন কথা বলিতে পারিতাম না। এই অবস্থায় দুই একদিন গত হইলে পর যখন গৃহিণীরা এমন বুঝিতেন যে, পুরুষেরা আমাদের এই দুর্দ্দশার কারণ জানিতে পারিলে, উহাঁদের গোপন করিবার আর উপায় থাকিবে না, তখন আপনারাই ভাল মানুষের মত, "আমরা অকারণ উহাঁদের উপর রাগ করিয়া স্নানাহার ত্যাগ করিয়া আছি," ইত্যাদি কোন কল্পিত কথা পুরুষদিগকে জানাইয়া, তাহার পর আমাদিগকে অন্ন দিতেন। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে অন্নও আবার সকল দিন খাইতে পাইতাম না।

পাঠক! আপনার সহিষ্ণুতা থাকে থাকুক, আ[illegible] মন বিচলিত হইয়াছে। পিতামহী ও পিতৃস্বসার মূর্ত্তি তৎকালে আমার অপরিচিত থাকিলেও, মাতার নিকট তাঁহাদের আচরণ শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি আমার বড়ই ক্রোধোদয় হইল। বিশেষতঃ কয়েক দিন উপবাসে থাকিবার পর, ভাত পাইয়াও খাওয়া না হইবার কারণ জানিতে বড়ই কৌতূহল হওয়ায়, আ[illegible] মা'র গল্পে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেন মা, ভা[illegible] দিলেও তোমাদের খাওয়া হইত না কেন?

মা বলিলেন,—বাবা! খাইব কি, রান্নাঘরে পুরুষদের আহারের শেষাশেষি-সময়ে গৃহিণীরা তাঁহাদের কাণে আমাদের মিথ্যা দোষের কথা শুনাইয়া এবং আপনাদের অসীম দয়া দেখাইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে আমাদের জন্য যদিও ভাত বাড়িতেন, কিন্তু পুরুষেরা আহারের পর বাহিরে গেলে, গালাগালি দিয়া 'পিণ্ডি গিলিবার' জন্য এমন ভাবে আমাদিগকে ডাকিতেন যে তাহা শুনিয়া মনে হইত, উপবাসে মৃত্যুও ভাল তথাপি এমন আহার করিতে চাহি না। অথচ না গেলেও নিস্তার নাই, যদি যাইতে বিলম্ব হইত তবে তোমার ঠাকুরমা, কিংবা পিসীঠাকুরাণী আমাদের গলা টিপিয়া রান্নাঘরে লইয়া যাইতেন, এবং তোমার জ্যেঠাইমাকে ব্যাটার মাথা দিয়া, আর আমাকে (তখন তোমরা হও নাই) ভাইয়ের মাথা দিয়া, জন্মের শোধ পিণ্ডী গিলিতে আদেশ করিতেন। কখনও বা ভাতের থালার এক পাশে দুটী উনুনের ছাই দিয়াও খাইতে দিতেন।

এই অবস্থায় কোন দিন অত্যন্ত ক্ষুধা হইলে ছাইগুলি বাদ দিতে কাঁদিতে সেই ভাতই খাইতাম, আর কোন দিন [illegible] না হইলে, কেবল গালাগালী অথবা মার খাইয়াই উঠিয়া যাইতাম। কেবল উহাঁরাই যে আমাদিগকে নিগ্রহ করিতেন এমন নহে, মিথ্যা দোষারোপ করিয়া কখন কখন [illegible]দের দ্বারাও নিগ্রহ করাইতেন।

ফলতঃ অল্পকালমধ্যেই গ্রামের কি স্ত্রী, কি পুরুষ, এমন কি [illegible]দার পর্য্যন্ত সকলেই, আচার ব্যবহার ও মুখের গুণে, সদর [illegible]র উভয় মহলের প্রতিই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় [illegible] কুচক্রী ও স্বার্থপর লোকেরাই ধনের লোভে দাঙ্গা হাঙ্গাম

ও বৃথা মোকদ্দমাদি বাধাইয়া, সর্ব্বনাশের সঙ্কল্পে কপট বন্ধুভাবে ইহাঁদের বাটীতে যাতায়াত করিত।

এই সময় একদিন শ্বাশুড়ী ননদের সহিত সামান্য কারণে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। উনি (বাবা) স্বচক্ষে মা বোনের সেই ব্যবহার দেখিয়া, এবং আমার মুখে ইতিপূর্ব্ব ঘটনা সকলের কথা শুনিয়া, বিশেষতঃ তোমার অগ্রে তোমার যে বোন্‌টী হইয়াছিল, তাহার প্রসব কাল নিকট হওয়ায়, শ্বশুরের অনুমতি লইয়া আমাকে মজীলপুরে (মাতুলালয়ে) রাখিয়া আসিলেন। বাপের-বাড়ীতে যে কয়েক মাস ছিলাম, উহার মধ্যে কোন রূপে যখনই সংবাদ পাইতাম, তখনই শুনিতাম যে, দিন দিন শ্বশুর-বাড়ীর দুর্দ্দশাই বাড়িতেছে। ঐ সময় মজীলপুরেই তোমার কাকা রমানাথের বিবাহ হয়; আমার বাপের-বাড়ীর কাছেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহাতেই আমি উহা জানিতে পারিয়াছিলাম।

বাপের-বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়, কাজেই সেখানে বেশী দিন থাকার সুবিধা হইল না; প্রায় এক বৎসর পরে মেয়েটীকে লইয়া মেজদাদার সঙ্গে আমি আবার গোকর্ণীতে আসিলাম। এবার আসিয়া শ্বশুর-বাড়ীর অত্যন্ত দুরবস্থা, এবং পরিবারবর্গের বড়ই মলিন ভাব দেখিলাম। ক্রমশঃ সংসারের অবস্থা দেখিয়া এবং তোমার জ্যাঠাইমার নিকট শুনিয়া বুঝিলাম যে, মোকদ্দমা, কুচক্রি-প্রতিপালন প্রভৃতি নানাবিধ অপব্যয়ে সঞ্চিত অর্থ ও জমীজমার বার আনা ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে;—অবশিষ্ট যা কিছু জমী আছে, তাহারও কতক খাজনার গোলযোগে আবদ্ধ থাকায়, আর কতক নানা উৎপাতে ব্যস্ততা-প্রযুক্ত তত্ত্বাবধারণ ও প্রজা-

পত্রের অভাবে সুবিধা না হওয়ায়, চাষ বাস একবারেই বন্ধ হইয়াছে ;—সঞ্চিত ধান্যাদি এতদিন ধরিয়া খরচ হওয়ায়, গোলা সকল প্রায় শূন্য হইয়া আসিয়াছে ;—দাস দাসী যে এক আধ জন ছিল, তাহারা মাহিনার গোলযোগে, এবং গৃহস্থের অসদ্ব্যবহারে স্থানান্তরিত হইয়াছে ;—দেশের প্রায় সকল লোকেই সময় বুঝিয়া কৌশলে উহাঁদের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য একমত হইয়াছে ; কিন্তু অলক্ষ্মীর কৃপায় গৃহস্থের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপের অণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। বরং কুচক্রী কপট মিত্রগণের উৎসাহে এখন উহাঁদের কালস্বরূপ এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছে যে, সর্ব্বস্ব যায় যা'ক, বিদেশে গিয়া ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতে হয় তাহাতেও দুঃখ নাই, কিন্তু দেহে প্রাণ থাকিতে দেশের মধ্যে * * নত হইব না।

এই পর্য্যন্ত গল্প করিয়া মা আমাকে বলিলেন,—বাছা! বড় হইলে জানিতে পারিবে, মন্দ কথা কাণে কাণে যত শীঘ্র চারিদিকে হাঁটিয়া বেড়ায়, ভাল কথা তেমন পারে না। কাজেই উহাঁদের ঐ দম্ভের কথা,—দেশের লোকের উপর তাচ্ছিল্যের কথা,—অবিলম্বে চারিদিকেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। জ্ঞাতি বান্ধব ও অপর সাধারণ অনেক লোকেই, আপনাদের ধন-সম্পত্তি ও মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, অথবা ইহাঁদিগকে জব্দ করিবার জন্য, জমীদারের শরণাপন্ন হইলেন। জমীদারও প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে কোন প্রকারে পারি, তোমার ঠাকুরদাদার নাম করিয়া তাঁহার (রামচাঁদের) পুত্রগণকে জব্দ করিব; আপনাদের প্রতি কোন অত্যাচার হইলেই সংবাদ দিবেন।"

দেশবাসী সকলেরই সহায় জমীদার, এবং ইহাঁদের মৌখিক

সহায় সেই কপট বন্ধুগণ। তাহারা একবার সাধারণের অনিষ্টকর মন্ত্রণা দ্বারা ইহাঁদিগকে উত্তেজিত করিয়া, আবার গুপ্তভাবে সাধারণের নিকট সেই মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া, উভয় পক্ষেরই মনস্তুষ্টি দ্বারা আপনাদের স্বার্থসাধন করিতে লাগল।

পাঠক! মাতার নিকট যে সময় এই গল্প শুনিয়াছিলাম, তখন পিতা পিতৃব্যাদির আচারব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ ভাবিয়া আমার মন উহাঁদের প্রতি যেরূপ বিরক্ত হইয়াছিল, যথার্থ বলুন দেখি, উল্লিখিত ব্যাপার শুনিয়া, আপনার অন্তঃকরণেও কি সেইরূপ বিরক্তি উপস্থিত হইতেছে না? অন্যের আচরিত কার্য্যের দোষ সমালোচনে ধীশক্তি যেমন তেজস্বিনী হয়, নিজকৃত অসদাচরণ-বিচারে ধীশক্তির তাদৃশী তেজস্বিতা থাকে না; এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

এ কথা যদি স্বীকার্য্য হয়, তবে বিবেচক পাঠক! মহানুভব, সাধু, শান্ত, ঋষি, তপস্বীর কথা ত্যাগ করিয়া, যথার্থ বলুন দেখি, বিষয়ী মানুষের মনের শক্তি কতটুকু! অবস্থাচক্রে সাধারণ মানবের মনোবৃত্তি ও ধীশক্তি আবদ্ধ হইয়া, যখন যে ভাবে ঘুরিতে থাকে, তখন সে ব্যক্তি অন্ধ হইয়া নীরবে সেই ভাবের অনুকূল পথে ঘুরিতে বাধ্য নয় কি? সে জন্য অন্যে তাহাকে ঘৃণা বা তাহার প্রতি দোষারোপ করে করুক, কিন্তু বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে সে বেচারার সেই কার্য্যে দোষও নাই, আর সেই পথ হইতে ফিরিবার শক্তিও নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীবৎস নল প্রভৃতি মহাত্মগণই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তস্থল।

পাঠক! ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে মাতার নিকট শ্রুত আমাদের পূর্ব্বকাহিনী শুনাইতে শুনাইতে সহসা চিন্তার

স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হওয়ায় আমাকে প্রস্তাবচ্যুত করিয়াছিল; এখন আবার উহার অনুসরণ করিতেছি।

অলক্ষ্মীর পূর্ণপ্রভাব।

মা বলিতে লাগিলেন,—সেই মেয়েটী (আমার অগ্রজা সহোদরা) হইবার পর, তোর মেজমামার সঙ্গে যেবার গোকর্ণীতে আসিয়াছিলাম, তার পর প্রায় দু'বৎসরের মধ্যেই শ্বশুরের সংসারের ঐ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। আমি তোকে ঐ দু' বৎসরের ব্যাপার মোটামুটী সবই বলিয়াছি। ইতিমধ্যে তোর জ্যাঠাইমার একটী তিন বৎসরের মেয়ে জলে ডুবিয়া মরে, আমার সেই হতভাগা মেয়েটা এক বৎসরের হইয়া মরিয়া যায়, এবং আরও কত কি কাণ্ড হয়, তার সব কথা মনেও নাই। আহা! সেই হতভাগী মেয়েটা কি সুন্দরীই হয়েছিল রে, যেন দুর্গাঠাকুরুণ; যদি থাকৃত ত এতদিনে কত বড়ই হ'ত!

সে যাহা হউক, যখন দেশের মধ্যে ইহাঁরা কয়েকজন (পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি কয়েকজন) একদিকে, এবং দেশের প্রায় সমস্ত লোক ও জমীদার অন্যদিকে, সেই সময় প্রথমে দুই একটী সামান্য মারপিট দাঙ্গা হাঙ্গামের পর, জমীদারের উৎসাহে জ্ঞাতিসাধারণের একটু সামান্য জমী লইয়া ইহাঁদের পরস্পর মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। সেই জমীটুকু ইহাঁদের সাবেক পুরাণ-বাড়ীর* নিকটবর্ত্তী থাকায়, তাহা যে ইহাঁদের

* গোকর্ণী ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যে প্রপিতামহ, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর যে বাসস্থান ছিল, তাহাই 'সাবেক পুরাতন বাটী'। ক্রমশঃ জ্ঞাতিবৃদ্ধি জন্য স্থানা-

নিজস্ব, (সাধারণের নহে) ইহা সপ্রমাণ-জন্য কুমন্ত্রিগণের যত্নে ও মন্ত্রণায় জাল দলিলাদি প্রস্তুত করান হয়; এবং সেই তুচ্ছ জমীটুকুর জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এরূপ মোকদ্দমা আরম্ভ হয়, যে তাহা নিম্ন আদালত হইতে ক্রমশঃ কলিকাতার বড় আদালত (হাইকোর্ট) পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেখানে ধর্ম্মের বিচারে যথার্থ ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায়, সে মোকদ্দমায় ইহাঁদিগকে হারিতে হইয়াছিল; কিন্তু মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় যথাসর্ব্বস্ব নাশ ভিন্ন অন্য কোন শারীরিক দণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, কি জানি কেন, মা'র মুখ একটু প্রফুল্ল হইল। তিনি হাসি হাসি মুখে বলিলেন,—যে সময় এই মোকদ্দমা হয়, সেই সময় তুমি হইয়াছিলে। যে রাত্রিতে তুমি হও, তাহার পরদিন কলিকাতায় মোকদ্দমা করিতে যাইবার সময়, "এর পর তুমিও ভাল রূপ মোকদ্দমা করিতে পারিবে" বলিয়া, উহাঁরা তোমার নাভির নাড়ী লইয়া গিয়া হাইকোর্টে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন*।

সে যাহা হউক, দেশের অনেক লোক, বিশেষ জ্ঞাতিবর্গ

[ভা]ব হওয়ায় পিতামহদেব গ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; [কি]ন্তু পূর্ব্ব ভদ্রাসন-বাটীর জমী ও বৃক্ষাদি তাঁহার অধিকারেই ছিল।

* কেবল মা'র নিকট নহে, জ্যাঠাইমা ও পিসীমার নিকটেও এ কথা [শু]নিয়াছি। বাস্তবিক এইরূপ কুসংস্কারজনিত কার্য্যের কথা মনে হইলেই হাসি [পা]য়। ফলতঃ মোকদ্দমাপ্রিয় পিতা পিতৃব্যাদির উল্লিখিত উদ্দেশ্য যে কতদূর [স]ফল হইবে, মোকদ্দমাদির কোন কারণ না ঘটিলে, (পার্থিব-বিভববান্ [না] হইলে,) তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, ছলনা, কৌশল ও প্রতারণাদি পটুতায় এ ব্যক্তিকে উহাঁদের বংশের [নি]তান্ত অযোগ্য সন্তান বলিয়া বোধ হয় না।

ও জমীদার ভাবিয়াছিলেন যে, জাল দলিলাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ইহাঁদের দ্বীপান্তর বা দীর্ঘ-কারাবাস, এইরূপ কোন কঠিন দণ্ড হইবে; কিন্তু উহার কিছুই না হওয়ায়, উহাঁদের অত্যন্ত ক্ষোভ ও আক্রোশ উপস্থিত হইল। সে সময় ইহাঁরা কেবল ভদ্রাসনবাটী ব্যতীত আর প্রায় সর্ব্বস্ব হারাইলেও তাঁহারা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ইহাঁদিগকে একবারে দেশান্তরিত করিবার জন্য ইহাঁদিগের সম্বন্ধে অযথা কলঙ্ক রটনা দ্বারা সমাজে নিমন্ত্রণাদি বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও শীঘ্র অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা না বুঝিয়া, রাত্রিতে দুষ্ট লোকদ্বারা গুপ্তভাবে গাছের নারিকেলাদি অপহরণ, এবং বাড়ীর ভিতর বিষ্ঠা নিক্ষেপ ইত্যাদি ঘোর অত্যাচার ও উৎপাত করাইতে লাগিলেন।

এই সময় গ্রামে একটী লোক খুন হয়। লোকটীর বাড়ী বর্দ্ধমান অঞ্চলে, জাতিতে কায়স্থ। তিনি পাঠশালার গুরুমহাশয়ের কার্য্যোপলক্ষে গোকর্ণীতে থাকিতেন। সত্য মিথ্যা পরমেশ্বরই জানেন, এইরূপ শুনিয়াছি যে, এই গুরুমহাশয়ের চরিত্র নাকি বড় ভাল ছিল না।

ক্রমশঃ গুরুমহাশয়ের আচরণ এখানকার কোন লোকের অসহ্য হওয়ায় ঐ ব্যক্তি একদিন রাত্রিকালে অপর দুই এক জনের সাহায্যে নিদ্রিতাবস্থায় বুকে বাঁশ চাপিয়া তাঁহাকে খুন করেন; এবং যথোচিত আয়োজনপূর্ব্বক 'হঠাৎ ওলাউঠায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে' এইরূপও রাষ্ট্র করিয়া দেন। যথার্থ ব্যাপার ঢাকা থাকিবে কেন? কাজেই গুরুমহাশয়কে 'কেহ খুন করিয়াছে' বলিয়া অনেকের সন্দেহ হওয়ায় এই সংবাদ থানায় পঁহুছিল; কিছুকালপরেই দারগা আসিয়া তদারক আরম্ভ করিলেন।

গ্রামস্থ লোকে, বিশেষতঃ জমীদার, এই সময় আপনাদের পূর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির সুযোগ বুঝিয়া কৌশল দ্বারা ইহাঁদিগকেও (পিতা পিতৃব্য প্রভৃতিকে) খুনের উদ্যোগী ও দেশের মধ্যে প্রধান দুষ্ট লোক বলিয়া দারগার মনে সংশয় জন্মাইয়া দেন। এই খুন উপলক্ষে গ্রামের অনেক স্ত্রী পুরুষ চালান হইয়াছিল; সেই সঙ্গে ইহাঁরা তিন ভাই, তোমার বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা, এমন কি, তোমার বড়পিসীমা পর্য্যন্তও চালান হন।

সে সময় আমি এখানে ছিলাম না; শুনিয়াছি যে দিন ঐ ঘটনা হয়, সে দিন তোমার কাকা ও উনি (পিতা) নাকি দেশে ছিলেন না; কিন্তু দেশীয় বিরুপ লোকসকলের চক্রান্তে সকলকেই ঐ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল।

যদিও বিচারে ইহাঁরা কেহই দোষী বলিয়া প্রমাণ না হওয়ায় সকলেই মুক্তি পাইয়াছিলেন, তথাপি বহুদিন হাজতে থাকিয়া বড়ই কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে আর সকলে অল্পদিন হাজতে থাকিয়া অব্যাহতি পাইলেও, তোমার জ্যাঠা-মহাশয়কে বিচার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত সেই জেলের মত হাজতে অত্যন্ত কষ্টে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। সেই অবস্থায় হাজতেই তাঁহার কি কঠিন পীড়া হয়; এবং সেই পীড়িতাবস্থায় সেখান হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেশে আসিবার অল্পদিন পরে সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ সময় ভাসুরের উমেশ ও শ্রীনাথ বলিয়া দুটী ছেলে, আর মনোমোহিনী নামে একটীমাত্র মেয়ে ছিল; তখন তোমার ঠাকুরদাদাও বাঁচিয়া ছিলেন।

গৃহ-বিচ্ছেদ।

এই ব্যাপারের কিছু দিন পূর্ব্বে ইহাঁদের (পিতা ও পিতৃব্য-গণের) মধ্যে পরস্পর মনান্তর জন্মিয়া শ্বশুরের সমস্ত বিষয় চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে শ্বশুরেরও একটী ভাগ ছিল। বিষয় ভাগ হইলেও ঐ ঘটনায় কেবল ভাসুরই পৃথগন্ন হইয়াছিলেন ; কিন্তু শুনিয়াছি, খুনী মোকদ্দমার গোলযোগে পড়িয়া পুরুষেরা হাজতে গেলে পর, মেয়েরা সে বিবাদ ভুলিয়া আবার এক সঙ্গেই আহারাদি করিতেন ; এবং সেই ভাবেই এতদিন চলিয়াছিল। তার পর, তোমার জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যু হইলে তোমার জ্যাঠাইমার সহিত ইহাঁরা পুনর্ব্বার যে অকৌশলে পৃথগন্ন হন, তাহা বলিতেছি শুন।

খুনীমামলার হাঙ্গামের পর আমি আবার এখানে আসিলাম। তখন তোমার বয়স প্রায় দুই বৎসর হইবে। ঐ সময় শ্বশুরের সংসারের যেরূপ দুরবস্থা এবং পরিবারবর্গের পরস্পর যেরূপ অকৌশল দেখিয়াছিলাম তাহা মনে হইলে, আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক্, শত্রুরও চক্ষে জল আইসে।

মা লক্ষ্মী যখন যে সংসারের প্রতি বিমুখ হন, শনি যখন যে সংসারের প্রতি পূর্ণরূপে দৃষ্টিপাত করেন, সেখানে কি আর কোনপ্রকার মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে ? সামান্য কারণে ক্রোধের বশ করিয়া গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটনা, পরের মন্দ চেষ্টা করাইয়া সর্ব্বসাধারণের বিরাগভাজন করা ইত্যাদি যত অনর্থপাত, সে সমস্ত অলক্ষ্মীদেবীরই কার্য্য। বাস্তবিক সেই সময় শ্বশুরের সংসারের ঠিক ঐরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছিল।

তোমার জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর কিছু দিন পরে শ্বাশুড়ী ননদ প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা কলহ, সংসারের টানাটানি এবং নাবালকের বিষয় লইয়া গোলযোগ, ইত্যাদি নানা কারণে তোমার জ্যাঠাইমার সহিত ইহাঁরা পৃথগন্ন হন।

পৃথক্ হইবার পর তোমার জ্যাঠাইমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা ভাবিলেও কষ্ট হয়। আহা! একে ত স্বামীর শোক, তাহার উপর সঙ্গতি নাই, তাহাতে আবার পৃথগন্ন, পুত্র কন্যার কোন দিন এক বেলা হয়, কোন দিন বা একেবারেই খাওয়া হয় না, সে সকলের উপর আবার শ্বাশুড়ী, ননদ ও দেবর প্রভৃতির গঞ্জনা, ইহাতে যে তিনি কি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাহা বলিয়া বুঝান যাইতে পারে না।

ঘটনাক্রমে এ অবস্থায় কালযাপনও তাঁহার ভাগ্যে অধিক দিন ঘটিল না। ক্রমে বলবান্ পক্ষের সহিত তাঁহার অকৌশল এত বাড়িল, এবং ঐ পক্ষের উৎপাত এরূপ অসহ্য হইয়া উঠিল, যে তিনি নিজের প্রাণ ও প্রাণাধিক প্রিয়তম অপত্যগণকে নিরাপদ্ করিবার জন্য শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া প্রথমে কয়েক দিন গোকর্ণীতেই ইহাঁদের বিপক্ষ এক জ্ঞাতির বাড়ীতে থাকিয়া, তাহার পর এখন বহড়ুতে (বহড়ু গোকর্ণীর প্রায় দুই ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত একটী অপেক্ষাকৃত উন্নত গ্রাম।) অপর এক জ্ঞাতিনিবাসে আশ্রয় পাইয়াছেন *।

* শুনিয়াছি ঐ সময় অপর সকল অংশের ভূমি সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পিতা ও পিতৃব্য নাকি নাবালক জ্যেষ্ঠতাতঃ পুত্রগণের অংশের বিষয় বিক্রয় করিতে জ্যেষ্ঠতাতঃ-পত্নীকে অনুরোধ করায়, তিনি পুত্রগণের পরিণাম ভাবিয়া উহাতে অস্বীকার করাতেই একটী

তোমার জ্যাঠাইমা আর তাঁহার তিনটী ছেলে মেয়ে, এই চারিটী লোক পৃথগন্ন হইলেও শ্বশুরের সংসারে তখনও নয় দশটী পরিবার। সে সময় আর চাকর দাসী কেহই ছিল না। এই নয় দশটী পরিবারের পেটের ভাতের জন্য প্রথমে, বাকি যে এক আধটুকু জমী কোথাও ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া, পরে আমার ও তোমার ঠাকুরমার গায়ে সোণা রূপার যাহা কিছু সামান্য গহনা ছিল, তাহা ও পুরুষদের শীতকালে গায়ে দিবার কাপড় ইত্যাদি বেচিয়া, কয়েক মাস চলিল। তার পর এমন টানাটানি দাঁড়াইল যে, সংসারের পিতল কাঁসার বাসন এমন কি, ঠাকুরঘরের পূজার বাসন পর্য্যন্ত বেচিয়া, চা'ল কেনা হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে এ সংসারের কাহাকেও কখনও চাকরী করিতে শুনি নাই; কিন্তু তখন পেটের দায়ে আর সে অভিমান রহিল না। ইহাঁদিগকে পরের চাকরীর চেষ্টা করিতে হইল।

ইনি (পিতা) ও তোমার কাকা, ইহাঁদের মধ্যে কেহই ভাল লেখা পড়া জানেন না। কারণ, একে ত গোকর্ণী ছোট গ্রাম, তাহাতে অল্পমাত্র ভদ্র লোকের (ব্রাহ্মণ কায়স্থের) বাস, বাকি সমস্তই চাষা লোক। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময় এখানে একটী কি দু'টী গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ভিন্ন, এখন চারি দিকে যেমন স্কুল হইয়াছে, তেমন স্কুলের নামও ছিল না *। কাজেই ঐ পাঠশালা পর্য্যন্তই ইহাঁদের

এইরূপ বিবাদানল প্রজ্জলিত হয়, এবং উহার ফলেই জ্যেষ্ঠতাতঃপত্নী গোকর্ণী হইতে তাড়িতা হন।

* বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয় যে, এই অবিদ্যাচ্ছন্ন দরিদ্র দেশের নিকটবর্ত্তী চতুঃসীমার মধ্যে, বর্ত্তমান্ পাশ্চাত্য-সভ্য-সময়েও উল্লেখযোগ্য

লেখাপড়া শেষ হইয়াছিল। তবে ইনি (পিতা) নাকি, পূর্ব্বে যে বহড়ু গ্রামের কথা বলিয়াছি, সেই বহড়ুতে, কোন অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ † পড়িয়াছিলেন।

বিদ্যালয় নাই। গোকর্ণীর অনতিদূরবর্ত্তী বেণীপুর নামক গ্রামে ৫ এতদপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী মগরাহাট নামক স্থানে যদিও একটী মধ্যশ্রে (ছাত্রবৃত্তি) ও একটী উচ্চশ্রেণী (মাইনর) বঙ্গবিদ্যালয় আছে, কিন্তু পড়িব উপযুক্ত (ভদ্রসন্তান) ছাত্র ও সাধারণের মনোযোগ অভাবে (বারেই শিক্ষক না থাকায়) তাহাদের বার্ষিক পরীক্ষার যেরূপ ফল ও ২ দেবর দুরবস্থা দেখা যায়, তাহাতে উহাদিগকে আসন্নধ্বংসী বলিলেও না। বর্ত্তমান সময়েই যখন দেশের এইরূপ দুর্দ্দশা, তখন ২০।২৫ বৎসর যে কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে।

এইবার তীর্থদর্শনোপলক্ষে বারাণসীক্ষেত্রে গি... অধিক নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র তর্করত্ন (ইহাঁর ও ... অকৌশল 'তীর্থ-দর্শন'-প্রস্তাবে প্রকাশের ইচ্ছা আছে।) নামক জনৈক ...ইয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি যে, ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ...ত্য- একটী চৌবাড়ী বা টোল ছিল। উক্ত তর্করত্নের পিতামহ চণ্ডীচরণ ন... নামক জনৈক পণ্ডিত নাকি ঐ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক থাকিয়া দেশীয় ...গণকে পড়াইতেন। কাহারা তাঁহার ছাত্র ছিলেন, এবং তিনি... অধ্যাপক ছিলেন, সবিশেষ না জানিলেও, দেশীয় প্রাচী... ...ায় দুই পর্য্যন্ত উপবীতধারী ব্যক্তিগণের আচার ব্যবহারাদি দেখিয়া বোধ হয়। কোনকালে গোকর্ণীতে কেবল 'চতুষ্পাঠী' এই নামই মাত্র ছিল।

† অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ পাঠের ফলেই হউক,—পাঠশালা... বোধক পাঠের ফলেই হউক,—অথবা চতুরতা বা বহুদর্শিতার ব...তঃ পিতৃদেবকে কোন কোন সময় প্রসঙ্গক্রমে চাণক্যপণ্ডিতের ...ী, কদাচ এক আধটী অশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকও বলিতে শুনা যায়।

সে যাহা হউক, ঐ প্রকার বিদ্যা-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেও,
সংসার-নির্ব্বাহের জন্য অন্য স্থান হইতে অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ
ন আবশ্যক হইল; কিন্তু পুত্র-শোকে জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ
দি শ্বশুরকে গৃহে রাখিয়া অর্থের চেষ্টায় দুই জনেই বিদেশে বাহির
প্র হইলে সংসারে রক্ষকাভাব হয় বলিয়া, তোমার কাকা বাড়ীতে
বি থাকিয়া শ্বশুরের নিকট পুথি দেখিয়া দশকর্ম্ম শিখিতে, এবং
রু যজমান শিষ্যাদির বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া কিছু কিছু
শীতকালে করিতে লাগিলেন। আর ইনি (বাবা) গোকর্ণী
চলিল। তার ক্রোশ দক্ষিণে বাইনচাপড়া * নামক একটী গ্রামে
কাঁসার ব...লার ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া, তাঁহাদেরই
চা'ল থাগে ও সাহায্যে উহার একক্রোশ দূরবর্ত্তী চৌকীতলা নামক
ইতিপূ একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়া উহাতে গুরুমহাশয়ের
নাই; কিন্তু তখন ...লেন।
ইহাঁদিগকে পরে ...ন (পিতা) জগদীশপুর, মগরাহাট ইত্যাদি
ইনি পাঠশালার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।—যাঁহারা জন্মাবধি
ভাল লো পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে ও সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া
গ্রাম ...য়াছেন, এখন তাঁহারাই এই উপায়ে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন
বাস, ...কোনক্রমে শ্বশুরের সংসার চালাইতে লাগিলেন।
যাইতেছে।

---

* এই বাইনচাপড়া গ্রামে, মূড়াগাছা পরগণার অন্তঃপাতী পাটদহ (পাড়দা) গ্রাম-নিবাসী কেশবলাল রায় চৌধুরী নামক জনৈক হিন্দু জমীদার-সংস্থাপিত 'কেশবেশ্বর' নামক এক বিখ্যাত লিঙ্গমূর্ত্তির (মহাদেবের) ও কারুকার্য্যখচিত মন্দির আছে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক বৈদ্যনাথ প্রভৃতি দেবতার ন্যায় এই কেশবেশ্বরের নিকট জাগ্রৎ বলিয়া হত্যা দেয় ও ভক্তি প্রদর্শন করে।

তোমার জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর এক বৎসর হইতে না হইতেই শ্বশুরের সংসারের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

কর্ত্তৃবিয়োগ।

তোমার জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর তোমার ঠাকুরদাদা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিনের মধ্যে তিনি, দুরবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া অপমান-বোধেই হউক, কিংবা গ্রামবাসী অনেকের সহিত মনান্তর ঘটাতেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, একবারও আপনার ভদ্রাসনের বাহির হন নাই।

শ্বশুর বড় সুখী (দুঃখকাতর) লোক ছিলেন। অন্যের পক্ষে যাহা কিছুই নহে, এমন সামান্য ক্লেশেও তিনি কাতর হইতেন। কাজেই জীবনের শেষাবস্থায় কমলার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষতঃ সেই খুনী মাম্‌লায় হাজতের যাতনা ভোগ করিয়া আসিবার পর, পুত্রশোকের দারুণ আঘাত পাওয়ায় তিনি নিতান্ত ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি, তিনি অনেক সময় আপনার পরিজনের নিকট বলিতেন,—"আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আর অধিক দিন বাঁচিব না; কোন সামান্য উপলক্ষে অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে দেহত্যাগ করিতে হইবে।" তাঁহার ঐ কথাগুলি ঠিকই মিলিয়াছিল।

যে সময় তোমার ঠাকুরদাদা ঐরূপ কথা বলিতেন, তাহার অল্পদিন পরেই তাঁহার ঘাড়ের পাশে একটী ফোড়া হয়। ঐ ফোড়া সাঙ্ঘাতিক হইবার পূর্ব্বেই তিনি একদিন আপনার পরিবারবর্গকে বলেন,—"এই ফোড়াই আমার মৃত্যু-স্বরূপ হইয়া আসিয়াছে; তোমরা আমার কথায় অবিশ্বাস করিও না, এই

বেলা আমাকে গঙ্গাতীরে লইয়া চল। আমি অনেক কুকর্ম্ম করিয়াছি, কিছুদিন মা পতিতপাবনীর তীরে বাস করিয়া তাঁহার কোলেই শরীর সমর্পণ করি, এই আমার ইচ্ছা।”

সেই ফোড়া উপলক্ষে তোমার ঠাকুরদাদার সামান্য জ্বরও হইয়াছিল; কিন্তু তিনি যে সময় গঙ্গাযাত্রার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, বৈদ্যেরা সে সময়কে তাঁহার আসন্ন-মৃত্যুকাল না বুঝিয়া তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তথাপি পিতার পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় ইনি (বাবা) ও তোমার কাকা, তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য ঘরের বাহির করেন। বাহির করিবার সময় শ্বশুর তাঁহার দুই পুত্রকে উৎসাহবাক্যে বলিয়াছিলেন,—“দেখ, তোমরা চিন্তিত হইও না, আমি মা’র কাছে (গঙ্গাতীরে) গিয়া অনেক দিন তোমাদিগকে কষ্ট দিব না।”

শ্বশুরকে বাহির-বাড়ীতে আনা হইলে যে সময় তিনি গৃহদেবতা নারায়ণকে (শালগ্রামকে) দর্শন ও প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণামৃত গ্রহণের পর, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি স্বজন ও সমাগত পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট জন্মের মত বিদায় প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই গোলযোগের সময় তুমি, কাহারও বাধা না মানিয়া, তোমার ঠাকুরদাদার খাট ধরিয়া উহার চারিদিকে নাচিয়া বেড়াইতেছিলে। তাহা দেখিয়া ইনি (পিতা) তোমার হাত ধরিয়া, এবং শ্বশুরের মুখের পানে চাহিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলেন,—“বাবা! আপনি ত আমাদিগকে অকূল দুঃখের সাগরে ফেলিয়া সকল জ্বালা জুড়াইতে চলিলেন, এর পর আমাদের উপায় কি হইবে?”

শোকার্ত্ত পুত্রের এই কথা শুনিয়া তোমার ঠাকুরদাদা স্বহস্তে

নিজের পদধূলি লইয়া তোমার মাথায় দিয়া ইহাঁকে (পিতাকে) বলিয়াছিলেন,—"কোন চিন্তা নাই, আমি মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার এই বংশধর হইতেই কুল উজ্জ্বল ও তোমার সকল দুঃখ-যাতনাই দূর হইবে *।"

এইরূপে তোমার ঠাকুরদাদা সুস্থ লোকের মত সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গঙ্গাতীরে যাত্রা করিলেন; এবং সেখানে তিন দিবস মাত্র বাস করিয়া, চারি দিনের দিন প্রফুল্লমুখে পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ ও শ্রবণ করিতে করিতেই তাঁহার দেহের অবসান হয়।

তখন সংসারের এমন দুরবস্থা যে, গঙ্গাতীরে শ্বশুরের

* এই পূর্ব্বকাহিনী-বর্ণন-সময়ে মা অনেকবার বিষণ্ণা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিতামহের এই আশীর্ব্বাদের কথা বলিবার সময় তাঁহার যেরূপ বিহ্বলতা দেখা গিয়াছিল, আর কোন সময় সেরূপ দেখা যায় নাই। পিতামহদেব কিরূপ মানসিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাহা না জানিলেও, অনুমান হয় তিনি, 'পুত্র দ্বারা মাতাপিতার দুঃখ দূর হয়' এই বিশ্বাসেই হউক, অথবা নিজের শোকার্ত্ত পুত্রগণকে সান্ত্বনা করিবার জন্যই হউক, তাঁহার পৌত্রসম্বন্ধে ঐরূপ আশ্বাসবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ফলতঃ পূজনীয় পিতামহদেব-কথিত উল্লিখিত আশীর্ব্বাদের কথা যখনই আমার স্মরণ হয়, তখনই মনোমধ্যে এমন একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতার আবির্ভাব হয় যে, আমি আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারি না। বাস্তবিক এই কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীন দুর্ভাগ্যের জীবন-কাল যে ভাবে যাপিত হইতেছে, তাহাতে এই অসমর্থ অধম পুত্র দ্বারা সংসার-দেবতা মাতাপিতার ক্লেশনাশক কোন কার্য্যই যে সম্পন্ন হইবে এরূপ অনুমানই হয় না। তথাপি পিতামহদেবের উল্লিখিত আশীর্ব্বাদ অনেক সময় আমাকে স্তম্ভিত ও কর্ত্তব্যপ্রবণ করিয়া থাকে।

বৈতরণি-পারাদি কার্য্য করাইবার জন্য ঘরের সিন্ধুক বাক্সাদি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

তোমার জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে, ইহাঁদের সেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ অল্পে অল্পে কমিয়া তোমার জ্যাঠাইমার বহড়ু যাইবার পর, অভাব-পীড়নে উহা প্রায় নির্ব্বাণ হইয়া আসিয়াছিল। তার পর তোমার ঠাকুরদাদার মৃত্যু হইলে, ইহাঁরা এমন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন যে, আর যেন সে মানুষই নহেন। তখন ইহাঁদের আর এমন সঙ্গতি ছিল না যে তদ্দ্বারা পিতার শ্রাদ্ধ হয়; কাজেই পূর্ব্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া ইহাঁর কর্ম্মস্থল বাইন্‌চাপড়ায়, এবং এখানেও লোকের দ্বারস্থ হইয়া, ভিক্ষা দ্বারা কোনক্রমে শ্বশুরের শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের কয়েক দিন পরে ইনি, তোমার কাকা রমানাথকে সংসারের অভিভাবকরূপে রাখিয়া আবার বাইন্‌চাপড়ায় যান। তখন সংসারে তোমার ঠাকুর মা, বড়পিসীমা, কাকা, খুড়ীমা, তুমি ও আমি এই কয়টী মাত্র পরিবার ছিলাম।

সর্ব্বনাশ।

শ্বশুরের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইবার কিছুদিন পরে, দত্তরা (জমীদার) ইহাঁদিগকে দেশত্যাগ করাইবার উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া, ইহাঁদের জ্ঞাতিবর্গ দ্বারা, পূর্ব্বের সেই হাইকোর্টের মোকদ্দমার খরচার জন্য নালিশ করাইলেন। পরে তোমার জ্যাঠামহাশয়ের দেশত্যাগী নাবালক পুত্র উমেশ ও শ্রীনাথের এক অংশ রাখিয়া, ভদ্রাসন বাড়ীর অবশিষ্ট তিন অংশ নিলাম ডাকাইয়া উহা

নিজেরাই বেনামে ক্রয় করেন। ইনি (পিতা) বিক্রয়ের পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া বাড়ীতে আসিলেও টাকার অভাবে কোনক্রমেই ভদ্রাসন রক্ষা করিতে পারিলেন না।

বাড়ীতে সকলেরই হাহাকার পড়িল। জমীদার তিন-দিনের মধ্যে ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে হুকুম করিলেন। অন্য সকল সম্পদ্ নষ্ট হইলেও, যদি ইহাঁদের সৎস্বভাবরূপ সম্পদ্ থাকিত, তবে সে দিনের সেই হাহাকারে কত লোকেই দুঃখিত হইত! কত লোকে নিজের বাড়ীতেই স্থান দিবার জন্য যত্ন করিত! কিন্তু ইহাঁদের পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ থাকায় কেহই তাহা করিল না; বরং শত্রুপক্ষের লোকেরা এই সর্ব্বনাশের সময় বাড়ীতে আসিয়া নানাপ্রকার উপহাস-বাক্য দ্বারা জ্বালাতন করিতে লাগিল।

যে তিন দিন বাড়ীতে থাকিবার জন্য জমীদারের হুকুম ছিল, সেই সময়ের মধ্যে ইহাঁরা অন্য কোথাও স্থান পাইবার আশা না থাকায়,—যাঁহারা এতদিন অর্থের লোভে বন্ধুত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট—পুরুষদের নিজের জন্য নহে, কেবল তুমি ও আমাদের চারিজন মেয়ে মানুষের (মা, খুড়ীমা, ঠাকুরমা ও পিসীমার) দুই চারি দিন থাকিবার জন্য, আশ্রয় চাহিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে কোন ফলই হইল না। সকলেই স্থানদানের নানাপ্রকার অসুবিধা জানাইয়া হতাশ করিলেন।

এইরূপে দুই দিন কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে একবার এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিলাম যে, ইহাঁর (পিতার) কর্ম্মস্থান বাইনচাপড়াতেই সকলের যাওয়া হইবে; কিন্তু তারপর আর সে জন্য কোন বিশেষ আয়োজন দেখিলাম না। আমার ইচ্ছা

ছিল, যে যখন সবই গেল, তখন আর এত অপমান সহ্য করিয়া এ দেশে কাহারও আশ্রয়ে থাকা অপেক্ষা দেশান্তরে যাওয়াই ভাল; কিন্তু আমি বৌমানুষ, সাহস করিয়া কোন কথা ত আব বলিতে পারি না; মনে মনে সকলের আশ্রয়দাতা, সকল বিপদের উদ্ধারকর্ত্তা, হরিকেই দুঃখ জানাইতে লাগিলাম। ভাবিলাম, সকলের যে গতি, আমারও সেই গতি হইবে, তবে তোমার (আমার) জন্যই বেশী ভাবনা হইল।

তৃতীয় দিবস বৈকালে সকলেই, কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় তোমার ঠাকুরদাদার নামে গ্রামের ঐ ব্রাহ্মণের ছেলে, (রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী*,) সম্পর্কে খুড়শ্বশুর হন; সেই যে, তোমার নিবারণ কাকাকে দেখিয়াছ, তাঁহার বাবা, ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই যেন, ইহাঁদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন।

নিবারণের বাবা ইহাঁদের বাড়ীতে আসিয়া সকলকে ঐরূপ

---

* এই ব্যক্তিকে গ্রামের সকলে 'রামচন্দ্র' ও পিতামহকে 'রামচাঁদ' বলিয়া ডাকিতেন। ইনি আমাদের স্বশ্রেণী হইলেও, জ্ঞাতি নহেন। শুনিয়াছি, নানা কারণে পিতামহের সহিত ইহাঁর বড়ই ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব ছিল। এমন কি, এই ব্যক্তি পিতামহকে অগ্রজের ন্যায় মান্য ও সম্ভাষণ করিতেন; তজ্জন্য পিতা ও পিতৃব্য ইহাঁকে 'পিতৃব্য' বলিয়াই সম্ভাষণ ও তদ্রূপ মান্য করিতেন। এই রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সদাশয় লোক ছিলেন; এবং বিশেষ ধনবান্ না হইলেও যৎকিঞ্চিৎ ভূমিসম্পত্তি ও যাজনাদি দ্বারা ইহাঁর অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না। আমি শৈশবাবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়াছি, এখন তিনি, নিবারণচন্দ্র নামে এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে 'নিবারণ কাকা' বলিয়াই ডাকি।

বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ইহাঁর (পিতার) নাম করিয়া বলিলেন,—"দেখ, আর নিস্তব্ধভাবে বসিয়া ভাবিবার সময় নাই; আর ভাবিয়াই বা কি করিবে? যদি তোমাদের কোন বাধা না থাকে তবে চল, যতদিন না ভগবান্ অন্য কোন আশ্রয় দেন ততদিন আমার ওখানে গিয়া থাকিবে চল; আমি ত তোমাদের পর নহি! ভাবিয়া দেখ, আর একদণ্ডও এ বাড়ীতে থাকা তোমাদের উচিত নহে।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ একটু চুপ করিলেন। তিনি যে সময় বাটীর ভিতর আইসেন, আমি তখন বাহিরে ছিলাম, কিন্তু সম্পর্কে শ্বশুর হন বলিয়া, তাঁহার আসাতে আমি ঘরের ভিতর গেলাম। ইহাঁদের সহিত তিনি যে সকল কথা কহিতেছিলেন, ঘরের ভিতর হইতে তাহা সমস্তই শুনা যাইতে লাগিল।

ইহাঁদিগকে পূর্ব্বের মত মৌন থাকিতে দেখিয়া নিবারণের বাবা আবার বলিতে লাগিলেন,—"কিছুক্ষণ হইল আমি সংবাদ পাইয়াছি, যে দত্তদের (জমীদারের) লোক কাল সকালে আসিয়া যদি তোমাদিগকে এখানে দেখিতে পায়, তবে নাকি অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবে। ঘর সংসারের কোন জিনিসেই যখন আর তোমাদের অধিকার নাই, তখন আর নিরর্থক মমতায়, এখানে থাকিয়া অপমান হইবার ও মনস্তাপ পাইবার প্রয়োজন কি? তোমরা যাহা কিছু লইতে পার তাহা লইয়া, এখনই আমাদের বাটীতে চল।

"যে দিন এই দুর্ঘটনা হয়; সেই রাত্রিতেই তোমাকে কি রমানাথকে এই বিষয় জানাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে তোমরা আমার কথা উপহাস মনে কর, কিংবা আমার

সামান্য গৃহে কষ্ট লইয়া থাকিবার অপেক্ষা যদি আর কোথাও সুবিধাজনক স্থান পাও, এই ভাবিয়া সে দিন বলিতে সাহস করি নাই। তার পর যখন দেখিলাম যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন খানেই স্থান পাইলে না, বিশেষতঃ যখন দত্তদের ঐ কথা শুনিলাম, তখন আর এখানে না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তোমাদের সকল কথা মনে না থাকিতে পারে, (শাশুড়ী ও ননদকে দেখাইয়া) ইহাঁরা জানেন, আমি তোমার পিতার নিকট অনেক প্রকারে উপকৃত হইয়াছি; তাহার প্রত্যুপকারার্থে নহে, কেবল তোমাদের দুঃখ দেখিয়া, বিশেষতঃ এই স্ত্রীলোকগুলি ও ছেলেটীর জন্য মন নিতান্ত আকুল হওয়ায়, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি; এখন যাহা উচিত হয় কর।"

সদাশয় ব্রাহ্মণ যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন ইহাঁদের সকলেই, পাষাণ হৃদয় হইলেও দয়াময় পরমেশ্বরের অপার দয়া ভাবিয়াই হউক, আর এই সর্ব্বনাশের সময় ঐ ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ভাবিয়াই হউক, অথবা আপনাদের শেষাবস্থায় পরের আশ্রয়ে বাস করিতে হইল এই দুঃখেই হউক, মাথা হেঁট করিয়া নীরবে কাঁদিতেছিলেন।

তার পর নিবারণের বাবার কথা শেষ হইলে, অপর কাহারও কিছু বলিবার পূর্ব্বে ইনি (পিতা) মাথা তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"কাকা! এই সর্ব্বনাশের সময় দেশের মধ্যে কেহ যে আর এই হতভাগাদের প্রতি দয়া করিবেন, তাহার কোন আশাই ছিল না। বলিব কি, এখন আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আমরা যেন পিতৃহীন হই নাই। আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন চলুন, আপনার বাড়ীতে যাইতেছি;

কিন্তু কাকা! আর এই নির্ব্বান্ধব, শত্রুময় দেশে আমাদের কাহারই থাকিবার ইচ্ছা নাই। মনে করিয়াছিলাম কাল প্রাতে সকলকে লইয়া বাইনচাপড়াতেই যাইব, সেখানে যদি অনাহারে মরিতে হয় মরিব, ভগবানের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে, কিন্তু এদেশে আর থাকিব না। তবে আপনার কথাও ফেলিতে পারি না, অন্ততঃ একদিনও আপনার বাড়ীতে থাকিয়া তার পর যেখানে ভগবান্ লইয়া যান, সেইখানেই যাইব।"

এই বলিয়া ইনি (পিতা) ক্ষণকাল নীরব রহিলেন; তার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতরভাবে বলিলেন,—"দেখুন কাকা! যদি মেজদাদা ও বাবার সহিত হতভাগিনী মা ও দিদির মৃত্যু হইত, তাহা হইলে, এই অসহ্য মনস্তাপ হইতে ইহাঁরাও নিষ্কৃতি পাইতেন, এবং আমাকেও ইহাঁদের জন্য এত ভাবিতে হইত না। ছেলেটাকে (আমাকে) আর সেজবৌ ও ছোটবৌকে (মা ও খুড়ীমাকে) ইহাদের বাপেরবাড়ী পাঠাইয়া, আমরা দুই ভাই যেখানে যে ভাবেই হউক, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম; কিন্তু ইহাঁদের যাইবার ত আর কোন স্থান নাই, সেইজন্যই এত চিন্তিত হইয়াছি।"

ইহাঁর (বাবার) কথা শেষ হইলে, নিবারণের বাবা দুঃখিত ভাবে বলিলেন,—"বিধাতার নির্ব্বন্ধেই হউক, আর তোমাদের দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য এখন আর আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই। ঈশ্বরের কৃপায় তোমরা বাঁচিয়া থাকিলে আবার ইহা অপেক্ষা ভাল ঘরবাড়ী করিতে পারিবে; এখন যাহা লইবার আছে লইয়া, চল আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।" এই বলিয়া ইহাঁর ও তোমার

কাকার হাত ধরিয়া উঠাইলেন, এবং আমাদিগকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, জিনিসপত্র যাহা কিছু লইবার ছিল সে সমস্ত, ও আমাদের সকলকে লইয়া, আপনার বাড়ীতে গেলেন।

আহা! যখন আমরা সকলে বাড়ী হইতে চিরদিনের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইলাম, তখন বাড়ীর বিশৃঙ্খল ঘর দুয়ারগুলি, অনেকদিন হইতে যাহাদিগকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদিগকে চিরকালের জন্য বিদায় দিবার সময় মর্ম্মান্তিক বেদনা বশতঃই যেন কথা কহিতে না পারিয়া, অতি মলিন ভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া মনে মনে কতই আক্ষেপ করিতে লাগিল। আজিও যখন সেই দুর্দ্দিনের কথা মনে হয়, তখন ভাবি, আমি যদি কবিতা লিখিতে জানিতাম, তবে সে সময় শ্বশুর-বাড়ীর সেই ঘরগুলি, মনে মনে আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা লিখিয়া সকলকে দেখাইতাম।

মাতার মুখে এই উচ্চভাবপূর্ণ কথাগুলি শুনিবার সময়, বিশেষতঃ 'কবিতা লিখিবার' কথা শুনিবার সময়, আমার মনের যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা এখন বলিতে পারি না। তবে এই জীবন্ত-পিতৃদায় উপলক্ষে উল্লিখিত ঘটনার কথা লিখিবার সময়, মাতার সেই অভিপ্রায় ভাবিয়া এইরূপ বোধ হইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিবার সময় পিতামহ-নিবাসের সেই শ্রীভ্রষ্ট গৃহগুলি দুঃখিত হইয়া নীরব-উপদেশচ্ছলে যেন এই কথাই প্রকাশ করিয়াছিল,—

"অনিত্য সংসারে নর! আজি তুমি ধনেশ্বর,
দম্ভে তুচ্ছ হের ত্রিভুবন;

ভাব যা' নিজ বিভব, কালি তা' ঘুচিবে সব,
দুঃখ-চক্রে ঘুরিবে যখন।"

সে যাহা হউক, তাহার পর মা বলিলেন, ঐ দিন সন্ধ্যা-কালে নিবারণদের বাড়ীতে গিয়া আমরা সকলেই সে রাত্রি কাটাইলাম। ইহাঁর (বাবার) ইচ্ছা ছিল, আমাদিগকে দুই চারি দিন ঐখানে রাখিয়া অন্য কোন থাকিবার জায়গা ঠিক করিয়া সকলকে সেইখানেই লইয়া যান; কিন্তু তোমার ঠাকুরমা কি পিসীমা কাহারও আর একদণ্ডের জন্যও দেশেরমধ্যে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা না থাকায়, পরদিন প্রাতেই শাল্তী ডোঙ্গা করিয়া গোকর্ণী হইতে, বাইন্চাপড়ায় যে গোয়ালার ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ইনি থাকিতেন, সেইখানেই যাওয়া হইল।

নূতন সংসার।

বাইন্চাপড়ায় গিয়া দুই চারিদিন আমাদের মন এমন খারাপ হইল যে, সর্ব্বদা কান্না ভিন্ন আর কিছুই ভাল লাগিত না। আমি ত তখন বড় হইয়াছি; কিন্তু তোমার খুড়ীমা নিতান্ত ছেলে মানুষ, তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। সে দেশে আমাদের ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, এ সব জাতির বাস নাই; কেবল গোয়ালা, তিওর, কৈবর্ত্ত, পোদ, কাওরা, বাগ্দী, এই সব ছোট জাতিরই বাস; আর উহাদেরই দুই একঘর ব্রাহ্মণ আছে। তাহাদের সকলেরই কথাবার্ত্তা, চাল চলন, সবই ভিন্নপ্রকার।

যাহা হউক, ক্রমশঃ বেড়াইতে, দুধ দিতে, মাছ বেচিতে ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের বাড়ীতে আসায়, ঐ দেশের

মেয়েদের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল; এমন কি, তোমার ঠাকুরমা ও পিসীমা তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া চা'ল, কড়াই, নুণ, ইত্যাদি কিনিয়া, এবং কখন কখন তোমার জন্য মাছ দুধ ইত্যাদি চাহিয়াও, আনিতে লাগিলেন। সে দেশের লোকেরা তখন প্রায় নুণ কিনিয়া খাইত না। দেশটা লোণা দেশ কিনা, যেখান সেখান হইতে লোণা জল কি লোণা মাটী আনিয়া, (থানার লোক জানিবার ভয়ে লুকাইয়া, কিরূপে জানি না,) নুণ তৈয়ার করিয়া তাহাই খাইত।

দুই তিন মাসের মধ্যে সেই দেশের লোকের সহিত আমাদের বেশ আলাপ পরিচয় হইল। প্রথমে দিনকতক তুমি সেখানকার কোন ছেলেপিলের সঙ্গে খেলা করিতে চাহিতে না; কিন্তু ক্রমে তাহাদের সঙ্গে বেশ হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলে। সেই খানেই আমাদের নূতন সংসার হইল।

তোমার কাকার কোন কাজ কর্ম্ম নাই। তিনি দুইবার আহারের সময়ই বাড়ীতে আসেন; তারপর বাকি সমস্ত সময় যে কোথায় থাকেন, কি করেন, তাহা তিনিই জানেন। অনেক রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া শয়ন করেন, কোন কোন দিন আসেনই না। আমাদের থাকিবার জন্য সেই গোয়ালার ব্রাহ্মণ তাঁহার একখানি বড় আটচালা ঘর দিয়াছিলেন, তাহার এক দিকের দাবা ঘেরিয়া রান্না হইত; এবং কেহ দাবায়, কেহ ঘরে, এইরূপে সকলেই শুইতাম।

চৌকীতলার পাঠশালায় যাহা পাওয়া যাইত তাহাতে আমাদের সকলেরই এক বেলা এক সন্ধ্যা করিয়া আহার চলিত। ইহাঁর (পিতার) ইচ্ছা, তোমার কাকাও কোন কাজ কর্ম্ম

করিয়া কিছু উপার্জ্জন দ্বারা সংসারের সাহায্য করেন, কিন্তু দেবর ঐ বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেন না। আর যদি কখনও কিছু আনিতেন, তাহা সংসারে খরচ করা দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা তোমার খুড়ীমার একখানি কাপড় পর্য্যন্ত কিনিয়া দিতেন না—নিজেই যেরূপে ইচ্ছা অপব্যয় করিতেন।

সর্ব্বদা ছোট লোকের সঙ্গে বেড়াইয়া ঐ সময় তোমার কাকার স্বভাব এমন নীচ, এবং মুখও ইতরের মত এমন খারাপ হইয়াছিল যে, খাইবার সময় বাড়ী আসিয়া কোন সামান্য কারণে রাগিয়া, অনেক সময় তোমার খুড়ীমাকে ও তোমাকে অত্যন্ত প্রহার করিতেন; এবং মা, বোন, ভাই ও আমাকে এমন কুকথা বলিয়া গালাগালি দিতেন যে, তাহা মুখেই আনা যায় না। শ্বাশুড়ী ননদের কিন্তু ইহাঁর (পিতার) অপেক্ষা রমানাথের প্রতিই অধিক টান ছিল। তাঁহারা 'ছেলে মানুষ' বলিয়া দেবরের সকল দোষই অগ্রাহ্য করিতেন; এমন কি, ইনি তাঁহাকে কোন কথা বলিলে ইহাঁর উপরেই বিরক্ত হইতেন। তখন তোমার কাকার বয়স ৩০।৩২ বৎসর হইবে।

এইরূপ নানা কারণে অল্প অল্প করিয়া মা, বোন ও ভাইয়ের সহিত ইহাঁর (পিতার) অত্যন্ত অকৌশল আরম্ভ হইল। বাড়ীতে সর্ব্বদাই ছোটলোকের মত ঝগড়া মারামারীতে বিরক্ত হইয়া, ইনি একদিন আহারাদির পর মিষ্ট ভাষায় ভাইকে বলি-লেন—"রমানাথ! হয় তুমি কিছুদিনের জন্য এখান হইতে অন্য কোথাও যাও, আমি মা ভগ্নী ও তোমার স্ত্রীকে প্রতিপালন করিতেছি, নয় ত তুমি আমার পাঠশালাটী রক্ষা করিয়া সকলকে প্রতিপালন কর, আমিই ইহাদিগকে (তোমাকে ও

আমাকে) মজীলপুরে রাখিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাই ; নতুবা যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার বনিবে না।"

এই সরল কথাকে বিরুদ্ধ ভাবিয়া, তোমার কাকা সেইদিন হইতেই মা, বোন্ ও স্ত্রীকে লইয়া ভিন্ন-ভাবে আহার আরম্ভ করিলেন ; ইনিও তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। একত্র আহার, এমন কি, পরস্পর বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইল বটে, কিন্তু অন্য কোথাও থাকিবার স্থান নাই বলিয়া, দুই পক্ষের বাস এক ঘরেই হইতে লাগিল। তবে* তোমার খুড়ীমা ও আমি লুকাইয়া কথা না কহিয়া থাকিতে পারিতাম না।

এই পর্য্যন্ত গল্প শুনিবার পর, মা'র নিকট আমার কিছু জানিবার ইচ্ছা হইল ; কিন্তু আমি প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই শান্তপিসী মা'কে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা সেজ বৌঠাকৃরুণ! ছোট্‌দাদাঠাকুর ত কোন কাজ কর্ম্ম কোরে দু' পয়সা আন্‌তেন না, তবে তোমাদের সঙ্গে ভিন্ন হ'বার পর, তোমার শাশুড়ী, ননদ, ছোট যা এই পরিবারগুলিকে তিনি কি ক'রে খাওয়া পরা দিতেন ?"—আমার ঐ বিষয়ই জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল ; তজ্জন্য আমিও শান্তপিসীর সহিত একবাক্য হওয়ায়, মা শান্তপিসীকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বোন ! সেই ভিন্ন হওয়াই ত রমানাথের অধঃপাতের মূল হইল। নহিলে শ্বশুরের বংশে যাহা কেহ কখনও ভাবে নাই সেই কাজ করিয়া এমন দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন ? যাহা ঘটিয়াছে, শুন।

পৃথক্ হইবার পর প্রথম ২।৫ দিন বেশ চলিল। বোধ হয় তখন দেবরের হাতে পূর্ব্বের সঞ্চিত কিছু ছিল। তার পর

দিনকতক খরচ-পত্রের এমন টানাটানি ও কষ্ট আরম্ভ হইল, যে কোন দিন আমি শাশুড়ী ননদকে লুকাইয়া পোয়াতী ছোটবৌকে দুটী ভাত খাওয়াইতাম, আর সকলেই উপবাসে থাকিতেন। ঐ সময় তোমার ছোট্‌দাদাঠাকুর হয় ত দুই একদিন ঘরেই আসিতেন না। কোথায় থাকিতেন, কেন থাকিতেন, তাহা তিনিই জানেন। তার পর তিনি ঘরে আসিলে ২।৫ দিন আবার বেশ বড়মানুষী করিয়া আহারাদি চলিত; কিন্তু কিরূপে চলিত, কোথা হইতে যে তিনি টাকা কড়ি আনিতেন, প্রথমে আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। ছোটবৌ ছেলেমানুষ, সেই বা তাহার কি জানিবে? তবু তাহাকে লুকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ঐ দেশের পয়সাওয়ালা কোন কোন চাষা লোকে নাকি 'কষ্ট হইয়াছে' শুনিয়া তাঁহাকে সাহায্য করে।

তার পর যত দিন যাইতে লাগিল, ততই দেবরের সব গুণের কথা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঐ যে সব চাষালোকের কথা বলিলাম, উহারা রাত্রিতে লোকের ঘরে সিঁদ দিয়া চুরী করে; কেহ কেহ ধরা পড়িয়া মেয়াদও খাটিয়াছে। লোকের মুখে ইনি (বাবা) এবং ইহাঁর নিকট আমি, শুনিলাম যে, রমানাথ ঐ সকল চোরের দলে মিশিয়া, চুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাহাতেই সুখে সংসার চলিতেছে।

যথার্থ বলিতেছি বোন্! যখন আমি দেবরের সম্বন্ধে ঐ সব কথা শুনিলাম, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। এঁর সঙ্গে অনেক লোকের আলাপ থাকায়, ক্রমে অনেকেই ইহাঁকে দেবরের ঐ সকল কথা,—কেবল উহা নহে, আরও কত গুণের

কথা,—শুনাইয়া ভাইকে সাবধান করিতে বলিল ; নতুবা কোন দিন তাহারাই রাগের বশে ব্রহ্মহত্যা করিবে, বা ধরিয়া জেলে দিবে, এইরূপ ভয়ও দেখাইল। ইনি সেই কথা প্রথমে মা বোনের সঙ্গে বলিলেন। তাঁহারা এ ব্যাপার পূর্ব্ব হইতে জানিতেন কি না পরমেশ্বর জানেন, কিন্তু তখন এঁর কাছে শুনিয়া শাশুড়ী অপেক্ষা ননদ এঁর উপরেই অত্যন্ত বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। পরে রমানাথ বাড়ী আসিলে ইনি তাঁহাকে,—নিজের মাথা হেঁট, এবং তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা ও জেলে যাইবার কথা—বলিয়া, মিষ্ট ভাষায় অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দেবর তাহা শুনিয়াও যেন শুনিলেন না।

এই অবস্থায় তোমার ছোট্‌দাদাঠাকুর এক দিন একখানি থালা বন্ধক দেওয়ার জন্য কাঁদিয়াছিল বলিয়া, গামছা পাকাইয়া এই ছেলেটাকে (আমাকে) অত্যন্ত প্রহার করেন ; এবং আমি বাধা দিয়াছিলাম বলিয়া আমাকেও উহার দুই এক ঘা খাইতে হইয়াছিল। সেই জন্য ইনি পাঠশালা হইতে বাড়ী আসিলে, আমি সে সমস্ত কথা ইহাঁকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

একে ত ইনি কেমন রাগী মানুষ জানই, তাহাতে আবার ভাইয়ের স্বভাবের গুণে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, তাহার উপর অকারণে ছেলেকে ও আমাকে প্রহারের কথা শুনিয়া সেই দিনেই ডুলি করিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে নিজের কর্ম্মস্থান চৌকীতলায় লইয়া গেলেন।

বলিব কি বোন্! ঐ বাড়ী হইতে বিদায় হইবার সময় আমি শাশুড়ী ননদকে প্রণাম করিলে, শাশুড়ী এই ছেলেকে (আমাকে) দেখাইয়া, এবং ননদ নিজের হাত ও কপাল (বৈধব্য

চিহ্ন) দেখাইয়া, এমন অভিসম্পাত করিলেন যে, তাহা শুনিয়া আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম; আমার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণের পর আমরা তিনজনে বাড়ীর বাহির হইলে শাশুড়ী গোলাহাঁড়ীতে গোবর গুলিয়া, বাড়ী হইতে মড়া বাহির হইলে যেমন করে, সেইরূপে স্বহস্তে গোবরের ছড়া দিলেন। ইনি সমস্তই দেখিলেন, কিন্তু কোন কথাই বলিলেন না। আমার উহাতে বড়ই মর্ম্মান্তিক হইল। ঐ সময় হঠাৎ নিকটস্থিত কেশবেশ্বরের মন্দির দেখিতে পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলাম,—বাবা কেশবেশ্বর! তুমি অন্তর্যামী, সবই জান, সবই বিচার ক'রে থাক—আমি যদি এঁদের কাছে যথার্থ কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তবে গুরুলোক যা বলেছেন, তা'ই আমার ফল্‌বে, আর যদি নির্দ্দোষ হই, তবে এই অভিসম্পাতই যেন আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ হয়।—জাগ্রৎ ঠাকুর কেশবেশ্বর, হাতে হাতেই উহার প্রতিফল দেখাইলেন।

কারাবাস ও পাচিকাবৃত্তি।

চৌকীতলায় গিয়া আমি দেড়মাসমাত্র ছিলাম। সে জায়গাটী বাইন্‌চাপড়ারই মত; তবে একলা বলিয়া সেখানে আমার মন টিকিত না। ঐ সময় প্রায়ই দেবরের নানাপ্রকার অত্যাচারের কথা, এবং শাশুড়ী ননদের অন্ন বস্ত্রের কষ্টের উপর আবার গুণধর পুত্রের জ্বালায় অধিকতর কষ্টের কথা, শুনা যাইত। কিছু দিন পরে ছোটবৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তিনজনে বাইন্‌চাপড়ায় আছেন এ কথাও শুনিলাম।

তোমার খুড়ীমা বাপের বাড়ী যাইবার পর, একদিন ইনি তোমার ঠাকুরমা ও পিসীমাকে চৌকীতলায় লইয়া যাইবার জন্য বাইন্‌চাপড়ায় আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সেখানে যাওয়া দূরে থাকুক, দূর হইতে ইহাঁকে দেখিতে পাইয়া, পাছে মুখদর্শন করিতে হয় এই জন্য নাকি বাহির হইতে ঘরের ভিতর গিয়াছিলেন। তথাপি ইনি নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তাঁহারা ইহাঁকে এমন ভাবে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন, যাহা মা বোন্ কথনই পারে না; কাজেই ইনি সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেলেন। সেই পর্য্যন্ত মা, বোন্ কি ভাইয়ের নাম শুনিলেও ইনি বিরক্ত হইতেন।

চৌকীতলায় দেড়মাস থাকিবার পর, খোকা (অমৃতনাথ) আটমাস পেটে ছিল বলিয়া, প্রসব হইবার জন্য ইনি আমাকে মজীলপুরে রাখিয়া গেলেন। তার পর মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিতেন এবং দেখিয়া শুনিয়া, কিছু খরচপত্র দিয়া, আবার যাইতেন। ভাদ্রমাসে আমি চৌকীতলা হইতে বাপের বাড়ী আসিলাম, আর কার্ত্তিকমাসে খোকা হইল। খোকা যখন ছয় দিনের ছেলে, ঐ সময় সেই ভয়ানক ঝড় (১২৭৪ সালের ঝড়) হয়। ঐ ঝড়ে অনেক লোকেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। আমরা ঝড়ের সময় যে ঘরে ছিলাম, সেই ঘরের উপরে একটা নারিকেল গাছ পড়ায়, ভয়ে আমরা সকলেই তক্তাপোষের নীচে থাকিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। ঝড়ের সময় হইয়াছিল বলিয়া মা (মাতামহী) ইহাকে (অমৃতকে) 'ঝোড়ো' বলিয়াই ডাকেন।

ঐ ঝড়ের কিছুদিন পরে ইনি (পিতা) একবার মজীলপুরে

আসিলেন। শুনিলাম, ঝড় অত্যন্ত বেশী হওয়ায় সাগরের নিকট বলিয়া চৌকীতলা অঞ্চলে বন্যা হইয়া লোকের ঘর দুয়ার প্রায় সবই গিয়াছে, ঝড়ে বিস্তর লোক মরিবার পর, অন্নকষ্টেও অনেক লোক মরিয়াছে, অবশিষ্ট লোকের দুঃখ দেখিয়া কোম্পানির সাহেব (গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারী) আসিয়া, ঐ সকল লোককে খাইতে দিয়া বাঁচাইতেছে। এরূপ অবস্থায় আর কে ছেলেদিগকে লেখাপড়া করিতে পাঠশালায় দিবে বল? কাজেই এঁর পাঠশালাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ঐ সকল কথা শুনিবার পর, শাশুড়ী, ননদ ও দেবরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করায়, ইনি বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"তাঁহাদের কথা আর কি বলিব! রমানাথ চুরী করিয়া শ্রীঘরে গিয়াছেন, আর মা বোনের যেমন কর্ম্ম তেমনিই ফল ভোগ হইতেছে; বিধাতার লিখন কি কেহ খণ্ডন করিতে পারে?" এইরূপ অস্পষ্ট অথচ কৌতূহলজনক উত্তর শুনিয়া, আমার মনে নানা প্রকার দুর্ভাবনা উপস্থিত হওয়ায় সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আগ্রহ জানাইলে, যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন ;—

"বলিব আর কি, ঝড়ের তিন চারি দিন পূর্ব্বে এক দিন প্রাতঃকালে, আমি তখন বিছানায় শুইয়া আছি এমন সময়, আমার পরিচিত একজন চাষালোক যেন কোন বিপদ্ হইয়াছে এই ভাবে, আমাকে ডাকিল। ডাক শুনিয়া আমি ঘরের বাহির হইলে ঐ লোকটী আমায় বলিল,—"পরশু রাত্রিতে আপনার ভাই আর জনকতক চোরের সঙ্গে মিশিয়া জগদীশপুরের এক কামারের ঘরে সিঁদ দিয়া জিনিসপত্র বাহির করিবার সময়, গৃহস্থ টের পাইয়া গোলমাল করে। যাহারা পাকা

চোর ছিল, গোলোযোগ দেখিয়া তাহারা সকলেই পলাইয়াছে, কেবল আপনার ভাইকে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া ফেলায় তিনি নাকি খালে পড়িয়া ডুবসাঁতার দিয়া পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া থানায় চালান দিয়াছে। কাল অনেক রাত্রিতে আমি কথায় কথায় এই সংবাদ পাইয়া, 'আপনার' ভাই বলিয়াই আজ তাড়াতাড়ি জানাইতে আসিয়াছি; এখন যাহা ভাল হয় করুন। এই সময় দারগা ও কামারকে কিছু কিছু দিয়া খুসী করিতে পারিলে হয় ত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে।"

এই কথা শুনিয়া ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল; ব্যাকুলভাবে ইহাঁকে (পিতাকে) জিজ্ঞাসা করিলাম,—হ্যাঁ গা তুমি গিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছ ত?

আমার এই কথায় ইনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"যিনি যেমন কর্ম্ম করিবেন, তিনি তেমনিই ফল পাইবেন, আমি তাহার কি করিব? যখন চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছেন, তখন দারগা কি আর আমার কথায় ছাড়িয়া দিবে, যে আমি তাঁহাকে উদ্ধার করিব? আর যদিই ছাড়ে ত সে অনেক টাকার খেলা, তা'ই বা আমি কোথায় পাইব? তুমি কি জান না, প্রথমে আমি যখন সাবধান করিয়াছিলাম, তখন যে মা, বোন, ভাই কেহই আমার কথা গ্রাহ্য করেন নাই, এখন শ্রীঘরে গিয়া আমার কথা যথার্থ কিনা বুঝিয়া দেখুন!—আমি অনেক দিন হইতে,—বাবা মেজদাদা যে পথে গিয়াছেন, মা, বোন, ভাইও সেই পথে গিয়াছেন,—এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছি; এখন সেজন্ত আর চিন্তা কি?'সে যাহা হউক, ঐ

কথা শুনিবার কয়েক দিন পরেই শুনা গেল, রমানাথকে পীড়ন করায় সব চোরই নাকি ধরা পড়িয়াছে, এবং সকলেরই জেল হইয়াছে। ভায়া এখন আলিপুরের জেলখানাতেই আছেন।"

দেখ শান্ত! দেবর আমাদের সঙ্গে যতই কুব্যবহার করুন না কেন, তবু আপনার জন ত বটে, তাঁ'র এই দুর্ম্মতি ও দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমার মনটা যে তখন কেমন হইয়াছিল এখন আর তোমাকে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। মনটা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় কিছুক্ষণ ইহাঁকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

কিছুক্ষণের পর ধীরে ধীরে শ্বাশুড়ী ননদের কথা জিজ্ঞাসা করায়, শুনিলাম—রমানাথের ঐরূপ অবস্থা ঘটিবার পর, একেই ত তাঁহারা অত্যন্ত কাতরা ছিলেন, তাহার উপর ঝড়ে তাঁহাদের থাকিবার ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নিরাশ্রয় হইয়া এবং খাইতে পান না দেখিয়া কোম্পানির সাহেব দুই জনকে যে চারিটী টাকা দিয়াছিল তাহাই সম্বল করিয়া তাঁহারা বনমালীপুরে আমার ছোটননদের বাড়ীতে গিয়া বাস করিতেছেন; কিন্তু এখানে আসিয়া শুনিতেছি যে, কেবল শ্বাশুড়ীই তাঁহার ছোটমেয়ের বাড়ীতে আছেন, আর বড় ননদ জয়নগরে *

* জয়নগর, মজীলপুর, বনমালীপুর প্রভৃতি পরস্পর সন্নিহিত গ্রামসমূহ গোকর্ণী হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ ৩।৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কলিকাতার দক্ষিণে, রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতির ন্যায় জয়নগর মজীলপুরও প্রসিদ্ধ গ্রাম; এবং অনেক কৃতবিদ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির বাসস্থান। এই জয়নগর 'পলাবাটী জয়নগর' নামেই বিখ্যাত। এখানে 'রাধাবল্লভ' নামে এক প্রসিদ্ধ দেব-বিগ্রহ (রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি) আছেন। প্রতি বৎসর ফাল্গুনমাসে এখানে এই

কৃষ্ণমোহন মিত্রের বাড়ীতে রাঁধুনী-বৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইতেছেন; উহাতে যাহা মাহিনা পান, তাহা নাকি শ্বাশুড়ীকেই দেন, এবং তাহাতেই তাঁহার চলিতেছে।

আহা শান্ত! বল দেখি বোন্, যে শ্বশুরের ঘরে একদিন কোন বস্তুরই অভাব ছিল না, একদিন যাঁহার হুকুম দেশের প্রায় কোন লোকই অবহেলা করিতে পারিত না, আজ তাঁহারই ছেলেকে পেটের দায়ে চুরী করিয়া জেলে যাইতে হইবে,—আজ তাঁহার মেয়েকে নিজের ও মাতার পেটের দায়ে শূদ্রের বাড়ীতে রাঁধুনী-বৃত্তি করিতে হইবে,—আর আমাদের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছ এইরূপ ঘটিবে—কেহ কখন ভাবিয়াছিল কি?

এই কথা বলিতে বলিতে মাতার নয়নযুগল হইতে অবিরাম অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে নিতান্ত কাতরা দেখিয়া আমিও আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম,—"মা! আর আমি গল্প শুনিতে চাহি না, তুমি কাঁদিও না। তুমি এত কাঁদিবে জানিলে আমি কখনই ও ছাইয়ের গল্প শুনিতেই চাহিতাম না; এখন তুমি চুপ কর মা, নইলে আমারও বড় কান্না পায়।"

আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া মা নিজের অঞ্চল দ্বারা আমার চক্ষু মুছাইয়া সস্নেহ-মধুর-বচনে বলিলেন,—না বাবা! আমি

রাধাবল্লভদেবের দোলযাত্রা উপলক্ষে বহুদূরবর্ত্তী নানা দেশ হইতে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনিত হইয়া মাসাধিককালব্যাপী মেলা হয়, এবং ঐ মেলা দেখিতে অনেক দর্শকও সমাগত হন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, প্রতি বৎসরই দোলের পূর্ব্ব দিন দেবমন্দির-সম্মুখবর্ত্তী কদম্ব বৃক্ষে, রাধাবল্লভের কর্ণাভরণ জন্য, দুইটী করিয়া পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

কাঁদিব কেন? সর্দ্দি হইয়াছে তা'ই চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল; তুমি চুপ কর।—এ গল্পের আর অল্পই বাকি আছে; শুনিয়া রাখ, বড় হইলে যদি এ সকল কথা তোমার মনে থাকে তবে অনেক সময় অনেক উপকার পাইবে।"—এই বলিয়া মা আবার ঐ গল্পারম্ভ করিলেন।

স্বদেশ-প্রত্যাগমন।

ঝড়ের পর মজীলপুরে গিয়া ইনি (বাবা) ১০। ১৫ দিন সেখানে ছিলেন। তখন ইহাঁর সঙ্গে এক শতেরও বেশী টাকা ছিল। ঐ সময় একদিন রাত্রিতে কথায় কথায় ইনি আমায় বলিলেন,—"ক্রমেই যখন ছানাপোনা বাড়িতে চলিল, তখন এরূপ করিয়া বেড়াইবার অপেক্ষা কোথাও একখানি কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস না করিলে ত আর চলে না। আমি একবার গোকর্ণী যাইব মনে করিয়াছি।" আমি ঐ কথা শুনিলাম বটে কিন্তু কোথায় কুঁড়ে বাঁধিবেন, ও কবে বাঁধিবেন, তাহার কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম না, ইনিও সে কথা কিছু বলিলেন না। ঐ কথার দুই এক দিনের পর ইনি গোকর্ণীতে আসিলেন।

তার পর প্রায় দুই মাস আর কোন সংবাদই নাই। যত অধিক দিন গত হইতে লাগিল, আমরা সকলেই তত ভাবিতে লাগিলাম। মা বাবা, এই শক্রময় দেশে একাকী পাইয়া ইহাঁকে (পিতাকে) কেহ মারিয়া ফেলিল, কি কি হইল, এইরূপ নানা আশঙ্কা করিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় সহসা একদিন ইনি ও নিবারণের বাবা (রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) মজীলপুরে

উপস্থিত হইলেন; এবং আহারাদির পর, "এই (রামচন্দ্র) কাকা গোকর্ণীতে ইহাঁর বাড়ীর পার্শ্বে জায়গা দিয়াছেন, তাহাতে ঘর আরম্ভ হইয়াছে; সংপ্রতি ইহাঁরই একখানি ঘরে থাকিতে পাওয়া যাইবে"; ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া আমাকে গোকর্ণীতে লইয়া আসিবার জন্য বাবার অনুমতি চাহিলেন।

বাবা প্রথমে, "ঘর প্রস্তুত হইলে লইয়া যাইও" বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু "এখানে নিবারণের মা নাই, বৃদ্ধা ঠাকুরমা কোন কাজ কর্ম্ম পারিয়া উঠেন না, আপনাদেরই রাঁধিয়া খাইতে হয়" ইত্যাদি নানাপ্রকার অসুবিধা দেখাইয়া, ইনি ও নিবারণের বাবা উভয়েই আমাকে লইয়া আসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায়, তিনি অগত্যা পাঠাইতে সম্মত হইলেন।

তখন ছোট খোকা (অমৃতনাথ) নিতান্ত ছেলেমানুষ; উহাকে লইয়া আবার কোথায় আসিব, কি হইতে কি হইবে, এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া এখানে আসিবার অনিচ্ছায় আমি মা'র গলা ধরিয়া অনেক কাঁদিলাম,—পূর্ব্বে যে গোকর্ণীতে আসিবার সময়, মা বোন সকলে কাঁদিলেও, 'সুখে থাকিব' ভাবিয়া আমার বড় কান্না আসিত না, আজ সেই গোকর্ণীতেই আসিবার কথা শুনিয়া, 'বিপদের আশঙ্কায়' মা'র গলা ধরিয়া অনেক কাঁদিলাম,—কিন্তু ইনি (পিতা) রাগী মানুষ বলিয়া বাবা (মাতামহ) যখন পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তখন মা'ও আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, আমিও ভয়ে ইহাঁর নিকট, আসিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

উহার পরদিন ডোঙ্গা করিয়া আমরা সকলেই তোমার নিবারণ-কাকাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমাদের আগমনে পারিজাত ঝী * এবং পাড়ার আর যাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহারা সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু আমার সে সব কিছুই ভাল লাগিল না।

এখানে আসিয়া দেখিলাম ঘর দুয়ার কিছুই আরম্ভ হয় নাই। কেবল কতকগুলি বাকারি (চ্যাড়া) মাত্র প্রস্তুত হইয়া পড়িয়া আছে; তার পর গৃহ-নির্ম্মাণের আর কোন চেষ্টাও করিতে দেখিলাম না। যতদিন ইহাঁর (পিতার) হাতে পূর্ব্বের সঞ্চিত টাকাগুলি ছিল, ততদিন (৪।৫ মাস) বড়মানুষী করিয়া হাসিয়া খেলিয়া নির্ব্বিবাদে চলিল। ঐ সময় আমি রাঁধিতাম, এবং সকলেরই একত্র আহারাদি হইত।

বসিয়া খাইলে সঞ্চিত অর্থে কয়দিন চলে? ক্রমে ইহাঁর সেই টাকা কয়েকটী যখন ফুরাইয়া আসিল, যখন ঐ গৃহস্থের সংসারের আবশ্যক দ্রব্যাদি ফুরাইবার পূর্ব্বে আনিয়া দিবার

* রামচন্দ্রের বাটীতে গিয়া পারিজাত-ঝীয়ের সহিত আমার 'দিদি' সম্বন্ধ হয়। শুনিয়াছি, পারিজাতদিদি তাম্বূল-বিক্রেতা বারুইয়ের মেয়ে। এই পারিজাত পূর্ব্বে রামচন্দ্র-ভবনে, দাসীরূপে নিযুক্তা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন তাহাকে ঐ সংসারের কর্ত্রীস্বরূপা দেখা যায়। পারিজাতের অনেক গুণ আছে। সে শক্তিতে সাধারণ স্ত্রীলোকের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে, বুদ্ধিতে পুরুষের অপেক্ষা উত্তম হিসাবপত্র বুঝিতে পারে, প্রয়োজনে শাখামৃগের অপেক্ষা অল্লায়াসে গাছে চড়িয়া তেঁতুল পাড়িতে পারে, কলহে বাজারের অপেক্ষা অধিক গোল করিয়া দেশ কাঁপাইতে পারে, এবং অভাবে, পরস্বকে নিজস্বরূপেও ব্যবহার করিতে পারে। ফলতঃ নন্দন-কানন-স্থিত পারিজাত নিজ-সৌরভে অমরভুবন-বাসিগণের যেমন সুপরিচিত, রামচন্দ্র ভবন-বাসিনী পারিজাতও নিজের সদ্গুণ-সৌরভে গোকর্ণনিবাসী প্রায় সকলেরই তেমনি পরিচিতা।

অসুবিধা হইতে লাগিল, সেই সময় হইতেই ইহাঁর সহিত নিবারণের বাবার আন্তরিক অকৌশল আরম্ভ হইল।

ক্রমশঃ বাড়ীর কর্ত্তার (রামচন্দ্রের) মুখ ভার, ও বিরক্তি প্রকাশ, এবং পারিজাত দাসীর অবিরাম লাঞ্ছনা, অসহ্য হওয়ায়, স্থানান্তরিত হইবার জন্য ইনি (পিতা) দত্তদের উমেশ বাবুকে বলায়, তাঁহার অনুগ্রহেই এই বাগানের ঘরে আসা হইয়াছে। এখানে আসিবার সময় ইহাঁর হাতে আর একটাও পয়সা ছিল না। আমার কাছে যে ২।৫টী টাকা লুকান ছিল, তাহাতেই প্রথমতঃ কয়েক দিন সংসার চলিয়াছিল, এবং খোকার দুধও কেনা হইয়াছিল; তাহা ফুরাইবার পর হইতেই এইরূপ মহাকষ্ট ও 'ভিক্ষা-বৃত্তি' * আরম্ভ হইয়াছে। আবার কতদিনে যে, মা মঙ্গলচণ্ডী মুখ তুলিয়া চাহিবেন তাহা কে বলিতে পারে?——

এই গল্প শেষ হইতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হওয়ায় মা গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন; আমিও শান্তপিসীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে যাইবার জন্য বাহির হইলাম। বাগান হইতে পথে আসিয়াই দেখিলাম, বাবা আসিতেছেন। তিনি নিকটে আসিয়া হাসিয়া আমায় মুখচুম্বন করিলে শান্তপিসী, বাবার সঙ্গে আমাকে বাড়ী যাইতে বলিয়া চলিয়া গেল। আমিও বাবার চাদরে বাঁধা কিছু খাবার আছে ভাবিয়া উহার লোভে তাঁহার হাত ধরিয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী আসিলাম।

বাবার যে দিন আহার না হয় সে দিন তাঁহার মুখ মলিন দেখা যায়; কিন্তু এখন দূর হইতে বাবাকে প্রফুল্লমুখে আসিয়া

---

* আমাদের উদ্যানবাসকালীন কষ্টের কথা যদি পাঠক বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তবে তৃতীয় কাণ্ডের 'ভিক্ষা-বৃত্তি' ব্যাপারটী আর একবার পাঠ করুন।

আমার মুখচুম্বন করিতে দেখিয়া বুঝিলাম, আজ তাঁহার আহার (সামান্য আহার নহে; কোথাও নিমন্ত্রণে গিয়া উদর পূরিয়া উত্তম ফলাহার) হইয়াছে; এবং সেখান হইতে আমাদের জন্য চাদরে বাঁধিয়া খাবার আনিয়াছেন ভাবিয়া, আহ্লাদে তাঁহার হাত ধরিয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী আসিলাম।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

জীবিকা।

পাঠক! পূর্ব্বকাণ্ডে মাতৃকথিত পূর্ব্বকাহিনী বা আমাদের পূর্ব্ব দুরবস্থার কথা পাঠকালে আপনি হয় ত অনেক সময় অধৈর্য্য ও বিরক্ত হইয়াছেন। না হইবার কারণ কিছুই নাই; রঙ্গরস-বিহীন, প্রণয়সম্ভাষণ-বিহীন, সুতরাং নিতান্ত শুষ্ক অথচ সুদীর্ঘ পর-দুঃখকাহিনী পাঠ বা শ্রবণ করিতে অধৈর্য্য ও বিরক্ত না হইবার কারণ কিছুই নাই। তবে আমার নাকি নিতান্ত প্রয়োজন,—জীবন্ত-পিতৃদায়ের বিষম দায়িত্বভার মস্তকে পড়িয়াছে বলিয়া আমার নাকি নিতান্ত প্রয়োজন,—তাহাতেই (পূর্ব্বকাহিনী আরও সংক্ষেপ করিলে, অতঃপর-বক্তব্য সুস্পষ্ট না হইবার আশঙ্কায় আপনার বিরাগভাজন হইলেও) আমি এই সকল নীরস সাংসারিক দুঃখের কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আপনি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত, ভাল মন্দ সরস নীরস কত পুস্তকই পড়িয়াছেন, জীবনের কত সময় অপব্যয়ও করিয়াছেন,

সেইরূপ পণ্ডশ্রম অথবা নিরর্থক-কালহরণ বিবেচনায়, এই দরিদ্রের জীবন্ত-পিতৃদায়-দুঃখকাহিনী—আপনার পঠন-কালাপেক্ষা দীর্ঘতর-কালব্যাপি-পরিশ্রম-প্রসূত এই জীবন্ত-পিতৃদায়-দুঃখকাহিনী—যদি একবার পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহাতেই বা আপনার ক্ষতি কি ?

তবে যদি এ পুস্তক পাঠ বা শ্রবণ করিতে আপনার নিতান্ত বিরক্তি কিংবা ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি ইহাকে ত্যাগ করুন। যাঁহার এরূপ পরদুঃখবেদনা সহ্য করিবার উপযুক্ত সহিষ্ণুতার আজিও অভাব হয় নাই, যাঁহার এরূপ পরদুঃখকাহিনী শুনিবার উপযুক্ত শ্রবণশক্তির আজিও অভাব হয় নাই, তাঁহাকেই এ বেচারা ইহার অতঃপর-বক্তব্য-দুঃখ জানাইয়া, দায়িত্ব-ভার অপনোদনের চেষ্টা করিবে।

সন্ধ্যাকালে পিতা প্রফুল্লমুখে বাড়ী আসিয়াছেন, পাঠক তাহা জানেন। বলা বাহুল্য, পিতৃদেবকে আহ্লাদিত দেখিয়া মাতৃদেবী মনে মনে সন্তুষ্টা; কিন্তু তিনি এতাবৎকালমধ্যে পিতাকে কেবল 'আহার হইয়াছে কি না' এই প্রশ্ন ব্যতীত অন্য কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, পিতৃদেবই মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ, আজ আমি এক দৈবঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তুমি জান, কাল রাত্রি হইতে সংসারের অভাব-চিন্তায় আমার মনটা বড়ই অস্থির ছিল। আজ যখন গৃহ হইতে দুর্গা-নাম স্মরণ করিয়া বাহির হই, তখন আমার মন নিতান্ত কাতর হইয়াছিল; এমন কি, পথে যাইতে যাইতে অনেকবার মনে মনে বলিয়াছিলাম,—মা দুর্গতিনাশিনি!

.৭

আজ আমি স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া তোমার নাম স্মরণ করিয়া বাহির হইয়াছি; এখন, হয় তুমি আমার এই দুঃখ দূর কর, না হয় আমাকে ইহলোক হইতে নিষ্কৃতি দাও; আর যেন এ হতভাগ্যকে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পুত্র পরিবারের হাহাকার শুনিতে না হয়।—আহা! যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া, সকলদুঃখহারিণী মা'কে প্রাণের সহিত দুঃখ জানায়, তা'র যে আর কোন ক্লেশই থাকে না, আজ আমি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি।

যাহা হউক, আজিকার দৈব-ঘটনার বৃত্তান্ত শুন। আমি এখান হইতে বাহির হইয়া ঐরূপ ব্যাকুলমনে বরাবর মাকালিয়ার * আনন্দ আচার্য্যের বাড়ীতে গেলাম। ইচ্ছা, পুথি-গুলি তাঁহার নিকট বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা লইব। সেখানে তাঁহার সহিত দেখা হইল, আমার অবস্থার বিষয় কিছুই গোপন রাখিলাম না, তাঁহাকে সকল দুঃখই জানাইলাম; এবং পুথি বন্ধক দিবার অভিপ্রায়ও (সংসারে কিছু খরচপত্র দিয়া কোন কার্য্যের চেষ্টায় বিদেশে বাহির হইবার কথা) প্রকাশ করিলাম। উহা বলিবার সময় লজ্জায় ও দুঃখে আমার চক্ষু

---

* এই মাকালিয়া (মাকালে) গ্রাম গোকর্ণীর উত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানেও গোকর্ণীর ন্যায় ইতর জাতির মধ্যে ৫।৭ ঘর আচার্য্য উপাধিধারী রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণের বাস আছে। তন্মধ্যে এই আনন্দচন্দ্র আচার্য্যই বয়োজ্যেষ্ঠতা ও সদাশয়তায় তথাকার সকলেরই মাননীয় ছিলেন; এবং তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার সংসারেরও নাকি বড় দুরবস্থা ছিল না। শুনিয়াছি এই আনন্দচন্দ্রের সহিত পিতামহের সমবয়স্কতা ও অবস্থার সমতা ইত্যাদি কারণে বড়ই ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব ছিল।

দিয়া জল পড়িতে লাগিল; তাহা দেখিয়া সেখানে যতগুলি লোক উপস্থিত ছিলেন, সকলেই দুঃখিত হইলেন।

আনন্দ কাকা মনোযোগ দিয়া আমার সকল কথা শুনিলেন বটে, কিন্তু সে বিষয়ে কোন উত্তর করিবার অগ্রে, মধ্যাহ্নে তাঁহার বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। তার পর পাড়ার ইতর ভদ্র অনেককেই ডাকাইয়া, আমার বর্ত্তমান দুরবস্থা জানাইয়া, একটী পাঠশালা স্থাপন দ্বারা আমাকে প্রতিপালনের প্রস্তাব করিলে, তাহাতে সকলেই সম্মত হইলেন। হংসগড়ের * হাটের উপরেই পাঠশালাস্থাপন হইবে এই স্থির হইল; এবং সকলে মিলিয়া, আমাকে সঙ্গে লইয়া হংসগড়ে গেলেন। হংসগড় মাকালিয়া হইতে অল্পই দূর, সেখানে যাইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। গিয়া সেখানকার লোকজনের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী জায়গা ঠিক হইল; ১০।১২টী ছাত্রও যোগাড় হইয়াছে, কাল হইতে সেইখানে পাঠশালা বসিবে। আহা! আজ আমার উপকারের জন্য সকলের কতই যত্ন দেখিলাম!

যাহা হউক, এইরূপ স্থির হইলে পর, হংসগড় হইতেই আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিতে চাহিলাম, কিন্তু আনন্দ কাকা আসিতে দিলেন না; তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া, লুচী তৈয়ার করিয়া আহারের জন্য কতই আকিঞ্চন করিলেন। একজন ভদ্রলোক এত করিয়া অনুরোধ করিলে তাহা কি আর অগ্রাহ্য করা যায়? যাহা হউক, আহারের পর, আমার হাতে দুইটী টাকা ও ছেলেদের জন্য ঐ খাবারগুলি দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন

---

* এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে এই হংসগড় গ্রামকে 'হাঁসগেড়ে' বলিয়া থাকে। এখানকার খাত-গঙ্গাতীরে শনি মঙ্গলবারে একটী ক্ষুদ্র হাট হয়।

তিনি পুঁথিগুলি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সেগুলি সেথানে রাখিয়া আসিয়াছি।—আচ্ছা, এখন বল দেখি, আজ আমার প্রতি এতগুলি লোকের এই যে অনুগ্রহ, ইহা কি মা দুর্গার কৃপাদৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে?"

মা, পিতার নিকট এই সংবাদ শুনিয়া, জীবিকার উপায় হইল ভাবিয়া, হরি, সত্যনারায়ণ, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি কতই দেবতার পূজা মানিলেন। তার পর, রান্না হইলে আমরা আহারাদি করিয়া সকলেই শয়ন করিলাম। শয়নের পর মা, "কাল হইতে লেখাপড়া শিখিবার জন্য পাঠশালায় যাইতে হইবে, লেখাপড়া শিখিয়া বড়মানুষ হইবে", ইত্যাদি কত কথা বলিয়া আমায় ঘুম পাড়াইলেন। ফলতঃ ঐ দিবস মাতাপিতাকে যেরূপ প্রফুল্ল দেখিয়াছিলাম, বাগানে আসিবার পর এ পর্য্যন্ত আর কোন দিনই সেরূপ দেখা যায় নাই।

পরদিন হইতে আমি মা'র সেই ছেঁড়া কাপড় পরিয়া মাথায় চূড়া বাঁধিয়া * এবং রুমালে মুড়ী লইয়া বাবার সঙ্গে হংসগড়ের পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করিলাম। বেশ মনে আছে, আমি ছেলেমানুষ, বাবার সঙ্গে পাঠশালা হইতে বাড়ী

* বাল্যকালে আমার মাথায় অনেক চুল ছিল, এবং উহাতে জটা পর্য্যন্তও হইয়াছিল। মা সেই চুলগুলি মাথার উপরিভাগে চূড়া করিয়া বাঁধিয়া দিতেন; শুনিয়াছি ঐ চুল বাবাঠাকুরের (পঞ্চানন-দেবের) মানত ছিল। আট বৎসর বয়সের সময় আমার একবার কি কঠিন পীড়াবশতঃ, চুল কাটিয়া রাখা হয়; এবং উপনয়নের সময়, আমার শরীরের মাপের সমান বাবাঠাকুর-মূর্ত্তি গড়াইয়া; সমারোহে ঐ দেবতার পূজা দ্বারা, মাতাপিতা মানত পূর্ণ করিয়াছিলেন।

আসিয়া ভাত খাইতে অনেক বেলা হইবে বলিয়া, মা আমাকে প্রত্যহ প্রাতে পান্তা খাওয়াইয়া দিতেন; এবং ক্ষুধা পাইলে জলপানের ছুটীর সময় খাইব বলিয়া, রুমালে মুড়ী বাঁধিয়া দিতেন। যে দিন মুড়ী না থাকিত, সে দিন কেবল পান্তা খাইয়াই পাঠশালায় যাইতাম।

হংসগড়ের হাটের উপরেই বাবার পাঠশালা, ইহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেখানে কতিপয় বেশ্যা বাস করে। তাহারা মাথায় চূড়াবাঁধা, কৃষ্ণবর্ণ, ছেলেটীকে দেখিয়া স্নেহ-বশতঃই হউক, আর দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়াই হউক, অথবা কি জন্য জানি না, আমাকে বড়ই ভালবাসিত, এবং দোকান হইতে কত কি খাবার আনাইয়া খাইতে দিত *। আমি পাঠশালায় গিয়া, লেখাপড়ায় তাদৃশ মনোযোগী হইতাম না, কিন্তু জলপান খাইবার ছুটীর সময় আগমনের জন্য বিশেষ-উৎকণ্ঠিতই থাকিতাম।

সে যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে দুই এক স্থানে পাঠশালার শিক্ষকতা করিয়া উক্ত কার্য্যে অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঈশ্বরেচ্ছায় দিন

---

* আমার স্মরণ আছে, পিতার সহিত তাঁহার পাঠশালায় লিখিতে যাইবার ২।৫ দিন পরে একদিন ঐ স্থানের 'মায়া' নাম্নী এক করুণহৃদয়া গণিকা আমাকে মাতার ছেঁড়া কাপড় পরিয়া থাকিতে দেখিয়া আমার জন্য দুইখানি ও মাতার জন্য একখানি নূতন বস্ত্র আনাইয়া স্বহস্তে উহার একখানি আমাকে পরাইয়া, "তুমি নাচ দেখাইলে আর একখানি কাপড় পাইবে" এই লোভ দেখায়। আমিও মায়ার প্রলোভনে মাতার নিকট শিক্ষিত, "নাচ ত সোণার যাদু", এই গীত গাহিয়া কটিদেশে ও মাথায় হাত দিয়া নাচিয়া, তাহার নিকট হইতে তাহার প্রতিশ্রুত বস্ত্র লইয়াছিলাম।

দিন পিতার এই পাঠশালার উন্নতিই হইতে লাগিল। এমন কি, ন্যূনাধিক দুই মাসের মধ্যে ইহাতে শতাধিক ছাত্র জুটিল।

এই সময় আমার একটী সহোদরা ভূমিষ্ঠা হয়। তাহার শরীরের বর্ণ পিতার অনুরূপ (মাতার অপেক্ষা গৌরবর্ণ) ও অঙ্গ সকল সৌষ্ঠবসম্পন্ন হওয়ায়, এবং নিতান্ত নিঃস্ব পিতার প্রতি কমলার তৎকালীন অনুকূল দৃষ্টির সময়ে প্রসূতা হইয়াছিল বলিয়া, পিতা তাহার নাম 'রাজলক্ষ্মী' রাখিলেন।

তিন চারি মাসের মধ্যে পিতার হংসগড়ের পাঠশালার এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে ছাত্রদিগের আনীত তামাকু, ফল মূল ও চাউলাদি পিতার সাংসারিক প্রয়োজন এবং পিতার অজ্ঞাতসারে মাতার বিতরণ সম্পন্ন হইয়া যাহা অতিরিক্ত থাকিত তাহা বিক্রয় করিয়া, আমাদের সকলেরই সুখে দিনপাত হইতে লাগিল; আর ছাত্রগণের (দুই চারি আনা হিসাবে) বেতন স্বরূপ নগদ যাহা পাওয়া যাইতে লাগিল, তাহা ঋণ-প্রদান দ্বারা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, কমলার কৃপায় সে সময় আমাদের অন্ন বস্ত্র দুগ্ধাদি কিছুরই অভাব রহিল না; এবং সংসারে ব্যবহারোপযুক্ত থালা ঘটী ইত্যাদি বাসনও ক্রয় করা হইল।

সপ্তম কাণ্ড।

স্থানক্রয়চেষ্টা ও অদ্ভুত ভিক্ষুকসমাগম।

জমীদার উমেশচন্দ্র দত্তের কৃপায় তাঁহার উদ্যান-কুটীরে দুঃখে সুখে ন্যূনাধিক দেড় বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছে। হংসগড়ের পাঠশালার আয়কে ঋণদানাদি দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া এক বৎসরের মধ্যে পিতার হস্তে (মাতার নিকট শুনিয়াছি) দুই তিন শত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব সৌভাগ্যের অবস্থা এবং তিনি নিজে যে সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র ইহা ভাবিয়া আর অধিক দিন দীনভাবে থাকিতে না পারিয়া চাল-চলন কিছু কিছু বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন *। মাতার হস্তেও (পিতার নিকট হইতে নানা কারণে প্রাপ্ত ও তাঁহার নিজের প্রস্তুত ঝাঁটাদি বিক্রয় দ্বারা অর্জ্জিত) শতাধিক মুদ্রার সংস্থান হইয়াছে; কিন্তু দরিদ্রকন্যা বলিয়া তাঁহার মনোবৃত্তির কিছুই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তিনি দুরবস্থার সময়, যেমন ভাবে হরির তলায় বসিয়া পূজা করিতেন, আমাদিগকে তথায় প্রণাম করাইতেন, ও চরণামৃত দিতেন, এখনও তাহাই করেন।

এতদিন আমাদেরই নিত্য অন্ন জুটিত না; কিন্তু এখন কম-

---

* মাতার নিকট এবং অন্যান্য অনেকেরই মুখে শুনিয়াছি যে, সৌভাগ্যের সময় পিতামহ-পুত্রত্রয়ের মধ্যে পিতাই সর্ব্বাপেক্ষা বিলাসী ও উৎকৃষ্ট-ভোজনপ্রিয় ছিলেন। বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সময়েও যে দিন পিতার আহার্য্যের ত্রুটি হয় (দুগ্ধ ও উত্তম ব্যঞ্জনাদি না জুটে) সেই দিন তাঁহার আহারই হয় না। এমন কি, আজিও তিনি অন্ন পয়সা লইয়া বাজারে যাইতে অনিচ্ছুক।

লার কৃপায় সে ক্লেশ দূর হওয়ায়, বাবা অধিক পরিমাণে কোন ভাল মন্দ খাবার জিনিস আনিলেই বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী ইতর ভদ্র অনেককেই আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। বেশ মনে আছে, ঐ সময় মধ্যে মধ্যে গ্রামের হিন্দু মুসলমান স্ত্রী পুরুষ অনেকেই সত্যনারায়ণের পূজা ও হরিলুট উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া বাগানে আসিয়া মাতাপিতার শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দেবপ্রসাদ স্বরূপ যৎসামান্য আহার্য্য পাইয়াই মহাসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। এই সকল কার্য্যে সরলহৃদয়া প্রতিবেশিনী রামতারণের মা, শান্তপিসী ও মধুর মা'র সন্তোষ যেন অন্তরে ধরিত না। হরিলুট প্রভৃতি কার্য্য মাতারই অভীষ্ট (মানত) হইলেও, পিতারও তাহাতে উৎসাহ ছিল। অর্থের সদ্ভাব থাকিলে তিনি কোন সামান্য কারণে (বা অকারণেও) লোকজনকে আহারাদি করাইবার জন্য উহা ব্যয় করিতে কোন কালেই সঙ্কুচিত নহেন। "যতক্ষণ আছে ব্যয় ত করি, তার পর ভগবান্ যাহা করেন তাহাই হইবে" অর্থসম্বন্ধে সংসারাশ্রমত্যাগী উদাসীনের ন্যায় পিতৃদেবের অদ্যাপিও এইরূপ মত।

সে যাহা হউক, উল্লিখিত নানা কারণে গোকর্ণীর অনেক লোক পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মোকদ্দমাসূত্রে পূর্ব্বের বিপক্ষ ব্যক্তিগণ, (যাঁহারা পিতাকে আবার দেশে আসিতে দেখিয়া মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইলেও নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে কোন বৈরাচরণ করেন নাই তাঁহারা,) অল্পকালের মধ্যে পিতার এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন দর্শনে ঈর্ষাবশতঃ অন্য কোনপ্রকার বৈরাচরণের সুযোগ না পাইয়া, আশ্রয়দাতা উমেশচন্দ্র দত্তের নিকট, "পিতা

গুপ্তভাবে বাগানের আম কাঁটাল, নারিকেলাদি পাড়াইয়া বিক্রয় করেন” ইত্যাদি বহুপ্রকার অমূলক অপবাদ দ্বারা তাঁহাকে আমাদের প্রতি কুপিত করান। তাহাতে তিনি ঐ স্থান-ত্যাগের জন্ম উত্তেজনা করায়, এবং তখন কিঞ্চিৎ অর্থসংস্থান-প্রযুক্ত মাতার অনুরোধে, পিতৃদেব গোকর্ণী গ্রামেই স্থান-ক্রয় ও তাহাতে আবাস-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন।

প্রথমে পিতা, জমীদার হরমোহন দত্তের নিকট (যিনি নিলামে পিতামহের ভদ্রাসন ক্রয় করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট) নিজের পৈতৃক ভদ্রাসন যথোচিত মূল্যে পুনর্ব্বার ক্রয় করিবার প্রার্থনা করেন। শুনিয়াছি, পিতার বিনতি ও আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার নাকি ঐ ব্রহ্মস্ব ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বিপক্ষগণের মন্ত্রণায় তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ অযথা বহুমূল্য প্রার্থনা দ্বারা উহা বিক্রয়ে অস্বীকার করেন। সুতরাং পিতৃদেব দেশের অন্যান্য অনেক স্থান চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ স্থান পাওয়া গেল না।

এই সময় একদিন দুপরবেলা আমি পাঠশালা হইতে আসিলে পর, মা আমাকে বাবার সঙ্গে স্নানে যাইতে বলিলেন। আমি তখন ছেলেমানুষ, নিজে তেল মাথিয়া স্নান করিতে পারিতাম না, মা'ই আমাকে স্নান করাইয়া দিতেন; আবার কোন দিন তাঁহার অবসর না থাকিলে, সে ভার বাবার উপরেই পড়িত। বাবাও স্নান করাইয়া দিতেন বটে, কিন্তু প্রহারের ভয়ে একবারও জলে মাতিতে না পারায় তাঁহার সঙ্গে স্নান করিতে গিয়া আমার আরাম হইত না।

যাহা হউক, সে দিন আমি বাবার সঙ্গেই স্নান করিতে

ঘাটে গেলাম। স্বভাববশতঃ জলে উপদ্রব করায়, তিনি দুই একটী চপেটাঘাতের পর আমাকে স্নান করাইয়া দিলেন; এবং একাকী ঘরে আসিলে উৎপাত করিব বলিয়া ঘাটের ধারে ছায়ায় বসাইয়া, আপনি স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন।

বাবার স্নানের পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিতে পাইলাম, অত্যন্ত কাহিল, সর্ব্বশরীরের মধ্যে কেবল পেটটী সার (বৃহৎ), নিতান্ত ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় পরা, কাঁধে ঝুলি, একটী ভিখারী আসিয়া আমাদের হোগলা দিয়া ঘেরা বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইল। পিতা ঐ পীড়িত ভিক্ষুককে দেখিয়া বাড়ী হইতে ভিক্ষা আনিয়া তাহাকে দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিলেন; সুতরাং আমি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দৌড়িলাম; কিন্তু দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইবার পর আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। সেই ভিক্ষুক সজলনয়নে ও সাদরসম্ভাষণে আমার দু'টী হাত ধরিল। আমি যদিও কাঁদিলাম না, কিন্তু ভয়ে অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ভিক্ষুকের এইরূপ আচরণ দেখিয়া পিতা ক্রোধের সহিত আমাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া, কিঞ্চিৎ রূক্ষস্বরে তাহাকে কহিলেন,—"তুমি কি রকম লোক হে, ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ ভিক্ষা লইয়া চলিয়া যাইবে, বালককে ছুঁইবার প্রয়োজন কি, ও স্নান করিয়াছে দেখিতেছ না?—তুমি কি জাতি?"

ভিক্ষুক, পিতার ঐরূপ রূক্ষভাষা প্রয়োগকালে, আমার হস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক অবনতমস্তকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল; কিন্তু পিতৃকর্ত্তৃক 'জাতির' কথা জিজ্ঞাসিত হইলে, সে কাতরস্বরে কহিল,—"সেজদাদা! এখন আমি জাতিতে চণ্ডালেরও অধম,

কিন্তু একদিন আমি তোমারই সজাতি ছিলাম! যদি সে সময় তোমার কথা শুনিতাম, যদি সেইরূপ কুকর্ম্ম না করিতাম, তবে আজ আমার এমন দুর্গতি হইবে কেন? আমাকে কারাগারের কঠোর পরিশ্রমে আজ এরূপ কালরোগগ্রস্ত হইতে হইবে কেন? আজ আমাকে এই রুগ্নদেহে পেটের জ্বালায় ঝুলি কাঁধে করিয়া ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিতে হইবে কেন?—দাদা! আমি ছোট ভাই, না বুঝিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তিও পাইয়াছি, এখন তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে আশ্রয় দাও।" এইরূপ বলিতে বলিতে ভিক্ষুক দুর্ব্বলতাবশতঃ সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

ইতিপূর্ব্বে মাতা, বাহিরে কিসের গোলযোগ বুঝিতে না পারিয়া সেখানে আসিয়া বেড়ার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলেন; এক্ষণে আমাদের সমীপবর্ত্তী হওয়ায়, ভিক্ষুক তাঁহাকেও সম্বোধন করিয়া বিনীতভাবে বলিল,—"সেজবৌ! মা আমার! এ হতভাগা বুঝিতে না পারিয়া তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, তাহার উপযুক্ত প্রতিফলও পাইয়াছে, এখন তুমিও আমায় ক্ষমা কর, মৃত্যুকালে আমাকে আশ্রয় দাও।" এই বলিতে বলিতে ভিক্ষুকের কণ্ঠ রুদ্ধ ও শরীর অবসন্ন হইল।

রোগে ভিক্ষুকের শরীর শীর্ণ ও বিকৃত হওয়ায় ইতিপূর্ব্বে মাতা কি পিতা কেহই ঐ ব্যক্তিকে চিনিতে পারেন নাই; কিন্তু উল্লিখিত পরিচয়-প্রাপ্তির সূচনাতেই তাঁহাকে আমার পিতৃব্য (রমানাথ চক্রবর্ত্তী) বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহার কাতরতায় নিতান্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়া, মাতাপিতা উভয়েই অশ্রুপূর্ণলোচনে, সস্নেহ-সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধূলি

হইতে উঠাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন; ও তৎকালোচিত শুশ্রূষার পর স্নানাহার করাইলেন।

দুই চারি দিন পরে পিতৃব্যের উদরাময় আরম্ভ হইল। শরীর হরিদ্রা বর্ণ হইয়া উঠিল, এবং গৃহের চারিদিক্, এমন কি শয্যা পর্য্যন্ত, বিষ্ঠার দুর্গন্ধে পূর্ণ হইল। মা নির্ব্বিকার হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকের পরীক্ষায় জানা গেল, তিনি প্লীহা, যকৃৎ ও উদরাময় এই ত্রিবিধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। পিতার নিকট তখন টাকা ছিল, সুতরাং চিকিৎসার ও সুপথ্যের কোন ত্রুটি হইল না। ঠাকুরমা ও বড়পিসীমার নিকট বনমালীপুরে ও জয়নগরে সংবাদ পাঠান হইল। তাঁহাদের কাহারও পিতার আলয়ে (বাগানে) আসিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, পিতৃব্যের কারাগার হইতে প্রত্যাগমন ও কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহারা গোকর্ণীতে আসিলেন; এবং আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও নিতান্ত প্রয়োজন স্থলে মাতাপিতার সহিত দুই একটী কথাবার্ত্তাও কহিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের আহারাদি পৃথক্‌ভাবে নিজ-ব্যয়েই হইতে লাগিল। মাতাপিতা, একত্র আহার করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলে, "তোমরা কোথায় পাইবে, আমাদের কাছে খরচপত্র আছে, তোমাদিগকে আর ব্যস্ত করিব না" তাঁহারা এই প্রকারই উত্তর করিতেন।

পরমেশ্বরের অনুকম্পায়, চিকিৎসকের ঐকান্তিক যত্নে, এবং মাতার নির্ব্বিকার শুশ্রূষায়, কিছুদিবসের মধ্যে কাকার উদরাময় রোগ আরোগ্য হইল। ক্রমশঃ যখন তিনি শরীরে বল পাইলেন, তখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, অথবা পিতামহী ও পিতৃস্বসার অভি-

প্রায়ানুসারেই হউক, তাঁহাদের সঙ্গেই আহার করিতে লাগিলেন। ২।৪ দিনের মধ্যে লোকপরম্পরায় শুনা যাইতে লাগিল, তাঁহারা বাগানে আমাদের সঙ্গে একত্র থাকিবার অনিচ্ছাবশতঃ স্থানান্তর-গমনের চেষ্টা করিতেছেন। পিতা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তজ্জন্য উহাঁদিগকে কিছুই বলিলেন না।

কয়েক দিন পরে তাহাই ঘটিল। পিতৃস্বসা, পিতার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা না করিয়াই, পিতামহী ও পিতৃব্য-সমভিব্যাহারে গোকর্ণীতে এক কায়স্থের আবাসে গিয়া আশ্রয় লইলেন; এবং তথায় মাতা ও ভ্রাতাকে রাখিয়া, তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য পাচিকাবৃত্তি করণার্থ পুনর্ব্বার জয়নগরে গমন করিলেন। পিতৃব্য-পত্নী তখন মজীলপুরেই ছিলেন। ঐ সময় তাঁহার একটী কন্যা হইয়াছিল। রোগমুক্তির পর কাকা কখন কখন শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়াও ২।৪ দিন থাকিতেন।

মজীলপুর গ্রামে আমার মাতামহ-নিবাস, এবং তিনি যে দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন, তাহা পাঠক ইতিপূর্ব্বে 'পূর্ব্বকাহিনী'-বর্ণন-সময়ে মাতার মুখেই শুনিয়াছেন। মাতামহ রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর চারি পুত্র। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে (১২৭৫ সালে) তখন আমার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম মাতুল (উমাচরণ চক্রবর্ত্তী ও গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া কলিকাতায় কাজ কর্ম্ম দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করায়, মাতামহদেবের সাংসারিক অভাব-ভার অনেক লঘু হইয়াছিল।

মজীলপুর হইতে কলিকাতা, ১৬।১৭ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত; তখন, বর্ত্তমান সময়ের মত রেলওয়েরও সুবিধা ছিল না। সুতরাং কলিকাতায় গমনাগমনের অসুবিধা হওয়ায়, এবং বিশেষতঃ ঐ

সময় মাতামহের ভদ্রাসন-পশ্চাদ্বর্ত্তী (খিড়কীর পুষ্করিণীর দিকের) জমী লইয়া স্থানীয় জমীদার বাবুদের সহিত মনান্তর-জন্য তাঁহাদের উৎপীড়নে, মাতুলগণ কলিকাতার ৫।৬ ক্রোশ দক্ষিণ রাজপুর গ্রামে আসিয়া বাস করিবার সঙ্কল্প করেন।

মাতামহ বৃদ্ধ বয়সে ভাগীরথী-গর্ভবাস* পরিত্যাগ করিয়া রাজপুরে † আসিতে প্রথমতঃ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে প্রাপ্তবয়স্ক কৃতী পুত্রগণের নিতান্ত অনুরোধের বাধ্য হইয়া মৌনভাবেই সম্মতি প্রদান করেন; কিন্তু তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা-প্রভাবেই হউক, আর নিয়তিবশতঃই হউক, রাজপুরে আবাস-নির্ম্মাণের পর এবং মজীলপুর-ত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে, সেই ভাগীরথী-গর্ভস্থ গ্রাম মজীলপুরেই তাঁহার প্রাণান্ত হয়।

মাতামহের অসম্মতি বুঝিয়া মাতুলগণ রাজপুরে আবাস নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলে পর, তিনি নিরাশ্রয় জামাতাকে (পিতাকে) মজীলপুরের ভদ্রাসনে তাঁহার আবশ্যকমত গৃহাদিতে বাস করাইয়া রাজপুরে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদনুসারে

---

* শুনা যায়, পূর্ব্বকালে মজীলপুর দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা ছিলেন। কালক্রমে ঐ গঙ্গা মজিয়া তদ্গর্ভেই ঐ গ্রামের উৎপত্তি হওয়ায় উহাঁর নাম 'মজীলপুর' হইয়াছে। মজীলপুরবাসিগণ তত্রস্থ সকল জলাশয়কেই গঙ্গা বলিয়া মান্য করেন; এমন কি, দ্বিতল-গৃহের উপরিভাগে কোন ব্যক্তির প্রাণত্যাগ ঘটিলেও 'তাহার গঙ্গালাভ হইয়াছে' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

† রাজপুর হরিনাভি, গঙ্গাগর্ভস্থ গ্রাম না হইলেও পূর্ব্বে উহার দক্ষিণ ভাগ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। এখন সেই স্থলে পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার জলই গঙ্গাজলরূপে ব্যবহৃত হয়। ঐ পুষ্করিণী সকল অধিকারীর নামানুসারে 'ঘোষের গঙ্গা' 'মিত্রের গঙ্গা' ইত্যাদি নামেই অভিহিত হয়।

এক ব্যক্তি সেই সংবাদ লইয়া বাগানে পিতার নিকট উপস্থিত হয়। নিরাশ্রয়কালে গৃহাদি-বিশিষ্ট স্থান-প্রাপ্তির সংবাদে মাতার, মজীলপুরে যাইতে একান্ত ইচ্ছা হয়। পিতাও প্রথমতঃ যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহী, "জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, পিতৃপুরুষের নাম ডুবাইয়া, লোকের নিকট শ্বশুরের নামে (রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর জামাতা বলিয়া) পরিচিত হইতে হইবে" এই বলিয়া আপত্তি করায়, পিতৃদেব মজীলপুর-গমনে অস্বীকার-সংবাদ প্রেরণ করেন।

অষ্টম কাণ্ড

আবাসনির্ম্মাণ ও গুরুশিষ্যের আচরণ।

কলিকাতার ১০।১২ ক্রোশ উত্তরে প্রসিদ্ধ ভাটপাড়া নামক স্থানে আমাদের পৈতৃক গুরুগোষ্ঠীর বাসস্থান। তথাকার রামতারণ ভট্টাচার্য্য নামক এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ পিতার দীক্ষাগুরু। গুরুদেব, বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক তাঁহার বিষয়ের অংশী একজন জ্ঞাতির সহিত প্রতিবর্ষেই একবার করিয়া গোকর্ণীতে পদার্পণ দ্বারা শিষ্যমণ্ডলীকে কৃতার্থ করেন; এবং আপনাদের পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর জমির কর, ও শিষ্যরূপ ঠিকা জমির বার্ষিক, সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

শুনিয়াছি, পূর্ব্বে গোকর্ণীতে আসিয়া পিতামহ-নিবাসেই ঠাকুরমহাশয়গণের বাসা হইত; কিন্তু পিতা-পিতৃব্যাদির নির্ব্বাসনের

পর, হলধর চক্রবর্ত্তী নামক অপর এক বর্দ্ধিষ্ণু বিপ্র-ভবনেই তাঁহাদের বাসা হয়; এবং সেইখানে থাকিয়াই কর-সংগ্রহ ও শিষ্যমণ্ডলীর সেবা গ্রহণ করেন। শুনিয়াছি, দীক্ষা-গ্রহণের পর হইতেই গুরুর প্রতি পিতার অচলা ভক্তি ছিল। পিতামহ-নিবাসে ঠাকুরেরা আসিলে পিতা, উত্তম গব্য-ঘৃত, উত্তম আতপতণ্ডুল, দুগ্ধ, সন্দেশ প্রভৃতি উপহার দিয়া তাঁহাদের যেরূপ সেবা করিতেন, উদ্যানবাসকালে হংসগড়ের পাঠশালা-লব্ধ অর্থ-বলে তাহার কিছুই ত্রুটী হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা, "ভৈরব-চন্দ্রের ন্যায় আমাদের ভক্ত শিষ্য বড়ই বিরল" একথা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন। ফলতঃ সে সময় গুরুদেব রামতারণ ও বিষ্ণুচন্দ্র, ভক্ত শিষ্য ভৈরবচন্দ্রের প্রতি বড়ই প্রসন্ন।

যে সময় পিতৃদেব আবাস-নির্ম্মাণ-জন্য স্থানান্বেষণ করিতে-ছিলেন, সে বৎসর সেই সময়েই ঠাকুরগণ গোকর্ণীতে আসিয়া উপস্থিত হন। ২।৪ দিনের মধ্যে লোক-পরম্পরায় ভক্ত শিষ্য ভৈরবচন্দ্রের অর্থসঙ্গতি ও আবাস-নির্ম্মাণ-জন্য স্থানান্বেষণের কথা শুনিয়া, এবং পিতাকে জিজ্ঞাসা দ্বারা উহার যাথার্থ্য অবগত হইয়া, জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলনকারী সরলহৃদয় গুরুদেব গোকর্ণী ব্রাহ্মণ-পল্লীর পূর্ব্বসীমায় তাঁহাদের যে কিঞ্চিদধিক দুই বিঘা বাসোপযোগী পতিত জমি আছে, তাহার সেলামী বা প্রণামী স্বরূপ ৫০টী রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক, তাহাতে বাস করিবার জন্য, পিতাকে উহা মৌরসী সর্ত্তে লেখাপড়া করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন।

নিরাশ্রয় পিতা ঠাকুরমহাশয়দ্বয়ের এই সরল ব্যবহারে বিশেষ বাধ্য হইয়া, তাঁহাদিগকে নিজ শক্তির অতিরিক্ত সেবা দ্বারা তুষ্ট করিয়া, এবং তাঁহাদের প্রস্থানের নির্দ্দিষ্ট দিনের পরেও

কয়েক দিন তাঁহাদিগকে ভক্তিশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া, গুরুর অনুমতি ও পদধূলির উপর নির্ভরপূর্ব্বক, কালাকাল বিচার না করিয়াই, সেই জমীতে গৃহারম্ভের উদ্যোগ করেন। গুরুদেবগণের উপস্থিতিকালে গৃহারম্ভের সূত্রপাত ও গৃহনির্ম্মাণে আবশ্যক অধিকাংশ দ্রব্য ক্রয় করিবার পর, ভূমির আদান প্রদান পত্র (পাট্টা কবুলতি) লিখন-জন্য ষ্ট্যাম্প কাগজ ক্রয় করা হয়।

পূর্ব্বের বিপক্ষ জমীদার বাবুরা (বাগানের আশ্রয়দাতা উমেশচন্দ্র দত্তের অপর সরিকগণ) পিতাকে অবাধে আবার গোকর্ণীতে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাস করিতে উদ্যোগী দেখিয়া, ইতিমধ্যে গুপ্তভাবে (পিতার মৌখিক মিত্র কিন্তু জমীদারেরই অনুগত ব্যক্তি দ্বারা) এমন ষড়্‌যন্ত্র করাইয়াছিলেন, যে ষ্ট্যাম্প কাগজে দলিলাদি লেখা হইলেও উহা যেন নিরর্থক হয়; এবং সেই ষড়্‌যন্ত্র যাহাতে শীঘ্র প্রকাশ না হয়, ঠাকুরদের সহিত এমন পরামর্শও করিয়াছিলেন। ভাটপাড়ার গুরুরূপী মহাত্মগণ তজ্জন্য দত্তবাবুদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

পিতা ঐ সকল গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রের কোন সংবাদই জানিতে না পারিয়া, এবং গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাসবশতঃ তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না হওয়ায়, (রেজিষ্টরী দূরে থাকুক) দলিল লেখাপড়ার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুত পঞ্চাশৎ মুদ্রা প্রদান করেন; এবং দুই একজন মিত্রের (গুপ্ত শত্রুর) উপর দলিল লেখাপড়ার ভার সমর্পণপূর্ব্বক নিজের পাঠশালায় অধ্যাপন ও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যাদির আয়োজনে ব্যাপৃত হন।

ঠাকুরমহাশয়েরা দুই চারি দিনের মধ্যে ভদ্রাসনের মৌরসী

সর্ত্তে পাট্টা কবুলতি লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া, এবং "আবার শীঘ্র আসিয়া দলিল রেজিষ্টরী করিয়া দিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, স্বদেশে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। পিতাও তাঁহাদিগকে বিদায়-কালীন-প্রণামীরূপে আরও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া, ও "যত শীঘ্র পারেন আসিয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন" এই অনুরোধ জানাইয়া, বিদায় দেন।

ইতিমধ্যে, সম্মুখে বর্ষা-সমাগম-নিবন্ধন মৃত্তিকার প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মিত হইবার সময়াভাববশতঃ, বাঁশের ছ্যাঁচাবেড়া দ্বারা আমাদের তৎকালীন পাঁচটী মাত্র পরিবারের (মাতা পিতা ও আমাদের তিনটী ভ্রাতা ভগ্নীর) শয়ন ও রন্ধনোপযোগী দুইখানি পৃথক্ গৃহ প্রায় অর্দ্ধেক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ঠাকুরমহাশয়গণ চলিয়া যাইবার কয়েক দিন পরে পিতার কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জমীদারের ভয়ে গুপ্তভাবে একদিন রাত্রিতে আমাদের বাগানের আবাসকুটীরে আসিয়া পিতাকে বলিলেন,—"ভৈরব দাদা! তুমি ত 'গুরু' বলিয়া ভাটপাড়ার রামতারণ ও বিষ্ণু ঠাকুরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছ, এবং ভদ্রাসন মৌরসী লইবার আশায় টাকা কড়ী দিয়া নিশ্চিন্তমনে ঘর দুয়ার প্রস্তুত করাইতেছ; কিন্তু তাঁহারা যে তোমাকে গোপন করিয়া ইতিমধ্যে তোমার বিপক্ষ দুর্গাদাস দত্তকে (আইনানুসারে ব্রহ্মোত্তর জমী শূদ্রকে দিবার অধিকার নাই বলিয়া) রামরূপ চক্রবর্ত্তীর (বিপক্ষ জ্ঞাতির) নামে বেনামী মৌরসী দলিল রেজিষ্টরী করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার কিছু সংবাদ পাইয়াছ কি?"

পিতৃদেব, পরমপথ-প্রদর্শক গুরুদেবের উপর এই অচিন্তনীয়-প্রতারণাপূর্ণ দোষারোপ শুনিয়া সহসা উহাতে বিশ্বাস করিতে

পারিলেন না; কিন্তু পরে অনুসন্ধান দ্বারা উহার যাথার্থ্য অবগত হইয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর ক্রোধ-বশে ও গ্রামবাসী অনেকের মন্ত্রণায় প্রবর্ত্তিত হইয়া গুরুর বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেন। মা, গুরুর অভিসম্পাতে আমাদের ও পিতার অমঙ্গল ভয়ে, টাকা নষ্ট হইলেও তাঁহাদের নামে নালিশ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই।

অভিযোগের কিছু দিন পরে রামতারণ ও বিষ্ণু ঠাকুরের নামে সমন হইল; চারি দিন উভয় পক্ষের আদালতে গমন ও অর্থব্যয়ের পর, পঞ্চম দিবসের আংশিক বিচারে মোকদ্দমা যতদুর প্রমাণ হইল, তাহাতে উকীলগণ ও সাধারণের মনে ঠাকুরদের কারাবাস-সম্ভাবনা উপলব্ধি হইল। তাহাতে রামতারণ ও বিষ্ণুচন্দ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, অথবা কাহারও পরামর্শেই হউক, পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও গৃহীত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার করায় পিতা, সেই প্রদত্ত অর্থ পুনঃগ্রহণে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন; এবং গুরুর মুখ হইতে, "আজি পর্য্যন্ত আমার ও তোমার মধ্যে 'গুরু শিষ্য' সম্বন্ধ রহিল না" এই কথা বলাইয়া লইয়া, উকীলগণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিচারালয় হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন।

এই ঘটনার পর পিতৃদেব মাতামহের অঙ্গীকৃত মজীলপুরের বাসস্থানে উপেক্ষা করার জন্য অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইল, "পৈতৃক দেশ হইলেও আর এই শত্রুপুরী গোকর্ণীতে থাকিব না; গৃহাদি (যাহা ঠাকুরদের জমীতে প্রস্তুত হইতেছিল তাহা) বিক্রয় করিয়া দেশান্তরে গিয়া ভদ্রলোকের

নিকট বাস করিব।” কিন্তু তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা পালনের সুবিধা হইল না। কারণ, গৃহনির্ম্মাণে ও মোকদ্দমায় তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, তদবশিষ্ট অর্থ দ্বারা অন্য দেশে গিয়া ভূমিক্রয় ও পুনর্ব্বার গৃহনির্ম্মাণাদির ব্যয় সঙ্কুলন হইতে পারিত না। তাহার উপর আবার তৎকালীন আশ্রয়দাতা উমেশ বাবু অনেক দিন হইতে তাঁহার উদ্যানবাস-ত্যাগের অনুমতি করায়, এবং নূতন স্থানে গৃহাদি প্রায় প্রস্তুত হওয়ায়, অগত্যা কিছুদিনের জন্য (যতদিন না স্থানান্তরে গিয়া আবাস-নির্ম্মাণের উপযুক্ত অর্থ পাঠশালা হইতে সঞ্চিত হয় ততদিন) ঐ দুর্গাদাস দত্ত জমীদারের ঠিকা প্রজাস্বরূপ বার্ষিক পাঁচ টাকা হিসাবে কর দানে স্বীকৃত হইয়া, পিতা এই নূতন আবাসেই বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যখন এই অবস্থা ঘটে, তখন বাড়ীর বেড়ার গৃহ দুইখানি মাত্র নির্ম্মিত এবং উহার চাল তৃণাচ্ছাদিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বেড়ায় মৃত্তিকা লেপন ও আবাসের চারিদিক্ (প্রাচীরস্থান) কোনপ্রকারে বেষ্টিত, এমন কি, গৃহদ্বারের কপাটাদি পর্য্যন্তও প্রস্তুত বা সংগৃহীত, হয় নাই। এখনও উহা হইল না। অর্থাভাবে, এবং কিছুকাল পরে উঠিয়া যাইবার সঙ্কল্প-হেতু অনিচ্ছায়, প্রাচীরের স্থান অনাবৃতই রহিল; এবং গৃহদ্বার একবারে অনবরুদ্ধ থাকিলে চলে না বলিয়া, সেই স্থানে হোগ্‌লার আগড় বাঁধাইয়া দেওয়া হইল। এস্থলে বলা উচিত, ঐ সময় পিতা এককালে অর্থশূন্য হওয়ায় মাতার পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণের অবশিষ্ট কার্য্য কোনক্রমে সম্পন্ন হইয়াছিল।

বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় ঐ সময় পিতাকে গৃহ-প্রস্তুত করাইবার জন্য এমন ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল, যে তিনি সকল দিন পাঠশালায় যাইতেই পারিতেন না; প্রধান ছাত্র (সর্দ্দার-পোড়ো) দ্বারাই কার্য্য চলিত। কিন্তু দীর্ঘকাল এইরূপ অনুপস্থিতিতে ক্রমশঃ পাঠশালার অনেক ছাত্র ছাড়িয়া গেল, ও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। পিতা সমস্তই জানিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিবার অবসর না পাওয়ায়, অপর এক ব্যক্তি ঐ পাঠশালা অধিকার করিল।

যাহা হউক, এইরূপে গৃহনির্ম্মাণ-ব্যাপার সম্পন্ন হইলে পর, ১২৭৮ সালের ২৯শে শ্রাবণ তারিখে, দুই বৎসর বাসের পর, উমেশ বাবুর উদ্যান-নিবাস ত্যাগ এবং নূতন আবাসের গৃহপ্রবেশ হইল। তখন আমার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক আট বৎসর হইবে।

আজিও বেশ স্মরণ আছে, এই নূতন গৃহপ্রবেশের দিন আমি আমার ১৪।১৫ মাস বয়স্কা জ্যেষ্ঠা (ভগিনীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা) ভগিনীটীকে কোলে লইয়া মাতার সঙ্গে বাগান হইতে এই নূতন বাড়ীতে আসিয়াছিলাম; এবং সে সময়, একে নূতন তাহাতে বর্ষাকাল বলিয়া, মৃণ্ময় গৃহতল অত্যন্ত আর্দ্র থাকায় (তক্তাপোষাদি উচ্চ শয়নাধারের অসদ্ভাববশতঃ) মা, ভূমিতলে প্রথমে দরমা এবং তাহার উপরে মাদুর কাঁথাদি দ্বারা শয্যা প্রস্তুতপূর্ব্বক আমাদিগকে শয়ন করাইতেন।

নবম কাণ্ড।

বিবিধ ঘটনা।

নূতন বাড়ীতেই আমাদের বাস হইয়াছে। মা এখানেও একটী তুলসীমঞ্চ বা 'হরির তলা' সংস্থাপন করিয়াছেন। ৩।৪ মাস হইল বাবার হংসগড়ের পাঠশালা নাই। তিনি এখন নিষ্কর্ম্মা; নূতন কোন কাজ কর্ম্মের চেষ্টাও নাই। স্নানাহারের সময় বাড়ীতে আসিয়া স্নানাহার করেন, আর অবশিষ্ট সময় পাড়ায় কাহারও বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিয়াই কাটাইয়া দেন।

পিতা বড়ই পরিষ্কার-প্রিয় ব্যক্তি। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় পাড়ায় থাকিলেও, যখন বাড়ীতে আইসেন, অপরিষ্কার দেখিতে পারেন না বলিয়া,—কোথাও একটী পাতা পড়িয়া থাকাও দেখিতে পারেন না বলিয়া,—যখন তখন, ঘর দুয়ার উঠান এমন কি পথ ঘাট পর্য্যন্ত ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করেন; এবং আমরা অপরিষ্কার করিলে আমাদিগকে (এবং সেই সঙ্গে মা'কেও) গালাগালি দেন।

সংসারের নিতান্ত অভাবেও পিতাকে উদাসীন থাকিতে দেখিয়া মা তাঁহাকে টাকা দিলে, তিনি কেবল বাজারটী করিয়া দেন। তাহাও নিত্য নহে; যে দিন চাউল ইত্যাদি কিনিতে হয়, অর্থাৎ যে দিন হাতে অধিক পয়সা আসাতে আবশ্যক দ্রব্য অল্প হইলেও, ইচ্ছানুরূপ ভাল মন্দ জিনিস কিনিবার সুবিধা হয়, সেই দিনই পিতা নিজে বাজারে যান। দুই চারি [illegible] জিনিস আনিতে হইলে লজ্জায় তিনি স্বয়ং যান না; পাড়ার

আর যে কেহ বাজারে যায় তাহা দ্বারাই উহা আনাইয়া থাকেন, অথবা সেই ব্যক্তি ক্রয় করিয়া দেন, আমিই বহিয়া আনি। বলা বাহুল্য, যে এখন মাতার সেই পূর্ব্বসঞ্চিত গুপ্ত অর্থ দ্বারাই পিতার সংসার নির্ব্বাহ হইতেছে।

আমি পিতার পাঠশালায়, তালপাতে 'ক খ' হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কলাপাতের পর কাগজে, 'আজ্ঞাকারী' ইত্যাদি পত্র লিখিতে, ও শ্লেটে 'জমাওয়াশীল বাকি' পর্য্যন্ত অঙ্ক কসিতে, এবং ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ পড়িতে, আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন পাঠশালা না থাকায় আমি স্বাধীন হইয়াছি। মা পীড়াপীড়ি করিলেও আমি আর লেখাপড়া করিতে বসি না, বাড়ীতেও বড় একটা থাকি না। কেবল পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিবার সময় ঝগড়া মারামারি করি,—উহাদের দলে মিশিয়া, অন্যের গাছের আম কাঁটাল পাড়িয়া, হয় তাঁহাদের নিকট, নয় ত তাঁহারা ধরিয়া আনিলে) মা বাবার নিকট, উত্তম মধ্যম প্রহার ভোগ করি,—বাড়ীর বাহির হইতে না দিলে, ঘর সংসারের জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া মাকে জ্বালাতন করি,—এবং অকারণে ছোট ভাই বোনগুলিকে প্রহার করি; এই সকলই আমার এখনকার কার্য্য হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে নূতন বাড়ীতে প্রায় তিন মাস কাল অতীত হইল। দুগ্ধপোষ্যা ভগ্নীর দুগ্ধ, আমাদের চাউল ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে করিতে, ক্রমশঃ মাতার পূর্ব্বসঞ্চিত যৎসামান্য অর্থ নিঃশেষ হইয়া আসিল; তাহার উপর এই সময় (১২৭৮ সালের আশ্বিন মাসে) আমার আর একটী ভ্রাতা

(তৃতীয় বা কনিষ্ঠ সহোদর যোগীন্দ্রনাথ) ভূমিষ্ঠ হওয়ায়, সংসারের ব্যয়ও বাড়িল; সুতরাং উত্তরোত্তর পিতার সংসারের ক্লেশও বাড়িয়া উঠিল।

এই অবস্থায় একদিন আমার তৃতীয় মাতুল (বনমালী চক্রবর্ত্তী) গোকর্ণীতে আসিলেন। মজীলপুর ত্যাগ করিয়া রাজপুরে অবস্থিতির পর, জ্যেষ্ঠ মাতুল উমাচরণ চক্রবর্ত্তীর অকালমৃত্যু হইলেও, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাতুল উপার্জ্জনক্ষম হওয়ায় মাতামহের জীবিতকাল অপেক্ষা তখন মামাদের সংসারের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছিল। সেজ মামা গোকর্ণীতে আসিলে, মা তাঁহাকে,—দেশে বিদ্যালয়াভাব, গৃহে অন্নাভাব, এবং আমার বিকৃত স্বভাবের কথা জানাইয়া,—আমাকে প্রতিপালন ও বিদ্যা-শিক্ষা করাইবার জন্য রাজপুরে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কৃতী মাতুল, তাঁহার ভগিনীর ঐ কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; সুতরাং আমি পিতার অনুমতি লইয়া উক্ত মাতুলের সহিত রাজপুরে আসিলাম। আট বৎসর বয়সের সময় বিদ্যাশিক্ষার জন্য আমাকে মাতাপিতার নয়নের অন্তরাল-বর্ত্তী হইতে হইল। তবে মধ্যে মধ্যে মাতাপিতা, মাতুলালয়ে কোন দ্রব্যাদিসহ লোক পাঠাইলে পিত্রালয়ের সংবাদ পাওয়া যাইত; এবং স্কুলের ছুটী হইলে বৎসরের মধ্যে দুই একবার আমিও গোকর্ণীতে যাইতাম।

উমেশ বাবুর বাগান হইতে আমাদের নূতন বাড়ীতে আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে, পিতৃব্য রমানাথ চক্রবর্ত্তী ভালরূপ সুস্থ হইতে না হইতেই পিসীমা ও ঠাকুরমার অভিপ্রায়ানুসারে পিতামহীর সহিত বাগান হইতে বাহির হইয়া দেশস্থ এক

কায়স্থের আবাসে আশ্রয় লইয়াছেন, এবং পিসীমার উপার্জ্জিত অর্থেই তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে; এ সকল কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে।

কিছুদিন সেই কায়স্থের বাড়ীতে বাস করিবার পর, তাঁহাদের সহিত অকৌশল উপস্থিত হওয়ায়, পিতৃব্য ও পিতামহী এক পোদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কয়েক দিনের পর সেখানেও মনান্তর উপস্থিত হইল; অধিকন্তু ঐখানে লোভবশতঃ মাংসভোজনাদি নানাপ্রকার কুপথ্যে, পিতৃব্যের আবার সেই পীড়া (প্লীহা যকৃতাদি) বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সংবাদ পাইয়া, পিসীমা জয়নগর হইতে আসিলেন; এবং আমাদের পূর্ব্বাশ্রয়দাতা রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ভ্রাতার চিকিৎসার জন্য নিজের উপার্জ্জিত কয়েকটী টাকা দিয়া, মা ও ভাইকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া, আবার জয়নগরে গেলেন।

কয়েকদিন রামচন্দ্র-ভবনে অবস্থিতির পর, একদা প্রাতঃকালে গৃহের দাবায়, রুগ্নশয্যায় অর্দ্ধশয়িত অবস্থাতেই, পিতৃব্যের প্রাণান্ত হয়। শুনিয়াছি ঐ সময় পিতামহী বৈদ্য ডাকিতে গিয়াছিলেন। যে দিন কাকার মৃত্যু হয়, সে দিন অর্থাভাবে প্রায়শ্চিত্ত না হওয়ায়, তাঁহার দাহাদি কার্য্য হয় নাই। তৎপরদিবস জয়নগর হইতে পিসীমার আগমনের পর, পিতা ও অপর কয়েক ব্যক্তি তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

পিতৃব্যের মৃত্যুর পর, ঠাকুরমা ও পিসীমা, মাতাপিতার অনুরোধের বাধ্য হইয়াই হউক, অথবা আর কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, এই ভাবিয়াই হউক, পিতামহী রামচন্দ্রভবন হইতে গৃহস্থালীর দ্রব্যাদিসহ পিতৃভবনে আসিয়া অবস্থিতি

করেন ; পিসীমা ২।১ দিন পিতার আবাসে থাকিয়াই আবার জয়নগর যাত্রা করিয়াছিলেন। পিতৃব্যের মৃত্যুকালে পিতৃব্যপত্নী মজীলপুরেই ছিলেন ; সে সময় তাঁহার দুইটী কন্যা হইয়াছিল।

পিতামহী পিতৃভবনে আসিয়া বাস করিলেও, পিতার অন্ন গ্রহণ করিতেন না। পিতৃস্বসা মধ্যে মধ্যে তাঁহার আবশ্যক চাউল কড়াই ইত্যাদি কিছুদিন স্থায়ী বস্তু সকল একবারে ক্রয় করিয়া দিয়া যাইতেন ; এবং ঠাকুরমা উহা হইতে ইচ্ছামত লইয়া স্বহস্তেই পাক করিয়া খাইতেন।

ঐ সময় মাতার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় পিতার সংসারে অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। আমি তখন রাজপুরেই ছিলাম। শুনিয়াছি, যে দিন পিতার সংসারে যথাকালে আহার্য্য সংগৃহীত না হইত, সে দিন ঠাকুরমা আপনার হাঁড়িতে অধিক ভাত রাঁধিতেন, এবং অমৃতনাথ প্রভৃতিকে উহা না দিয়া খাইতে পারিতেন না ; এমন কি, দুগ্ধপোষ্য কনিষ্ঠ ভ্রাতার দুগ্ধাভাব হইলে নিজের দুগ্ধ হইতেও তাহাকে অংশ দিতেন।

পিসীমা জয়নগর হইতে গোকর্ণী আসিবার সময় আমার মাতাপিতার জন্য প্রায়ই নূতন বস্ত্র এবং আমাদের জন্য কিছু খাদ্যাদি না লইয়া আসিতেন না। পাঠক! পিতৃব্যের অত্যাচারে বাইনচাপড়া হইতে চৌকীতলায় যাত্রাকালে প্রণতা মাতাকে অভিসম্পাত করিবার সময়, এবং বাড়ীর বাহির হইলে গোবরের ছড়া দিবার সময়, আপনি পিতামহী ও পিতৃস্বসার যে ভাব দেখিয়াছিলেন, কাকার মৃত্যুর পর এখন তাঁহাদের আর সে ভাব নাই। এখন তাঁহারা আমাদের প্রতি অতীব প্রসন্না।

পাঠক! পিতামহের ভদ্রাসন বাটী নিলামে বিক্রীত হইবার

পর, এই ৩।৪ বৎসর কালের মধ্যে, মাতাপিতা, পিতৃব্য পিতৃব্য-পত্নী, পিতামহী পিতৃস্বসা প্রভৃতির সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, আপনি তাহা সমস্তই জানেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠতাতপত্নী তৎপুত্র উমেশচন্দ্র ও শ্রীনাথের সহিত গোকর্ণী হইতে তাড়িতা হইয়া বহড়ু গ্রামে জ্ঞাতিনিবাসে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন, আপনি এই পর্য্যন্তই জানেন; তাহার পর এতাবৎকাল মধ্যে তাঁহাদের যে কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা বলিতেছি শুনুন।

বহড়ু গ্রামের নন্দকুমার বসু নামক বিখ্যাত হিন্দু জমীদার আমাদের পৈতৃক যজমান; সুতরাং আমাদের জ্ঞাতিবর্গ সকলেই তাঁহার পুরোহিত-গোষ্ঠী। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তখন তাঁহার সদাশয় পৌত্র জমীদার শ্রীনাথ বসু জীবিত ছিলেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যে ঐ গ্রাম-বাসী আমাদিগের জ্ঞাতিবর্গের মুখে জ্যেষ্ঠতাত কালিদাস চক্রবর্ত্তীর পত্নীর পূর্ব্বোক্ত দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, এবং তৎপুত্রদ্বয়ের রাজপুত্রসদৃশী মূর্ত্তি দুরবস্থায় মলিন দেখিয়া, সদয়ভাবে তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিলেন। তদনুসারে উমেশ দাদা ও শ্রীনাথ দাদাও প্রায় নিত্যই তাঁহার ভবনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় জ্যেষ্ঠতাতপুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উমেশচন্দ্রের বয়ঃক্রম ১৭।১৮ ও কনিষ্ঠ শ্রীনাথের ১১।১২ বৎসর ছিল। জমীদার শ্রীনাথ বাবু উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আকৃতি ও বিনম্র ভাব দেখিয়া জ্যেষ্ঠকে নিজের ভবনস্থিত জমীদারী কাছারির কার্য্য শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ বেতন দিতে লাগিলেন; এবং নিজ পুত্রগণের সহিত কনিষ্ঠের বিদ্যালয়ে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া

দিলেন। গোকর্ণী ত্যাগ করিয়া ভগবানের কৃপায় জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মঙ্গলই হইল।

ক্রমে উমেশচন্দ্রের কার্য্যদক্ষতানুসারে বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শ্রীনাথ, জমীদারপুত্রগণের সহিত সমভাবে আদৃত ও শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। বাল্যকালাবধি জমীদার-পুত্রগণের সহিত একত্র অবস্থিতি-জন্য তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাবে ও নিজের সৎস্বভাবগুণে, শ্রীনাথ তাঁহাদিগের অন্দরমহল পর্য্যন্ত যাইতেন; এমন কি, কলিকাতায় অবস্থিতিকালে তাঁহাদিগের টাকাকড়ী পর্য্যন্তও রাখিতেন।

ঐ সময় উমেশচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের পর ক্রমশঃ পরিবারবৃদ্ধির সম্ভাবনায়, এবং দীর্ঘকাল পরগৃহে বাস সুবিধা-জনক না হওয়ায়, বহড়ুর অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণ 'দুর্গাপুর' গ্রামে 'শ্যামসুন্দর' নামক দেব-বিগ্রহের (রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তির) নিত্যসেবক কার্য্যে নিযুক্ত হন; এবং উক্ত দেব-মন্দিরের পার্শ্বেই আপনাদের মৃণ্ময় আবাস নির্ম্মাণপূর্ব্বক মাতৃসহ সেইখানে গিয়া বাস করেন। বলা বাহুল্য যে, উমেশচন্দ্র প্রত্যহ দুর্গাপুর হইতে বহড়ুর জমীদার-ভবনে আসিয়া নিজের পূর্ব্বকার্য্যও সম্পন্ন করিয়া যাইতেন।

এদিকে শ্রীনাথ দাদা, জমীদারপুত্রগণের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আসিলেন; প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইলেন; এবং আশ্রয়দাতার অধিকতর স্নেহ আকর্ষণপূর্ব্বক আবার অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন।

কলিকাতায় জমীদার বাবুর নিজবাটীতে সময় সময় তাঁহার পরিবারবর্গের অনেকেই বাস করিতেন। যে সময়ের কথা

বলা যাইতেছে, অর্থাৎ প্রবেশিকা-পরীক্ষার পর, যে সময় শ্রীনাথ, জমীদারপুত্রগণের সহিত কলিকাতায় ছিলেন, সেই সময় এক-দিন তিনি অহিফেন সেবনপূর্ব্বক আত্মহত্যাসাধন করেন।

সত্য কি মিথ্যা তাহা অন্তর্যামীই জানেন, তবে প্রবাদ এই যে, অবিবাহিত যুবা শ্রীনাথ বহড়ুতে কোন গুরুতরসম্পর্কবিশিষ্টা কামিনীর কুহকে মোহিত হন। কিছুদিন পরে (কলিকাতায় অবস্থিতিকালে) একদিন জমীদারবংশীয় কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত সেই বিষয়ক কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনি তাহা কোনরূপে শুনিতে পাইয়া, লজ্জায় আত্মহত্যা করেন।

'বিশ্বাস' যেমন সকলেরই আদরণীয় অমূল্য রত্ন, তেমনিই ভঙ্গপ্রবণ। শৈশবাবধি সতর্কভাবে থাকিয়া সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত হইলেও, সতর্কতার সামান্য ত্রুটিবশতঃ যদি সেই বিশ্বাসে একবার অল্পমাত্রও 'সংশয়ের' আঘাত লাগে, তবে উহা এমন ভাঙ্গিয়া যায় যে, অনেক যত্ন করিয়া জুড়িলেও আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীনাথ স্বভাবগুণে সকলেরই বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল স্বভাবে কলঙ্ক স্পর্শ হইয়াছে জানিয়া, লোকে মনে মনে হাসিবে ও তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবে, এই ভাবিয়াই হয় ত তিনি আত্মহত্যা করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অগ্রজ উমেশচন্দ্রেরও প্রতি জমীদার শ্রীনাথ বাবুর অবিশ্বাস ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি, পুরোহিত-বংশ বলিয়া, এবং ভ্রাতৃ-বিয়োগে কাতর দেখিয়া, উমেশদাদাকে আর কিছুই বলিলেন না; কেবল "এখন আমার আর লোকের প্রয়োজন নাই" এইমাত্র বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। চাকরী যাইবার

পর পূর্ব্বোল্লিখিত শ্যামসুন্দরের সেবা দ্বারাই তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য তৃতীয় মাতুলের সহিত মাতুলালয়ে আসিবার কথা পাঠক ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। আট বৎসর বয়সের সময় মাতাপিতার অঙ্কচ্যুত হইয়া মাতুলালয়ে আমি অধিকতর সুখে ছিলাম কি না তাহা এখন বলিব না; তবে মামার বাড়ী আসিয়া, স্কুলে পণ্ডিতের প্রহার-ভোগ ব্যতীত সে সময় আর কোন বিশেষ কষ্টই ছিল না।

মামার বাড়ীর সকলেই আমাকে যত্ন করিতেন বটে, কিন্তু মামাদের মধ্যে ছোটমামা (মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী) এবং মামীদের মধ্যে (তখন কেবল বড় ও মেজ মামাই বিবাহিত ছিলেন) বড়মামীর স্নেহই আন্তরিক বলিয়া বোধ হইত। দিদিমাকে আমি বড় ভালবাসিতাম না; কারণ একদিন কোন দোষ করিলে তিনি অনেক দিন ধরিয়া বকিতেন।

স্বর্গীয় বড়মামার পুত্র কন্যা (শশী শরৎ) বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাহারাই আমার সঙ্গী ছিল। সে সময় মামার বাড়ীর মধ্যে আমরাই তিনটী ছেলে ছিলাম। আমি উহাদের সঙ্গে খেলাইতাম, বড়মামী তিন জনকে সমান খাবার দিলেও আমি উহাদের খাবার ভুলাইয়া খাইতাম, পড়িতে বলিলে অসুস্থতার ভান করিতাম; পড়িবার জন্য ছোট মামা, কি দাদা * প্রহার

* এই দাদা (কৃষ্ণধন পাঠক) আমার বড় মাসীমার পুত্র। অতি শৈশবে বিসূচিকা রোগে এক সময়ে মাতাপিতৃবিয়োগ হওয়ায়, ইনি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত, শিক্ষিত, বিবাহিত ও কার্য্যক্ষম হন। এখন ইনি মাতুলালয়ের নিকটেই পৃথক্ আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

করিলে, বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কাহারও ঘরের পিছনে, কিংবা গাছের তলায় রাগ করিয়া শুইয়া থাকিতাম।

ইতিমধ্যে গোকর্ণী হইতে কোন লোকজন রাজপুরে আমাকে দেখিতে (অবশ্য কিছু খাদ্যাদি লইয়া) আসিলে, তাহার নিকট পিত্রালয়ের সকল সংবাদই পাওয়া যাইত। কোন কোন সময় মাতার উত্তেজনায় পিতাও আমাকে দেখিতে আসিতেন; এবং সেই সময় বিদ্যালয়ের অবকাশ থাকিলে উঁহাদের সঙ্গে আমিও গোকর্ণী যাইতে পাইতাম।

রাজপুরে থাকা অবস্থায় গোকর্ণীতে গিয়াই পিতামহীর সহিত ভালরূপ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। আমি যাইলে তিনি কতই আদর করিতেন, আমাকে নিজের ভুক্তাবশিষ্ট দুধমাখা ভাত খাইতে দিতেন, কিছু কিনিব বলিয়া চাহিলে কখন এক আধটী পয়সাও দিতেন, এবং রাজপুরে আসিবার সময় সাবধানে থাকিবার জন্য কতই উপদেশ দিতেন।

কিছুদিন পরে বিসূচিকা রোগে পিতামহীর দেহান্ত হয়। পিসীমার সাহায্যে এবং পিতার ভিক্ষালব্ধ অর্থে কোনক্রমে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। স্মরণ আছে, ঐ শ্রাদ্ধের সময় পিতার অনুনয় বিনয়ে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ (বিপক্ষ জ্ঞাতি ও জমীদার পর্য্যন্ত) সকলেই অনেক দিনের পর পিতৃভবনে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং "দুই ঘাট করিতে নাই" বলিয়া পিতৃব্য-পত্নী ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নী কয়েক দিনের জন্য গোকর্ণীতে আসিয়াছিলেন।

পিতামহীর শ্রাদ্ধের পর পিতৃস্বসা নিজের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই পিতাকে দিতে আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে

মাতাপিতার সহিত তাঁহার পূর্ব্বের অসদ্ভাব অন্তর্হিত হইল। তিনি মধ্যে মধ্যে গোকর্ণীতে আসিতেন, এবং ঐ সময় আমি পিত্রালয়ে থাকিলে তাঁহার সহিত জয়নগরে গিয়া "বামুন্ ঠাক্রুণের ভাইপো" বলিয়া পরিচিত ও আদৃত হইতাম।

কিছুদিন অতি কষ্টে অতিবাহিত হইবার পর বেণীপুরের পূর্ব্বদিকে রামনগর নামক গ্রামের মুসলমানপল্লীতে পিতার আবার একটী পাঠশালা স্থাপিত হইল। ক্রমশঃ যখন উহা দ্বারা সংসারযাত্রা কোনক্রমে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, তখন পিসীমা, মাতার পরামর্শে তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ সংসারে নিরর্থক ব্যয় না করিয়া, আপৎকালে উপকারার্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

নূতন বাড়ীতে অবস্থিতির পর তিন বৎসর কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে 'বিরাজলক্ষ্মী' নাম্নী আমাদিগের দ্বিতীয়া সহোদরা প্রসূতা হইয়াছিল। একাদশ বৎসর বয়ক্রম-কালে পিসীমা তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া আমার উপনয়ন * দিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, আমার বড় পিসীমা বালবিধবা; কিন্তু উপনয়ন দিবার পর হইতে তিনি আমার ভিক্ষামাতা হইলেন, এবং আমি তাঁহার ভিক্ষাপুত্র হইলাম।

---

* শুনিয়াছি বিপ্রশিশু উপনয়ন-সংস্কারের পর দ্বিজত্ব লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ অনুপবীতাবস্থায় (প্রথম জন্মে) শূদ্রের ন্যায় থাকে বলিয়া তাহার দেবপূজাদিতে অধিকার জন্মে না; কিন্তু যজ্ঞসূত্রধারণ-সংস্কার দ্বারা (দ্বিতীয় জন্মে) তাহার শূদ্রত্ব মোচন হয়। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমিও উপনীত হইয়াছি বটে, কিন্তু উহা দ্বারা আমার দ্বিতীয় জন্ম (জ্ঞান-লাভ বা শূদ্রত্ব মোচন) হইয়াছে কি না তাহা বলিতে পারি না।

দশম কাণ্ড।

বিদ্যাশিক্ষা।

তিন বৎসর হইল বিদ্যাশিক্ষার্থে আমি মাতুলালয়ে আসিয়াছি। ঐ সময় রাজপুর বঙ্গবিদ্যালয় রাজপুরনিবাসী বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তির বাটীতে ছিল। পরে উহা ঐ গ্রামস্থ মতিলাল চক্রবর্ত্তী নামক অন্য এক ব্যক্তির বাটীতে উঠিয়া যায়। তৎপরে রাজপুর গ্রামের মধ্যভাগে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি এম্. বি.* নামক একজন বিদ্যানুরাগী বিজ্ঞ চিকিৎসকের যত্ন ও অর্থব্যয়ে উহার জন্য একটী আলয় নির্ম্মিত হইয়া তাহাতেই স্কুল স্থাপিত হয়।

লেখাপড়ায় আমার যে কেমন অনুরাগ, তাহা পাঠক পিতার পাঠশালায় লিখিবার সময় হইতেই অবগত আছেন।

---

* এই শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, বদান্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। রাজপুর গ্রামই ইঁহার জন্মস্থান। এই ব্যক্তির যত্নেই উক্ত বিদ্যালয় স্থায়ী ও "শ্রীনাথ ডাক্তারের স্কুল" বলিয়া পরিচিত হইলেও, রাজকীয় কার্য্যবশতঃ তিনি (পশ্চিম) জয়পুরবাসী হওয়ায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ই উহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। এক্ষণে শ্রীনাথ বাবু কলিকাতায় থাকিয়া পুনর্ব্বার ঐ স্কুলের তত্ত্বাবধারণের ভার লইয়াছেন। পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ের অবস্থা উত্তমই ছিল; কিন্তু ইদানীং বঙ্গবাসীর মাতৃভাষার প্রতি হতাদর উপস্থিত হওয়ায় এই মধ্যশ্রেণী (ছাত্রবৃত্তি) বঙ্গবিদ্যালয়টীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ হইয়াছে।

যখন রাজপুর বঙ্গবিদ্যালয় নূতন বাড়ীতে স্থাপিত হয় নাই, তখন মামার বাড়ী হইতে পূর্ব্বস্থানস্থিত স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইলেও, স্কুলে না যাইয়া খেলা করিবার, এবং পড়া না হইলে অথবা সঙ্গিগণের সহিত কোন পরামর্শ থাকিলে স্কুল হইতে দেড়টার ছুটীর সময় পলাইবার, বেশ সুবিধা ছিল। কিন্তু নূতন স্কুল হইবার কিছু দিন পরে কৃষ্ণধন দাদা তথাকার প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার তত্ত্বাবধারণের অধীন থাকায়, বিদ্যালয় আমার পক্ষে যমালয় স্বরূপ হইয়া উঠিল।

তথাপি স্বভাব-দোষে ছাত্রগণের সহিত বিবাদ করিয়া,—কোন সহপাঠী ছাত্রের পকেট হইতে সিকি চুরী * করিয়া,—কাহারও বাগানের লিচু চুরী † করিয়া,—গৃহে ছোট মামার চেষ্টা

* রাজপুর পাশ্চাত্য-পাড়ার মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য নামক এক সহপাঠী ছাত্রের পকেট হইতে পেন্‌সীল লইবার সময়, তাহার স্কুলের বেতন দিবার জন্য আনীত সিকিটী চুরী করিয়া, রাস্তার টানিবার কলের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। পরে ঐ বালক আমাকেই চোর সন্দেহ করিয়া আমার নামে নালিশ করায়, পণ্ডিতের প্রহারের বলে উহা বাহির করিয়া দিতে হইয়াছিল। ঐ সিকি চুরীর পর কিছুকাল স্কুলের সকল ছাত্রই আমাকে প্রকাশ্যভাবে 'সিকিচোর' বলিয়াই ডাকিত। তাহাতে লজ্জায় ও ঘৃণায় আমার মনের যে কি অবস্থা হইত, তাহা প্রকাশ করা যায় না। ঐ সিকি চুরীর পূর্ব্বে বা পরে আমি আর কখনও কাহারও অর্থ (প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেও) অপহরণ করিয়া লই নাই।

† বেশ স্মরণ আছে, আমি যখন কথামালা ও ভূগোলসূত্রাদি পড়ি, সেই সময় একদিন মাতুলালয়ের নিকটবর্ত্তী হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাগান হইতে অতি ক্ষুদ্র (নিতান্ত অপুষ্ট) ২/৩ শত লিচু পাড়িয়া তৎপুত্র উমেশচন্দ্র কর্ত্তৃক ধৃত ও বাটীতে দাদার নিকট আনীত হওয়ায়, তিনি ঐ অপরাধের দণ্ড

ও বিদ্যালয়ে দাদার প্রহারে*, একাদশ বৎসর বয়সের সময় আমি ঐ বঙ্গবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলাম; এবং সেই সময়, পারিতোষিকস্বরূপ একখানি পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগ পুস্তক পাইয়াছিলাম; যথার্থ কথা বলিতে কি, পারিতোষিক লাভ আমার ভাগ্যে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই।

নূতন বাড়ীতে আসিয়া বাস করিবার পর হইতেই অর্থাভাবে পিতার যে আবার কষ্ট আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পাঠক অবগত

স্বরূপ পাঠ্যপুস্তক হইতে আমার অভ্যাসের শক্তির অতিরিক্ত পাঠ দেন; এবং বাড়ীর উঠানের আমগাছে আমার হাত বাঁধিয়া, প্রত্যেক পাঁচটী ভুলে দুই বেত, এই হিসাবে মারিবার ব্যবস্থা করেন। প্রত্যহ রাত্রিতে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনের পর, লিচু চুরীর দণ্ডের জন্য অতিরিক্ত পড়া অভ্যাস করিয়া দাদাকে দিতে হইত, এবং ঐরূপ দারুণ প্রহারও ভোগ করিতে হইত। এইরূপে কয়েক দিনের পর, এক রাত্রিতে ৩৬ বেত খাইয়া, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হওয়ায়, তৎপরদিন (রবিবার) আবার ঐরূপ প্রহারের ভয়ে, মধ্যাহ্নে একাকীই গোকর্ণীর্তে পলাইয়াছিলাম। ঐ ঘটনার পূর্ব্বে আর কখনও একাকী গোকর্ণীতে যাতায়াত হয় নাই। পলাইয়াও নিস্তার পাই নাই। দাদা রাজপুরে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও না পাইয়া, শেষ রাত্রিতে গোকর্ণী গিয়া আমাকে ধরেন। আমার অত্যন্ত রোদন দেখিয়া সে দিন মাতাপিতা আমাকে তাঁহার সহিত না পাঠাইলেও, ২।৪ দিন পরে তাঁহাদেরই পীড়াপীড়িতে আমি আবার রাজপুরে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

* দাদা সুশিক্ষক হইলেও ছাত্রগণকে অত্যন্ত প্রহার করিতেন। তাঁহার প্রহার অসহ্য হওয়ায়, একদা আমরা কয়েকটী 'উপযুক্ত' ছাত্র মিলিয়া ডাকযোগে তাঁহার বিপক্ষে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্নের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে দাদা কিছুদিন প্রহারে ক্ষান্তও হইয়াছিলেন। (আমার বিদ্যাও তেমনি হইয়াছে!)

হইয়াছেন। মধ্যে তিনি রামনগরের মুসলমানপল্লীতে যে একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, ছাত্রাভাবে সুবিধা না হওয়ায় নিরর্থক পরিশ্রম বোধে কিছুদিন হইল তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যাজনাদি ক্রিয়া দ্বারা কদাচিৎ যৎসামান্য উপার্জ্জনে এবং পিসীমার কিঞ্চিৎ সাহায্যে, একবেলা একসন্ধ্যা আহার করিয়া কোনক্রমে এখন তাঁহার সংসার চলিতেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। গ্রীষ্মের ছুটী উপলক্ষে আমি গোকর্ণীতে আসিয়াছি। পিতার সংসারে গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট ত আছেই; তাহার উপর এ সময় আর একটী মহাকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তিন বৎসরের বর্ষায় পিতার নূতন ঘরের চালের খড় গুলি পচিয়া যাওয়ায়, যে দিন বৃষ্টি হয়, সে দিন কি রান্নাঘর, কি শুইবার ঘর, কোনখানেই প্রায় এমন স্থান নাই যেখানে জল পড়ে না। বলিতে কি, রন্ধনের পূর্ব্বে যদি বৃষ্টি হয়, তবে উনুন জলপূর্ণ হওয়ায়, সে বেলা আর রান্না হয় না। আর রন্ধনকালে যদি বৃষ্টি হয়, তবে উনুন নিবিয়া যাওয়ায় অর্দ্ধসিদ্ধ ভাতই খাইতে হয়। রাত্রিতে সকলের নিদ্রাবস্থায় যদি বৃষ্টি হয়, তবে নিদ্রা ত হয়ই না, অধিকন্তু গৃহে এমন শুষ্ক স্থান থাকে না যেখানে দাঁড়াইয়া শয্যাগুলিকেও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করা যায়। ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে, ঘরের কোণে বিছানাগুলির উপরে বসিয়া, ২।৩ খানি মাদুর উপর্য্যুপরি জুড়িয়া, মাথার উপর ঢাকা দিয়া কোনক্রমে রাত্রিযাপন করিতে হয়; অথবা বৃষ্টি থামিলে শীঘ্র ঝাঁট দিয়া ঘরের জল বাহির করিয়া, সেই আর্দ্র গৃহতলেই আবার শয্যা পাতিয়া শয়ন করিতে হয়।

উপর্য্যুপরি কিছুদিন এইরূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া, এবং

পিতাকে তাঁহার কুটীরদ্বয় আচ্ছাদনের কোন উপায় বিধানে অসমর্থ দেখিয়া, আমার চিত্ত ব্যাকুল হইল। কিন্তু আমি বালক, টাকা কোথায় পাইব, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সুতরাং মাতার পূর্ব্বশিক্ষানুসারে মনে মনে কেবল হরিকেই দুঃখ জানাইতে লাগিলাম।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতপ চন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায়, সংবাদপত্রসমূহে তদ্বিয়োগ-জন্য আক্ষেপ ও তাঁহার জীবিতকালীন সৎকার্য্যসমূহ প্রকাশিত হয়। তৎসঙ্গে তদীয় মহিষীরও (বৃদ্ধা রাজ্ঞীরও) ধর্ম্মনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি অনেক প্রশংসাবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সময় আমি রাজপুরে কতকগুলি লোককে একখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্র পাঠের পর উক্ত বিষয়ে অনেক কথোপকথন করিতে শুনিয়াছিলাম। তদবধি বর্দ্ধমানের গুণবতী রাজ্ঞীর কথা আমার বেশ স্মরণ ছিল *।

একদা পিতার কুটীর আচ্ছাদনের জন্য অর্থপ্রাপ্তির উপায় চিন্তা করিতে করিতে সহসা আমার পূর্ব্বোক্ত বর্দ্ধমানরাজমহিষীর কথা স্মরণ হইল। ঐ সময়ের পূর্ব্বে আমি আর কখনও ডাকযোগে কোন ব্যক্তিকে পত্রাদি লিখি নাই। কিন্তু মনের আবেগে, পিতার কুটীরসম্বন্ধীয় সমস্ত ক্লেশ জানাইয়া উহা সংস্কার-

* বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি, রাণী শরৎসুন্দরী, মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতি অনেক মহোদয়ার নাম ও তাঁহাদের গুণরাশির পরিচয় জানিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু বর্দ্ধমানের রাণীর নাম শ্রবণের পূর্ব্বে ইঁহাদের কাহারও নাম আমার শ্রবণগোচর হয় নাই।

জন্য রাজ্ঞীর নিকট সাহায্য-লাভের আশায় একখানি আবেদন-পত্র লিখিলাম ; এবং উহাতে আমার মাতুলালয়ের ঠিকানা দিয়া পিতার অজ্ঞাতসারেই ডাকযোগে বর্দ্ধমানে পাঠাইলাম। অনন্তর বিদ্যালয়ের অবকাশকাল শেষ হইলে রাজপুরে আসিলাম।

আমাদের নূতন বাড়ীতে বাস করিবার কিছুদিন পরে (আমি বিদ্যাশিক্ষার্থ রাজপুরে আসিবার পর) পিতা দেশস্থ পূর্ব্ব বন্ধুবর্গের পরামর্শানুসারে তাঁহার পৈতৃক কোন কোন ভূমি-সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিবেন এই আশায় মধ্যম মাতুল গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে ত্রিংশৎ মুদ্রা ঋণ করিয়াছিলেন। যে উদ্দেশ্যে ঋণ করা হয়, সে নিমিত্ত অনেক চেষ্টা ও কিয়দংশ অর্থ ব্যয়ের পর তাহার উদ্ধার-বিষয়ে হতাশ হন। অবশিষ্ট যে কয়েকটী টাকা ছিল, অভাব-বশতঃ তাহা সংসারেই খরচ হইয়া যায়।

ক্রমে দুই বৎসরকাল অতীত হইল, তথাপি পিতা মাতুলের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেন না। মাতুল, লেখাপড়া না থাকায় নালিশ করিতে না পারিলেও উহা আদায়ের জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিলেন, শেষে মনান্তরও ঘটিল, তথাপি পিতা মাতুলের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেন না। কিরূপেই বা পারিবেন ? যাঁহার প্রাত্যহিক উদরান্নেরই অসংস্থান, তিনি ত্রিংশৎ মুদ্রা ঋণ কিরূপেই বা শোধ করিতে পারিবেন ?

পিতার এই ঋণ উপলক্ষে আমি মাতুলালয়ের (বিশেষতঃ তৎকালীন কর্ত্তা কর্ত্রী মেজমামা ও মেজমামীর) চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলাম। নিজের পড়া শুনা ছাড়িয়া,—যে পড়া শুনা আন্তরিক ইচ্ছায় না হইলেও, বিদ্যালয়ে প্রহারের ভয়ে করিতে হইত, সেই

পড়া শুনা ছাড়িয়া,—হুকুমমাত্র মেজমামীর ছেলে* লইতাম, গাভীর দুগ্ধ বাড়িবে বলিয়া, (হস্তদ্বয়ে কণ্টক বিদ্ধ হইলেও) হুকুমমাত্র ঝুড়ী ঝুড়ী কাঁটান'টে গাছ কাটিয়া আনিতাম, দিদিমা, বড়মামী প্রভৃতি অন্য কোন গুরুজনের হুকুম অগ্রাহ্য করিয়াও, তিরস্কার ও প্রহারের ভয়ে ক্রীতদাসের ন্যায় যে মধ্যম মাতুল ও মাতুলানীর আজ্ঞা পালন করিতাম, পিতার ঋণদায়ের জন্য এত করিয়াও তাঁহাদের মন পাওয়া যাইত না।

প্রায় দুই মাস হইল বর্দ্ধমানাধীশ্বরীর নিকট আবেদন করা হইয়াছে। এতদিন তাহার কোন সংবাদ না পাইয়া আমি সে কথা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি। এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে অকস্মাৎ সোণারপুর ডাকঘরের হরকরা মামার বাড়ীতে আসিয়া আমার নামের একখানি গালামোড়া চিঠি বাহির করিয়া, একখানি ইংরাজী অক্ষরে ছাপা কাগজে, আমার নাম লিখিয়া দিতে বলিল। উহার পূর্ব্বে আমার নামে আর কখনও কোন চিঠিপত্রই আইসে নাই; সুতরাং আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ছোটমামার হুকুমমত সেই কাগজে নাম সহি করিয়া দিলাম, হরকরা চলিয়া গেল।

ছোটমামা পত্রের বাহিরে কিসের (এখন জানিয়াছি শীলমোহরের) ছাপ দেখিয়া আমাকে বলিলেন,—"বর্দ্ধমান হইতে তোমার নামে এই পত্র আসিয়াছে।" আমার লিখিত ঠিকানানুসারে পত্রখানি মেজ মামার অধীনে (কেয়ারে) থাকায়, বাড়ীর ভিতর হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই উহা খোলা হইল। সে পত্রখানি এই,—

* ঐ সময় মধ্যম মাতুলের দুইটী কন্যা (বসন্ত ও হেমন্ত) জন্মিয়াছিল।

"শ্রীশ্রীদুর্গা—

শরণং—

বর্দ্ধমান রাজবাটী।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী

সমীপেষু।—

তোমার ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্র সুবিধামত মা-লক্ষ্মীকে* শুনানী হইবার পর, তিনি তোমার ঠাকুরের ঘর মেরামত-বাবুদী ১০৲ দশ টাকা খয়রাতের হুকুম করায়, উক্ত টাকা পাঠাইলাম। পৌঁছা সংবাদ দিবে, অন্যথা না হয়।

আজকালকার বিদেশীয় দরখাস্ত বড় মঞ্জুর হয় না; কিন্তু তোমার বালকের মত হস্তাক্ষর এবং সেইরূপ সরল ও কাতর ভাষার পত্র দেখিয়া অবিশ্বাস হইল না। যাহা হউক, তোমার বয়স কত এবং তুমি কি কর জানাইবে। ইতি

শ্রীশশিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

দেওয়ান।

বঃ শ্রীফকিরচন্দ্র যশ।"

এই অপ্রত্যাশিত পত্র ও মুদ্রা সমাগমে আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। তৎক্ষণাৎ মনে মনে স্থির করিলাম এই টাকা হইতে একটী টাকায় অগ্রে সত্যনারায়ণের পূজা ও হরিলুটের

---

* বর্দ্ধমান রাজবাটীর সহিত পরিচয় হইবার পর জানিয়াছি, তত্রত্য সকলে বৃদ্ধা রাজ্ঞীকেই 'মা-লক্ষ্মী' বলিয়া থাকেন।

পর অবশিষ্ট টাকায় পিতার গৃহসংস্কার হইবে। টাকা ও পত্র মেজমামার কাছেই রহিল। শনিবার গোকর্ণী যাইবার সময় উহা লইয়া যাইব মনে মনে এই স্থির করিলাম।

স্কুল হইতে এক দিনের ছুটী লইয়া, শনিবার প্রাতে গোকর্ণী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, মেজমামীর নিকট টাকা চাহিলাম। তিনি প্রথমে বহুবিধ আপত্তির পর, "তোমার মেজমামা টাকা দিতে বারণ করিয়া কলিকাতায় গিয়াছেন" এই বলিয়া উহা দিতে পারিলেন না। আমি বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সেদিন আর পিত্রালয়ে যাওয়া হইল না। রাত্রিতে মাতুল কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিলে, তাঁহার নিকট শুনিলাম, পিতার নিকট প্রাপ্য ত্রিশ টাকার মধ্য হইতে তিনি ঐ দশ টাকা কাটিয়া লইয়াছেন।

আমি মামাকে বিনীতভাবে, পিতার ঘর মেরামতের কথা বলিয়া, এবং বর্ষাতে গোকর্ণীর অনাচ্ছাদিত গৃহে বাসের ক্লেশ জানাইয়া, অন্ততঃ পাঁচটী টাকাও দিতে বলিলাম। তিনি টাকা ত দিলেনই না, বরং বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"বাপু! আমাকে আর ত্যক্ত করিও না, আমি তোমাকে এ টাকা কিছুতেই দিব না; তা ছাড়া তোমার ভারও আর বহিতে পারিব না। তুমি কালই বাড়ী যাও, যদি বাকী কুড়িটী টাকা আনিতে পার, তবে আবার এখানে আসিও, নচেৎ আর আসিবার প্রয়োজন নাই। আসিলেও স্থান পাইবে না।"

মাতুল আসিলেই টাকা পাইব, আমার এই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তাঁহার ঐ নিদারুণ কথা শুনিয়া, সে-সময় আমার মনের যে কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, পাঠক তাহা বুঝিয়া লউন।

আমার লেখাপড়ায় একেই ত যত্ন ছিল না; তাহাতে দাদার প্রহার, মেজমামীর চাকরী, এবং অবশেষে মাতুলের সেই কঠোর আদেশ, অসহ্য হওয়ায়, পরদিন প্রাতঃকালেই আমি নিজের বস্ত্র ও পুস্তকাদির মোট বাঁধিয়া লইয়া গুরুজনগণকে প্রণাম করিয়া, পিত্রালয়ে যাত্রা করিলাম।

মাতুলালয় ও লেখাপড়া ছাড়িয়া, গোকর্ণীতে হাসিয়া খেলিয়া তিনমাস কাটিল। একে সংসারের টানাটানি, তাহার উপর আবার এক জনের (আমার) খোরাক বৃদ্ধি হওয়ায়, বাবা মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হন, কিন্তু আমাকে কোথাও রাখিবার বিশেষ কোন চেষ্টাও করেন না। কিন্তু মা আমার লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায়, সর্ব্বদাই চিন্তিতা। ঐ সময় একদিন মজীলপুরের একটী লোক পিত্রালয়ে আসিয়া রাত্রিকালে অবস্থিতি করেন। আমার কোথাও থাকিবার বিষয়ে পিতার সহিত ঐ ব্যক্তির কথাবার্ত্তা হওয়ায় তিনি মজীলপুরনিবাসী সদাশয় ও বদান্য জমীদার বাবু হেমনাথ দত্তের নাম উল্লেখ করেন।

ঐ কথা শুনিবার ২।৪ দিন পরে, ১৮৮২ সালের আশ্বিন মাসে দেবীপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, মা ময়লা ও ছেঁড়া কাপড়গুলি ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া সেলাই করিয়া দিলে, তাহাই পরিয়া বাবার সঙ্গে মজীলপুরে যাত্রা করিলাম *।

পিতামহীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর গোকর্ণী আগমন

* বেশ স্মরণ আছে, যে দিবস মজীলপুরে যাওয়া হয়, তাহার পূর্ব্ব-রাত্রিতে আমি বিদ্যাশিক্ষাহেতু আশ্রয়প্রাপ্তি-জন্য হেমনাথ বাবুকে কি বলিব, পিতা তাহার পরীক্ষা করেন; এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ উত্তর পাওয়ায়, তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হন।

অবধি পিতার সহিত তাঁহার পুনর্ব্বার সদ্ভাব সংস্থাপিত হওয়ায়, সে দিন দুর্গাপুরেই মধ্যাহ্নক্রিয়া সম্পাদিত হইল। পরে পিতা জয়নগরের মিত্রের গঞ্জ * পর্য্যন্ত আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশায়, পিসীমার উদ্দেশে কৃষ্ণমোহন মিত্রের বাটীতে গমন করিলেন; এবং অপর এক ব্যক্তির সহিত আমাকে হেমনাথ বাবুর বাগান-বাটীতে † পাঠাইয়া দিলেন।

ঈশ্বরেচ্ছায় আমি একাকীই হেমনাথ বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। বাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণ আমার কথা শুনিয়া যেন সন্তুষ্ট হইলেন। পরে আমার লেখাপড়া ও মাতাপিতার অবস্থা-সম্বন্ধে অনেক কথোপকথনের পর, প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি আজ যাও, পূজার পর আসিও, তোমার সমস্তই ব্যবস্থা করিয়া দিব।" বাবুর কথানুসারে আমি বৈঠকখানার বাহিরে আসিলে পর, এক ব্যক্তি (চক্রবর্ত্তী মহাশয়) "বাবু দিয়াছেন" বলিয়া আমার হাতে দুইটী টাকা দিলেন। আমি হৃষ্টচিত্তে বিদায় হইলাম।

পূজার পর হেমনাথ বাবুর কৃপায় আমি ঐদেশীয় হরিনাথ মিশ্র ‡ নামক এক রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পাইয়া

---

* জয়নগরের জমীদার মিত্র-বাবুদের সংস্থাপিত "মিত্রের গঞ্জ" নামক একটী বড় হাট আছে। প্রতি সোম ও শুক্রবারে ঐ হাট হইয়া থাকে।

† শুনিয়াছি, হেমনাথ বাবুর পিতা, জমীদার হরমোহন দত্ত কোন কারণে আপনাদের সরকারী পুরাতন ভদ্রাসনের বাটী পরিত্যাগ করিয়া, গ্রামের প্রান্তভাগে নিজ উদ্যানবাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদবধি তৎপুত্রগণ এই বাগানের অট্টালিকাতেই বাস করেন।

‡ এই হরিনাথ মিশ্রের পিতা উমাচরণ মিশ্র সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

মজীলপুর বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছি। বাবু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া গ্রাসাচ্ছাদন ও বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত ভারই লইয়াছেন। বিদ্যালয় তাঁহার উদ্যানবাটীর নিকটেই অবস্থিত; সুতরাং ছুটীর পর আমি প্রত্যহই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, এবং কোন কোন দিন (নবপরিচিত অবস্থায়) কিছু কিছু খাবারও পাইয়া থাকি। কদাচিৎ বাবুর সঙ্গে বাড়ীর মধ্যেও গিয়া থাকি। বাবুরা দুই সহোদর। কনিষ্ঠের নাম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তাহার ৪।৫ মাস পূর্ব্বে বড়বাবু অপুত্রকাবস্থাতেই পত্নীবিহীন হইয়াছিলেন।

এক বৎসর উত্তীর্ণ হইল আমি মজীলপুরে আসিয়াছি। ৩।৪ মাস হরিনাথ মিশ্রের আবাসে অবস্থিতির পর, বাবুর অভিপ্রায়ানুসারে, অতিরিক্ত-ব্যয়-লাঘবের জন্যই বোধ হয়, তাঁহার উদ্যান-নিবাসেই আমার অবস্থিতি ঘটিয়াছে। বাবুর বাড়ীর মধ্যে সাধারণ খাদ্যই (দাস দাসী যে অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করে

কালক্রমে তাঁহার সমুদায় বিত্ত নষ্ট এবং বাসভবন (অট্টালিকা) পর্য্যন্ত বিক্রীত হইবার পর তিনি লোকান্তরিত হইলে, বাবু হেমনাথ, নিতান্ত নিঃস্ব হরিনাথকে নিজব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিবার এবং তাঁহার ও তদীয় মাতার গ্রাসাচ্ছাদনের, ভার লইয়াছিলেন। আমি যখন উক্ত হরিনাথের আবাসে আশ্রয় পাই, তখন উঁহারা, উঁহাদের পূর্ব্ব ভদ্রাসনের ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকার পার্শ্বে দুইখানি ক্ষুদ্র মৃণ্ময় কুটীরে বাস করিতেন। এক্ষণে হেমনাথ বাবুর কৃপায় সেই হরিনাথ শিক্ষিত হইয়া ডায়মণ্ড হার্ব্বর আদালতের উকীল হইয়াছেন; এবং পৈতৃক ভদ্রাসনের কিঞ্চিৎ দূরে পুনর্ব্বার অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। আশ্রয়প্রাপ্তি-হেতু আমি হরিনাথকে 'দাদা' ও তাঁহার জননীকে মাতৃসম্বোধন করিতাম। সাক্ষাৎ হইলে উঁহারা অদ্যাপি আমাকে নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় স্নেহ দেখাইয়া থাকেন।

তাহাই) আমার আহার হয়। দশটার মধ্যে আমার জন্য অন্ন প্রস্তত হইয়া উঠে না; সুতরাং আমি অনাহারেই স্কুলে যাই; এবং স্কুল নিকট বলিয়া দেড়টার ছুটীর সময় আসিয়াই আহার করি। ইতিমধ্যে প্রায় সকলেরই আহারাদি চুকিয়া যায়, আমার জন্য রান্নাঘরে ভাত বাড়াই থাকে।

বাগানে আশ্রয় প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই, কলিকাতায় হেমনাথ বাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। নববধূ আমার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হওয়াতে বাবুর অনুমতিক্রমে আমি তাঁহাকে বর্ণ-পরিচয় হইতে পড়াইতে আরম্ভ করিয়া, উহার দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলাম। নববধূ অতি বুদ্ধিমতী ও দয়াবতী; তিনি আমাকে যত্ন করেন, আমি তাঁহাকে 'বড় মা' বলিয়াই ডাকি।

প্রথমে মজীলপুরে আসিয়া আমি সেখানকার মধ্যশ্রেণী বঙ্গবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতেই নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এ বৎসর প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছি। লেখাপড়ায় আমার এখনও বিশেষ যত্ন নাই। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক; তিনি যখন শকুন্তলা পড়ান, তখন ভাল লাগে বলিয়া, আমি তাহাই পড়িতে ভালবাসি, এবং বাড়ী হইতে কেবল শকুন্তলা ও লোহারাম শিরোরত্নের বাঙ্গলা ব্যাকরণ, এই দুইখানি পুস্তকেরই পড়া ভালরূপে প্রস্তুত করিয়া আসি বলিয়া, বড় পণ্ডিত মহাশয়ও আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু অঙ্ক, জ্যামিতি ইত্যাদি পড়িতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না; সুতরাং নীলাম্বর পণ্ডিতের (দ্বিতীয় শিক্ষকের) ছড়ী আমার পৃষ্ঠেই চূর্ণ হয়। যে দিন তাঁহার পুস্তকের পড়া প্রস্তুত করিয়া আসিতে না

পারি, সে দিন প্রহারের ভয়ে হেমনাথ বাবুর বাগানের কোণে (স্কুলের পার্শ্বস্থ) কেলিকদম্ব * গাছে উঠিয়া লুকাইয়া তৎকালীন প্রহার হইতে অব্যাহতি পাই।

আশ্রয়দাতা হেমনাথ বাবু, তাঁহার পরিচিত আমার সহপাঠী ছাত্রগণকে আমার লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করায়, পাঠে অযত্ন হেতু নীলাম্বর পণ্ডিত-কর্ত্তৃক গুরুতররূপে দণ্ডিত হইবার কথা শুনিতে পাইলেও, বড় পণ্ডিতের মুখে আমার প্রশংসা শুনিয়া, আমাকে বিশেষ তিরস্কার করেন না; বরং অবসর ও ইচ্ছা হইলে কখন কখন নিজেও আমার পড়া বলিয়া দেন।

যাহা হউক, রাজপুর স্কুলের বড় পণ্ডিত কৃষ্ণধন দাদার মত এখানকার নীলাম্বর পণ্ডিতের প্রহারও ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল। একেই ত লেখাপড়াকে আমার বাঘের মত ভয়ানক বোধ হইত, তাহার উপর পণ্ডিতমহাশয়ের ঐরূপ দারুণ প্রহারে উহা একেবারে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইল। ভাবিলাম, কেবল পলায়ন ব্যতীত এ যাতনা শান্তির আর উপায়ন্তর নাই।

ক্রমে পলাইবার প্রবৃত্তি বলবতী হইল। কিন্তু কোথায় পলাইব, কাহার সঙ্গে পলাইব, এবং কিরূপেই বা পলাইব, ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এই সময় একদিন ব্যাকরণের ছন্দঃ প্রকরণস্থিত উদাহরণের মধ্যে—

"একা যা'ব বর্দ্ধমান করিয়া যতন,
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন?"

---

* কেলিকদম্ব পুষ্প কদম্ব পুষ্পেরই অনুরূপ; কেবল উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্বেতবর্ণ ও ক্ষুদ্র-এইমাত্র প্রভেদ; কিন্তু উহার গন্ধ কদম্বাপেক্ষা মনোরম। সাধারণে কেলিকদম্বকে 'কেল্‌কদম্‌' বলিয়া থাকে।

এই কবিতাটী লিখিত দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলাম, একাকী বর্দ্ধমানেই পলাইব।

বর্দ্ধমানে রাজবাটী আছে, সেখানে মা-লক্ষ্মী (বৃদ্ধা রাজ্ঞী) আছেন, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেওয়ান * আছেন; পিতার গৃহসংস্কার-জন্য আবেদন করিবার পর হইতে এ সকল আমার জানা ছিল বলিয়াই একাকী বর্দ্ধমানে পলাইতে আমার মনে কোন প্রকার ভয়ই হইল না।

মজীলপুরনিবাসী কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য † নামক সহপাঠী ও সমবয়স্ক একজন ছাত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহার চেষ্টায় নিজের পাঠ্যপুস্তকসমূহ ২৸/০ আনায় বিক্রয় দ্বারা পাথেয় সংগ্রহ করিয়া, একদিন প্রত্যূষে বাগানের সকলেরই অজ্ঞাতসারে, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে, একাকীই মজীলপুর হইতে বাহির হইলাম।

প্রথম দিন পদব্রজে সন্ধ্যার সময় মাতুলালয়ে (রাজপুরে) আসিয়া 'কলিকাতায় যাইতেছি' বলিয়া, রাত্রিযাপন করিলাম।

---

* দেওয়ান শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার আদেশানুসারে তৎপ্রেরিত টাকার প্রাপ্তিসংবাদসহ নিজের বয়স ও তৎকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া যথাসময়ে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলাম। তাহার কোন উত্তর না পাইলেও তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার ত্রুটি হয় নাই।

† এই কেদারনাথের সহিত, বর্দ্ধমানে পলাইবার পূর্ব্বে আর একবার গ্রীষ্মাবকাশের সময় ৵/০ আনা মাত্র পয়সা সম্বল করিয়া বিদেশ-ভ্রমণ-সঙ্কল্পে বাহির হইয়াছিলাম; এবং সমস্ত দিনে, মজীলপুর হইতে ৭৷৵ ক্রোশ উত্তর বারুইপুর গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়া, বাজারে চিড়া ও কাঁটাল খাইয়া, আমাদের এক জ্ঞাতি-নিবাসে রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম; কিন্তু কেদারের ক্রন্দনে পরদিন প্রাতে আবার মজীলপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

পরদিন রেলগাড়ীতে কলিকাতায় আসিয়া এক কুটুম্ব-ভবনে অবস্থানপূর্ব্বক তৃতীয় দিবসে, বর্দ্ধমানে যাইবার পথ হাবড়া ষ্টেশনের সন্ধান লইয়া, দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে চাপিয়া, মাতা পিতা, ভাই ভগ্নী, প্রতিপালক, ইত্যাদির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বৈকালে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গিয়া নামিলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল দেখিয়া, ভদ্র-পরিচ্ছদধারী এক ব্যক্তিকে রাজবাটীর পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার কথা শুনিতে পাইয়াও অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন। একজন সদাশয় সামান্য লোক বাজার করিতেছিল, সে আমার পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিতে পাইয়া ও মুখ বিষণ্ণ দেখিয়া যত্নপূর্ব্বক এক বাবুর বাটীতে লইয়া গেল। ঐ বাটীর সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহওয়ালা ফটক এবং তন্মধ্যে চারিদিকেই অনেকগুলি দেবমন্দির দেখিয়া প্রথমেই উহাকে কোন বনিয়াদি বড়মানুষের বাড়ী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সেই ব্যক্তি ঐ সকল মন্দির অতিক্রমপূর্ব্বক একটী সুসজ্জিত বৈঠকখানায় অর্দ্ধশয়িত কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় এক ব্যক্তির নিকট আমাকে উপস্থিত করিয়া, বিনীতভাবে তাঁহাকে আমার অবস্থা (পথে যতদূর শুনিয়াছিল তাহা) জানাইল। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গিতে তাঁহাকেই ঐ আবাসের অধিকারী বলিয়া বুঝিতে পারিলাম।

আনয়নকর্ত্তার নিকট আমার পরিচয় শুনিয়া এবং মুখ দেখিয়াই, আবাস-স্বামী "আমি পলাইয়া আসিয়াছি" বুঝিতে পারিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করায়, আমি তাঁহার নিকট সকল কথাই প্রকাশ করিলাম। বাবু প্রসন্ন হইয়া আমাকে তাঁহার আবাসে আশ্রয় দিলেন। কয়েকদিন পরে তাঁহার

অনুগ্রহে আমি বর্দ্ধমান মহারাজার কলেজের স্কুল বিভাগে প্রবিষ্ট হইলাম।—বাবুর নাম শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বর্ম্মন্। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়; এবং যে ব্যক্তি আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়াছিল, সে উক্ত প্যারী বাবুরই একজন ভৃত্য, নাম গোপীনাথ। গোপীনাথ আমাকে বড়ই ভালবাসিত।

এদিকে আমার পলায়নের পর মজীলপুর হইতে গোকর্ণী, ও ক্রমশঃ রাজপুর পর্য্যন্ত এইরূপ প্রবাদ উঠিল যে, আমি আশ্রয়দাতা হেমনাথ বাবুর বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা চুরী করিয়া পলাইয়াছি; এবং তিনি পুলিশ দ্বারা আমাকে ধরাইবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ আছেন। এই ভয়ানক কথা শুনিয়া পিতৃদেব মাতার ব্যাকুলতায় অবিলম্বেই মজীলপুরে হেমনাথ বাবুর নিকটে গেলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে যথার্থ ঘটনা (নিজের পুস্তক বিক্রয় করিয়া পলায়নের কথা) ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অধিকন্তু তিনি, পরীক্ষার সময় সম্মুখীন বলিয়া, আমার শীঘ্র অনুসন্ধান-জন্য পিতৃদেবকে অনুরোধ করিলেন।

কয়েক দিন বর্দ্ধমানে অবস্থিতি ও তথাকার বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইবার পর, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য নামক কলিকাতাস্থ এক বান্ধবকে একখানি পত্র লিখিয়া আমার পলায়ন ও আশ্রয়প্রাপ্তির সমস্ত সংবাদ জানাইলাম। পত্রপ্রাপ্তিমাত্র তিনি মাতাপিতাকে আমার সংবাদ দিয়া তাঁহাদের সংবাদাদিসহ আমাকে পত্র লিখিলেন। তাঁহার পত্রে, মাতার প্রসবান্তে (প্রসূত শিশু বিয়োগের পর) প্রবল পীড়াগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসার্থ মাতুলালয়ে আগমন, আমার জন্য অবিশ্রাম রোদন, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার সময় সম্মুখীন বলিয়া মজীলপুর-গমনের জন্য হেমনাথ

বাবুর অনুরোধ, এবং তাঁহার বাক্স, ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পলায়নের জনশ্রুতি ইত্যাদি নানাবিধ সংবাদ জানিতে পারিলাম।

নীলাম্বর পণ্ডিতের অসহ্য প্রহারের ভয়ে, এবং প্যারী বাবুর অনুগ্রহে বর্দ্ধমান-বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছি বলিয়া, আর মজীলপুরে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পীড়িতা ও ব্যাকুলিতা মাতার সহিত সাক্ষৎ করিতে রাজপুরে যাইবার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইল। পত্রের সংবাদ প্যারী বাবুকে জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি ও তৎপ্রদত্ত পাথেয় লইয়া, এবং আবার শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত হইব, এইরূপ স্বীকার করিয়া, রাজপুরে আসিলাম।

তথায় মাতা ও পিতা উভয়েরই সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাকে পুনর্ব্বার বর্দ্ধমানে যাইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু আমাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, আবার অন্য কোথাও পলাইবার ভয়ে, অগত্যা গমনে অনুমতি করিলেন। কিন্তু আশ্রয়স্থান ও আশ্রয়দাতাদির যথার্থ তত্ত্ব অবগতির নিমিত্ত, পিতা স্বয়ং আমার সহিত বর্দ্ধমানে গিয়া আমাকে তথায় রাখিয়া আসিলেন। আশ্রয়দাতা প্যারী বাবু পিতাকে যথোচিত যত্ন করিয়াছিলেন; এবং পূজার ছুটীর সময় আবার আমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

প্যারীবাবুর বাটীর সম্মুখভাগে কতকগুলি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা পাঠক ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন। উক্ত মন্দির-সমূহের মধ্যে 'ভৈরবনাথ' নামক এক মহাদেবমূর্ত্তির মন্দির আছে। পূজার ছুটীর কয়েক দিন পূর্ব্বে ঐ ভৈরবনাথের মন্দিরমধ্যে মৌনব্রতাবলম্বী সৌম্যমূর্ত্তি এক ব্রহ্মচারী আসিয়া অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মচারীর তপ্তকাঞ্চনসদৃশী মূর্ত্তি, প্রশান্ত

দৃষ্টি এবং ভক্তি-উদ্দীপক ভাব দেখিয়া অনেকেই তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় সমস্ত সময়ই স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেন। দিবাভাগের মধ্যে (কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া দিলে) কদাচিৎ গাঁজা ব্যতীত আর কিছুই খাই-তেন না। সন্ধ্যাকালে ভক্তবৃন্দ-প্রদত্ত সিদ্ধি-পানানন্তর ইচ্ছামত যৎকিঞ্চিৎ ফলমূলাদি মাত্র ভোজন করিতেন।

ব্রহ্মচারী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না; তবে কেহ তাঁহার নিকট বিনীতভাবে কোন প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিলে, তিনি কখন কখন অতি সংক্ষিপ্তভাষায় ভূমিতে লিখিয়া তাহার উত্তর দিতেন।

ব্রহ্মচারীর আগমন ও তাঁহাকে দর্শনাবধি তাঁহার প্রতি আমার বড়ই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল; কিন্তু স্কুলে যাইতে হইত বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতে পারিতাম না। কয়েক দিনের পর পূজোপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ায় আমি নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মচারীর সেবায় নিযুক্ত হইলাম। তিনিও ২।১ দিনের মধ্যে আমার প্রতি প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া এবং নির্জ্জন হইলে কখন ভূমিতলে এক আধটী কথা লিখিয়া, আমার প্রতি ভাল-বাসা দেখাইতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইল। এই অবস্থায় আমি আশ্রয়দাতা প্যারী বাবুর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে অনেক সময় ব্রহ্মচারীর নিকট থাকিতে, এবং অন্যান্য অনেকের সহিত তৎপ্রদত্ত প্রসাদস্বরূপ সিদ্ধি পান করিতে, আরম্ভ করিলাম।

ক্রমশঃ প্যারী বাবুর নিকট প্রকাশ হইল যে, আমি লেখাপড়া ছাড়িয়া, ঐ সন্ন্যাসীর চেলা হইয়াছি; এবং তাঁহার সহিত গাঁজাও

খাইতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক আমি একদিনও গাঁজা খাই নাই; লোকে মিথ্যা করিয়া তাঁহার নিকট ঐরূপ রটনা করিয়াছিল। বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে যথার্থ কথা সমস্তই বলিলাম; কিন্তু তিনি আমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া বরং অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আমার পূর্ব্বোক্ত বান্ধব শশিভূষণ ভট্টাচার্য্যের নিকট আমার বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। প্যারী বাবু ইতিপূর্ব্বে আমার পত্রাদি লিখনকালে দেখিয়া, উক্ত ব্যক্তির ঠিকানা জানিয়াছিলেন।

প্যারী বাবুর পত্র পাইয়া শশী বাবু রাজপুর-নিবাসিনী মাতৃদেবীর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করায়, তিনি অবিলম্বেই কৃষ্ণধন দাদাকে গাড়ীভাড়া দিয়া আমাকে লইয়া আসিবার জন্য বর্দ্ধমান পাঠাইলেন; আমি তাঁহার সঙ্গে রাজপুরে আসিলাম। বর্দ্ধমানে অবস্থিতিকালে আমি পূর্ব্বোউল্লিখিত রাজবাটীর দেওয়ান শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সুযোগাভাবে পরস্পর বাক্যালাপ হয় নাই *।

কয়েকদিন রাজপুরে অবস্থিতির পর মাতৃসহ গোকর্ণীতে গেলাম; এবং তৎপরে লজ্জাপ্রযুক্ত হেমনাথ বাবুর নিকট

---

* ইহার অনেকদিন পরে ঘটনাক্রমে দেওয়ান শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। ইনি আমাকে বড়ই স্নেহ প্রদর্শন করিতেন; এবং অনেক সময়ে আর্থিক সাহায্যও করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি পরদুঃখকাতর ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, ১২৯৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকমাসে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিয়া অকালে অপুত্রকাবস্থায় ইহাঁর পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

একাকী যাইতে না পারায় পিতার সঙ্গে গিয়া আবার তাঁহার আবাসেই আশ্রয় পাইলাম। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া আর ঘটিল না। এবার আমার অভিলাষানুসারে (বর্দ্ধমানে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম বলিয়া) হেমনাথ বাবু আমাকে জয়নগর ইন্‌ষ্টিটিউশন্ নামক ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তথায় তিনবৎসরকালমধ্যে অতি কষ্টে পঞ্চমশ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিলাম। পরে নানা কারণে বিদ্যাশিক্ষা আমার পক্ষে যম-যাতনার ন্যায় ক্লেশকর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বোল্লিখিত হেমনাথ বাবুর অনুগ্রহে শিক্ষিত 'দাদা' * হরিনাথ মিশ্র, সে সময় ঐ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন; এবং আমাকে তাঁহার প্রহারও ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মজীলপুরে হেমনাথ বাবুর বাটীতে অবস্থিতিকালে দশটার মধ্যে অন্ন প্রস্তুত না হওয়ায়, আমি যে প্রায় প্রত্যহই অনাহারে স্কুলে যাইতাম এবং দেড়টার ছুটীর সময় আসিয়া আহার করিতাম, এ কথা পাঠক ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। সে সময় স্কুল বাবুর বাটীর নিকটেই ছিল; কিন্তু ইংরাজী স্কুল তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী (রক্তা খাঁ নামক স্থানে অবস্থিত) হওয়ায় দেড়টার সময় আসিয়া আহার করিয়া যাইবার, সময় কুলাইত না বলিয়া চারিটার সময় আসিয়া আহার করিতাম। রান্নাঘরে

---

* ব্যাকরণ-শিক্ষার ফলেই হউক, অথবা আমার প্রতি দাদাদের দণ্ড-বিধান দেখিয়াই হউক, বাল্যকালে 'দাদা' এই শব্দকে আমার উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলিয়া মনে হইত। কারণ, 'দাদা' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি—"দণ্ডং দদাতি ইতি" দাদা; অর্থাৎ দণ্ডদাতা বা যম। আমার ন্যায় উপযুক্ত প্রায় সকল কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণই দাদাকে এইরূপ ভীষণ বোধ করিয়া থাকেন।

অব্যবস্থিত ভাবে ভাত বাড়া থাকিত; বিড়ালে মৎস্যাদির লোভে ঢাকা খুলিয়া ভাতগুলি উচ্ছিষ্ট ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করাতে অপ্রবৃত্তিবশতঃ দিবাভাগে প্রায়ই আহার হইত না; অনেক রাত্রিতে বাবুদের আহারাদির পর আহার করিতে পাইতাম। বলা বাহুল্য যে, দিবাভাগে এইরূপ অনাহার-জনিত ক্লেশ নিবারণের কোন উপায়ই হইত না *।

বাবুর বাগানে আমার শয়নের জন্য কোন কালেই কোন নির্দ্দিষ্ট শয্যা কিংবা মশারি ছিল না। নিদ্রার আবেশে যে কোনখানেই হউক শয়ন করিয়া সুখে রাত্রি কাটাইতাম। বাবু অনেক সময় বহির্ব্বাটীতেই শয়ন করিতেন। রাত্রিতে তাঁহাকে ৪।৫-বার খাবার জল দিবার এবং প্রয়োজন মত বাতাস করিবার জন্য আমাকেও সেই গৃহে শয়ন করিতে হইত। আমি তাঁহার ও তদীয় বান্ধবগণের শয্যা-মধ্যস্থিত অপ্রশস্ত স্থানে, কেবল চির-বিস্তারিত জাজিমের উপরেই শয়ন করিতাম, উহাতে উপাধান অথবা মশারি কিছুই থাকিত না। যে দিন ঐরূপে থাকিতে হইত, সে দিন আর প্রায়ই নিদ্রা হইত না। বলিতে দুঃখ হয়, গ্রীষ্মকালে ঐরূপ দুইটী মশারির মধ্যবর্ত্তী অনাবৃত স্থানে থাকিয়া দারুণ মশক-দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়াও নিদ্রাবেশবশতঃ যদি বাবু একবার ডাকিলেই উঠিতে না

* এই অবস্থায় গৃহে আম কাঁটাল ইত্যাদি বাগানের কোন ফল কিংবা অন্য কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য থাকিলে, আমি ক্ষুধার জ্বালায় সুযোগ বুঝিয়া তাহা চুরী করিয়া উদরস্থ করিতাম; এবং উক্ত কার্য্যে অপরিপক্কতা-প্রযুক্ত প্রায়ই ধরা পড়িয়া, বাবুকর্ত্তৃক সাধারণ-সমক্ষে তিরস্কৃত, অপমানিত, এমন কি গুরুতররূপে দণ্ডিতও হইতাম।

পারিতাম, তবে অকথ্য তিরস্কার ভোগের আর সীমা থাকিত না। অনেক সময় তাঁহার এইরূপ অকারণ-তিরস্কারে আমার বড়ই কান্না পাইত ; কিন্তু ভয়ে প্রকাশ্যভাবে কাঁদিতেও পারিতাম না। ঐ অবস্থায়, হয় কোথাও লুকাইয়া কাঁদিয়া আসিতাম ; নতুবা চক্ষুর জল চক্ষুতেই শুকাইত।

এইরূপ নানা কারণে ক্রমশঃ মজীলপুরে থাকিয়া লেখাপড়া করা আমার পক্ষে নিতান্ত বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। লেখা-পড়ায় প্রবৃত্তির অভাবে আমি শ্রেণীর মধ্যে নিতান্ত অনাবিষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলাম। হেমনাথ বাবু *, হরিনাথ মিশ্র দাদার নিকট সেই সংবাদ পাইয়া আমার জন্য আর অর্থ ও অন্ন ব্যয় নিষ্প্রয়োজন বুঝিলেন ; এবং তজ্জন্য অধিকতর অযত্নও দেখাইতে লাগিলেন। অবশেষে ঐ বৎসর পঞ্চমশ্রেণী হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারায় আমাকে নিজ আবাস হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। আমি আবার পিত্রালয়ে আসিলাম। হেমনাথ বাবুর আবাসে অবস্থিতি কালে, ষোড়শ বর্ষ বয়সে, আমার শ্বাসরোগের সূত্রপাত হয় ; এবং এই দশবৎসরকাল উহার যাতনা ভোগ হইতেছে।

---

* বিগত ১২৯৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে হেমনাথ বাবু বক্ষঃস্থলে স্ফোটক-হেতু অকালে ও অপুত্রকাবস্থায় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি কাব্যপ্রিয় ছিলেন ; সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল ; এবং স্বয়ং কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন। পরদুঃখকাতরতা তাঁহার একটী মহৎ গুণ ছিল ; কিন্তু অব্যবস্থিত চিত্ত ছিলেন। মজীলপুরের যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি তৎপ্রদত্ত মাসিক সাহায্য পাইতেন, ইঁহার অভাবে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে।

একাদশ কাণ্ড।

সংসারভারপ্রাপ্তি ও পর্য্যটন।

দুই মাস অতীত হইল আমি হেমনাথ বাবুর বাগান হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া তাঁহার ক্লেশার্জ্জিত অন্ন ধ্বংস করিতেছি। পিতার কোন কাজকর্ম্ম না থাকায়, সংসারে অত্যন্ত টানাটানি বলিয়া, তাঁহার ভিক্ষার্জ্জিত অন্ন গ্রহণের আন্তরিক অভিলাষ না থাকিলেও, কোথায় যাইব, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, চঞ্চলচিত্তে অগত্যা পিত্রালয়েই থাকিতে হইয়াছে।

ক্রমে পিতাও অভাব-বশতঃ নানাপ্রকার বিরক্তিসূচক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রথমে আমার অজ্ঞাতসারে মাতা ও অন্যান্য প্রতিবেশীর নিকটেই ঐ ভাব প্রকাশিত হইত, কিন্তু তাঁহারা আমাকে কিছুই জানাইতেন না। ক্রমশঃ আমার সাক্ষাতেও ঐ ভাবের কথাবার্ত্তা হওয়ায় আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর।

পিতৃদেবের কথার ভাবে বোধ হইল, আমার যেরূপ বয়স হইয়াছে তাহাতে কোন কাজ কর্ম্ম দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করিয়া, তাঁহার সংসারিক অভাব-ভার লাঘব করি, এই তাঁহার ইচ্ছা। ইহাতে মন অধিকতর চঞ্চল হইল। ভাবিলাম, কল্যই পিত্রালয় হইতে বাহির হইব; এবং যেরূপে পারি অর্থার্জ্জন দ্বারা পিতার সাহায্য করিব। যদি নিতান্তই উহাতে অসমর্থ হই, তথাপি কোনক্রমে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিলেও পিতার কিঞ্চিৎ উপকার হইবে। মাতার নিকট মনোগত ভাব.

প্রকাশ করিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন,—"বাবা! আগে কোথায় যাইবে ঠিক কর, তার পর বাহির হইও।" সুতরাং পরদিন গৃহত্যাগের সঙ্কল্প স্থগিত করিলাম।

ঐ সময় গোকর্ণীতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার চৌধুরী নামক, গোকর্ণীর জমীদার দত্তবাবুদের এক জামাতার সহিত আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় হওয়ায়, আমি তাঁহাকে বিনীতভাবে পিতার সাংসারিক ক্লেশ ও আমার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলাম। রাজকুমার বাবু তখন নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী শ্যামনগর গ্রামে, ডন্‌বার সাহেবের সূতার কলের 'বড়বাবু' (হেড্‌ক্লার্ক) ছিলেন। আমার কথা শুনিয়া তিনি, "তৎপর-সপ্তাহে আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া শ্যামনগরে লইয়া যাইবেন, এবং আপাততঃ ৭।৮ টাকা বেতনের একটী কার্য্য যোগাড় করিয়া দিবেন", এইরূপ স্বীকার করিলেন।

আমি সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে আসিয়া মাতাকে সেই সংবাদ দিলাম। তাহা শুনিয়া তিনিও আহ্লাদিতা হইলেন; এবং ঐ সপ্তাহের মধ্যে আমার পাথেয়াদির জন্য দুইটী টাকা (যাহা পিতার অজ্ঞাতসারে কোন প্রতিবেশিনীর নিকট ধার দেওয়া ছিল তাহা) সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। পর-সপ্তাহের সোমবার মাতাপিতাকে প্রণাম এবং তাঁহাদের পদরজঃ-গ্রহণপূর্ব্বক, সাংসারিক অভাব দূরীকরণের সঙ্কল্প করিয়া, রাজকুমার বাবুর সহিত চাকরী করিতে বাহির হইলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে (আমার মজীলপুরে অবস্থিতির সময়েই) আমার অনুজ অমৃতনাথ, মজীলপুরে ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(পূজারি) নামক দূরসম্পর্কীয় এক কুটুম্ব-ভবনে বিদ্যাশিক্ষার্থ (তাঁহার যজমানের বাড়ী ঠাকুর-পূজা করিবে এবং গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া স্কুলে পড়িবে, এই বন্দোবস্তে) গিয়াছিল। আমাদের উভয় ভ্রাতার বিদায়ের পর, সংসারে মাতা, পিতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগ্নীদ্বয় (যোগীন্দ্রনাথ, বিরাজলক্ষ্মী ও সুরাজ-লক্ষ্মী) এই পাঁচটী পরিবারের জন্য পিতাকে প্রতিদিন যে কোন প্রকারেই হউক, অন্ন সংগ্রহ করিতে হইত।

যাহা হউক, আমি সোমবার রাজকুমার বাবুর সহিত শ্যাম-নগরে আসিয়া সে দিন তাঁহার বাসস্থানেই রহিলাম। তিনি, "সে দিন আমার চাকরী ঠিক করিয়া, পর-দিন হইতে উহাতে নিযুক্ত করিয়া দিবেন" বলিয়া, কার্য্যে বাহির হইলেন।

পরদিন যথাসময়ে আহারান্তে আমি উক্ত বাবুর সহিত চাকরী করিতে বাহির হইলাম। পথে যাইতে যাইতে মনে নানা-প্রকার আশা উদিত হওয়ায় আহ্লাদে চিত্ত উৎফুল্ল হইতে লাগিল। ক্রমে গঙ্গার অনতিদূরবর্ত্তী প্রান্তর-মধ্যে একটী বিশাল অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইল। রাজকুমার বাবু, সেইটী তাঁহাদের কল-বাড়ী এবং তদুপরিভাগে (দ্বিতীয় তলে) তাঁহাদের কার্য্যালয়, (অফিস) ইহা আমাকে জানাইলেন।

আমি ভাবিলাম, ঐ অফিসেই আমার চাকরী হইবে। যে অফিসের চাকরী পাইতে হইলে কত লেখাপড়া শিখিতে হয়,—যে অফিসের চাকরী করিয়া লোকে বড়মানুষ ও 'বাবু' বলিয়া বিখ্যাত হয়,—আজ ঈশ্বরের কৃপায় এবং রাজকুমার বাবুর যত্নে আমার ন্যায় মূর্খের সেই 'অফিসেরই' চাকরী হইবে; ইহা ভাবিয়া আহ্লাদে সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তখন আরও

মনে হইল, বাবার হংসগড়ের পাঠশালায় যাইবার পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে মা উমেশ বাবুর বাগানের সেই কুটীরে শুইয়া, আমাকে যে লেখাপড়া শিখিয়া 'বড়মানুষ' হইবার কথা বলিয়াছিলেন, আজ অফিসের চাকরী পাইলে, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার সেই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিব; সুতরাং তখন আর সাংসারিক কোন দুঃখই থাকিবে না।

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমি রাজকুমার বাবুর সঙ্গে সেই কলে উপস্থিত হইলাম। তিনি, আমাকে কাজকর্ম্ম দেখাইয়া দিবার জন্য এক ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিয়া, স্বয়ং উপরে চলিয়া গেলেন। ঐ ব্যক্তি ক্ষণকাল পরে গম্ভীরভাবে আমার জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; এবং উত্তর পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তুমি এ কাজ করিতে পারিবে ত?" কি কার্য্য তাহা বুঝিতে না পারিলেও আমি স্বীকার করিলে, সেই ব্যক্তি আমাকে, যেখানে অন্যান্য অনেকেরই বস্ত্রাদি ছিল, এরূপ একটী গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া, গায়ের চাদর ও পায়ের জুতা খুলিয়া রাখিতে, কাপড় গুড়াইয়া পরিতে এবং পৈতা কোমরে গুঁজিয়া লইতে, বলিল।

দাসত্বোপজীবী ভদ্র পাঠক! এ যে কি প্রকার চাকরীর পোষাক, তাহা হয় ত আপনি বুঝিতে পারেন নাই। আমিও ঐরূপ পোষাক করিবার সময় উহা বুঝিতে পারি নাই; তবে যখন সেই ব্যক্তি আমাকে পৈতা কোমরে গুঁজিতে বলিল, তখন অত্যন্ত কৌতূহল হওয়ায় আমি তাহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হাঁগা আমাকে এখানে কি কাজ করিতে হইবে?" সে ব্যক্তি হাসিয়া বলিল,—"এখনই দেখিতে পাইবে,

আর শুনিয়া প্রয়োজন কি?" উত্তর পাইয়া আমি নীরব হইলাম। চিত্ত বিকল হইল; কিন্তু কিছুই প্রকাশ করিলাম না। পরে তাহার সহিত একটী সুদীর্ঘ গৃহে প্রবেশ করিলাম।

বাল্যকালে আমি মধুর মা বুড়ীকে (বা বুড়ীদিদিকে) চরকায় যেমন সূতা প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছিলাম,—উমেশ বাবুর বাগানে, মা'কে পৈতার জন্য টাকুরে যেমন সূতা প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছিলাম,—পথপ্রদর্শকের সহিত সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম ঐখানে কলে সেইরূপ সূতা প্রস্তুত হইতেছে।

কল কোথায় এবং কিরূপেই বা সূতা প্রস্তুত হইতেছে তাহা হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম না। কেবল দেখিলাম, ঐ গৃহমধ্যে চারিদিকেই বহুসংখ্যক চাকা ঘুরিতেছে; এবং প্রত্যেক চাকার নীচে একটী লোহার শলাতে এক একটী কাটিমে কলের শক্তিতে সূতা জড়াইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক চাকার নিকটস্থিত লৌহশলাকায় আমার ন্যায় পোষাক পরা এক একটী (অধিকাংশই নীচ জাতীয়) লোক ঐ শলাকায় কাটিম পরাইয়া দিতেছে, হঠাৎ সূতা ছিঁড়িয়া গেলে সতর্কভাবে উহা জুড়িতেছে, এবং কাটিম সূতায় পূর্ণ হইলে উহা খুলিয়া আবার অন্য কাটিম পরাইতেছে, ইহাও দেখিতে পাইলাম। চাকার পার্শ্বের স্থান এত সঙ্কীর্ণ যে কেবল এক ব্যক্তি উন্মুক্তদেহে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সেই কাজ করিতে পারে। অনবধানতাপ্রযুক্ত যদি সহসা চাকায় বস্ত্র বা হস্তপদাদি সংস্পৃষ্ট হয় তবে তৎক্ষণাৎ উহাতে জড়াইয়া প্রাণান্ত হইবার সম্ভাবনা।

এই ভয়ানক স্থানে সেই অপরিচিত ব্যক্তির সহিত উপস্থিত হইলাম। তাহার সহিত ধীরে ধীরে গিয়া কর্ম্মচারিশূন্য ঐরূপ

একটী চাকার সমীপবর্ত্তী হইলে, সে আমাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল ; এবং উভয় পার্শ্বস্থিত কর্ম্মচারিগণ যে ভাবে কাজ করিতেছে তাহা দেখিয়া সাবধানে কাজ করিতে বলিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ঐ সকল ব্যাপার দেখিয়া একেই ত আমার ভয় হইয়াছিল, তাহাতে সেই সব ইতর লোকের সহিত ঐ প্রকার বিপজ্জনক কার্য্য করিতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা হইল। তথাপি 'সাহেবের কাজ' ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইলে পাছে কোন গোলযোগ ঘটে এই ভাবিয়া, সেই দায় হইতে অব্যাহতির জন্য পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে, প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ঐ কলে কাটিম পরাইতে ও খুলিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে, প্রয়োজন হইলে বাহিরে যাওয়া যায় কি না, এবং বাহিরে গেলে সে সময় তাহার কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়, ইত্যাদি বিষয় জানিয়া লইলাম।

ঐ সময়ের মধ্যে ইহাও জানিতে পারিলাম যে, যে সকল লোক ঐ কাজ করে, তাহারা আপনাদের কার্য্যদক্ষতানুসারে প্রতি সপ্তাহে এক টাকা হইতে ৩।৪ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোক সে কাজ করিতেই পারে না ; তাহারা চাষা লোক, পেটের দায়ে উহা করিতে বাধ্য হইয়াছে। তখন বোধ হইল ঐ জন্যই সেই ব্যক্তি প্রথমে আমার জাতির পরিচয় পাইয়া হাসিয়াছিল ; এবং আমাকে কোমরে পৈতা লুকাইয়া লইতে বলিয়াছিল।

সে যাহা হউক, কিছুকাল পরে আমি কৌশলপূর্ব্বক কলের মধ্য হইতে বাহির হইলাম ; এবং নিজের ত্যক্ত বস্ত্রাদি গ্রহণ-

পূর্ব্বক, সেই চাকরীকে প্রণাম করিয়া, একাকী দ্রুতপদে রাজকুমার বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে পুঁটিয়ার রাজ্ঞী শরৎসুন্দরী দেবীর নাম আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল। রাজকুমার বাবুর বাসায় আসিয়া, "সেখান হইতে কোথায় যাইব" চিন্তা করিতে করিতে দৈবাৎ উক্ত রাজ্ঞীর নাম স্মরণ হওয়ায়, পুঁটিয়াতেই যাইবার সঙ্কল্প স্থির করিলাম। গোকর্ণী হইতে আসিবার সময়, রাজকুমার বাবু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গাড়ীভাড়া দিয়া আমাকে শ্যামনগরে আনিয়াছিলেন; সুতরাং মাতৃপ্রদত্ত সেই রৌপ্য-মুদ্রাদ্বয় ব্যয়ের আর প্রয়োজন হয় নাই। এক্ষণে উহা দ্বারা যতদূর যাওয়া যায় যাইব, তাহার পর ভগবান্ যাহা করেন তাহাই হইবে, এইরূপ স্থির করিলাম; কিন্তু অপরাহ্ণ হওয়াতে সে দিন আর কোথায়ও যাওয়া হইল না।

পরদিন প্রাতঃকালে আহারান্তে রাজকুমার বাবুর নিকট (সঙ্কল্প প্রকাশ না করিয়া) বিদায় হইয়া শ্যামনগর ষ্টেশনে আসিলাম; এবং তথায় পুঁটিয়া যাইবার পথের সন্ধান জানিয়া তথা হইতে সারাঘাট (উত্তর-বঙ্গ রেলওয়ের প্রথম ষ্টেশন) পর্য্যন্ত ১৸০ আনা মূল্যের টিকেট লইয়া পদ্মা নদীর পশ্চিমতীরস্থ দামুকদিয়া নামক স্থানে সন্ধ্যার সময় গাড়ী হইতে নামিলাম; এবং তথা হইতে কলের জাহাজে সারাঘাটে পার হইলাম।

সারাঘাটে উপস্থিত হইয়া অনায়াসেই কায়স্থ জাতীয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ নামক রেলওয়ের একজন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীর (ইয়ার্ড ইন্‌স্পেক্টরের) সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেই সদাশয় ব্যক্তি আমার দুরবস্থা অবগত হইয়া, আমাকে তাঁহার

বাসস্থানে লইয়া গেলেন। বিপিন বাবু এবং তদীয় গর্ভধারিণী ও সহধর্ম্মিণীর আন্তরিক স্নেহ ও যত্নে বিশেষতঃ বিপিন বাবু-কর্ত্তৃক কোন কার্য্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে আশ্বাসিত হইয়া, সেখানে স্বচ্ছন্দেই কয়েক দিন অবস্থিতি করিলাম।

পুঁটিয়া যাইবার জন্য মনে যে সঙ্কল্প ছিল, তাহা আশ্রয়দাতার নিকট প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু সারাঘাটে শীঘ্র কোন কার্য্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায়, সেখান হইতে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত, নাটোর পুঁটিয়া ইত্যাদি দেশ দেখিতে যাইবার জন্য একদিন বিপিন বাবুর নিকট নাটোর ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাতায়াতের একখানি পাশ যোগাড় করিয়া যাত্রা করিলাম।

দুইদিনের মধ্যে নাটোর * দীঘাপতি ইত্যাদি স্থান দর্শন করিয়া পদব্রজে পুঁটিয়ার রাজবাটীতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে রাজ্ঞী শরৎসুন্দরী দেবীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ সরকার (বামু সরকার) † নামক এক পরদুঃখকাতর ব্যক্তির সহিত

---

* এই সময় একবারমাত্র নাটোররাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ, ক্ষণিক আলাপ এবং একবেলা তাঁহার প্রাসাদে অন্নগ্রহণ, হইয়াছিল। পরদিন নাটোরের পোষ্টমাষ্টার বাবুর সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার বাসাতেই আহার ও অবস্থিতি ঘটিয়াছিল। নাটোর স্থানটী রমণীয়। এখানে রাজকীয় (গভর্ণমেণ্ট) বিচারালয় প্রভৃতি আছে।

† এই আনন্দকৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের নিকট নিরাশ্রয় বিপন্ন ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলে তিনি (যতদিন না তাহারা কোন অবলম্বন লাভ করে ততদিন) যত্নসহকারে অন্ন ও নিজের ভবনে আশ্রয় দিয়া থাকেন। এই ব্যক্তির আকৃতি ও পরিচ্ছদাদি দেখিলে ইহাঁকে সামান্য লোক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যিনি ইহাঁকে চিনেন, তিনি ইহাঁর আচার ব্যবহার দর্শনে ইহাঁকে 'বড় লোক' না বলিয়া থাকিতে পারেন না।

সৌভাগ্যক্রমে পরিচয় হওয়ায়, তাঁহার আবাসে বিনাক্লেশে প্রায় এক পক্ষ কাল অবস্থিতি করিলাম।

নাটোর এবং পুঁটিয়া উভয় স্থানেই কার্য্যপ্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনখানেই সিদ্ধমনোরথ হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার সারাঘাটে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। বিদায়-কালে আনন্দকৃষ্ণ সরকার মহাশয় (রাজবাটী হইতে কি স্বয়ং তাহা জানি না) আমাকে দশটী টাকা দিয়াছিলেন।

কয়েকদিন পরে বিপিন বাবুদের কলিকাতার বাসস্থানে তাঁহার মাতার আসিবার প্রয়োজন হওয়ায় এবং তখনও আমাকে কোন কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিতে না পারায়, "সুবিধা ঘটিলে পত্র লিখিব" বলিয়া, গাড়ীভাড়া দিয়া তিনি নিজ মাতার সহিত আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

যথাকালে উক্ত বাবুর মাতাকে তাঁহাদের বাগবাজারের বাস-স্থানে রাখিয়া, এবং একদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া, আনন্দকৃষ্ণ-প্রদত্ত টাকা কয়েকটী দিবার জন্ম পিত্রালয়ে যাত্রা করিলাম।

মাতা পিতা আমার আগমনে, বিশেষতঃ তাঁহাদের সাংসা-রিক অভাবের সময় মুদ্রা কয়েকটী পাইয়া, সন্তুষ্ট হইলেন। ৩।৪ দিন গোকর্ণীতে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইল। তাহারি পর নানা কারণে চিত্ত বিচলিত হওয়ায়, কোন কার্য্যপ্রাপ্তির সঙ্কল্প অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, আবার পর্য্যটনার্থ মাতাপিতাকে প্রণাম-পূর্ব্বক গোকর্ণী হইতে বাহির হইলাম। পূর্ব্বানীত টাকার মধ্য হইতে দুইটী টাকা, ও গামছায় বাঁধা (খাতা, পেন্সীল, ছুরী ও একখানি পরিধেয় বস্ত্রের) একটী পুঁটুলি, এইমাত্র সম্বল হইল।

কোথায় যাইব তাহা স্থির না করিয়াই পিত্রালয় হইতে

কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে আসিয়া স্থির করিলাম, একবার মুর্শিদাবাদ নগর দর্শনে যাইব; এবং সেখানে গিয়া, কাশিমবাজারের যে দীনপালিনী রাজ্ঞী স্বর্ণময়ীর নাম শুনিয়াছি, তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইয়া, পিতার দুরবস্থা ও আমার অভিপ্রায় জানাইয়া, তাঁহার দয়া পরীক্ষা করিব।

মনে অসীম উৎসাহ জন্মিল। প্রথম প্রথম বিদেশ-যাত্রাকালে যেরূপ নানাপ্রকার বিভীষিকাময়ী চিন্তা-জন্য আতঙ্ক হইত, এবার তাহার অনেক হ্রাস হওয়ায়, হৃষ্টচিত্তে রেলযোগে একেবারে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলাম। এইবার তত্রত্য রাজবাটীর দেওয়ান * শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ও তাঁহার আবাসে দুইদিন অবস্থিতি হইল। তিনি আমার তৎকালীন অবস্থা ও সঙ্কল্প শ্রবণ করিলেন এবং মুর্শিদাবাদ-যাত্রাকালে পাথেয়স্বরূপ আমাকে চারিটী টাকা দিলেন।

প্রথমে রেল ও তৎপরে নৌকাযোগে অপরাহ্নে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলাম †; এবং তথাকার ব্রাহ্মসমাজের

* বর্দ্ধমান রাজবাটীতে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য ৪।৫ জন দেওয়ান আছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ২।৩ জনের সহিত আমার যৎসামান্য আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সেই সময় শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবোত্তরের দেওয়ান ছিলেন।

† বর্দ্ধমান হইতে একবারে নলহাটী পর্য্যন্ত টিকেট পাওয়া যায়। তথা হইতে 'নলহাটী ষ্টেট রেলওয়ে' নামক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অপর এক গাড়ীতে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া নৌকা-যোগে গঙ্গা পার হইয়া মুর্শিদাবাদ যাইতে হয়। মুর্শিদাবাদ নগরের কথা গ্রন্থে ও কিংবদন্তীতে যেরূপ দেখা ও শুনা ছিল, কালধর্ম্মানুসারে বর্ত্তমান সময়ে তাহার অবস্থা দেখিলে, মহানগর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

অট্টালিকা-সম্মুখে উপবিষ্ট কতিপয় যুবকের নিকট পথের সন্ধান লইয়া একবারে রাজ্ঞী স্বর্ণময়ীর আবাসে উপস্থিত হইলাম।

আমার দীনবেশ দেখিয়া সাধারণ রীতি অনুসারে, রাজ-প্রহরিগণ আমাকে প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। বাসনা ছিল, কোনক্রমে একবার বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে কোন রাজকর্ম্মচারী বাঙ্গালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সে রাত্রি সেইখানেই অবস্থিতি করিব; পরে প্রাতঃকালে অবস্থা বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করা যাইবে।

উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য দুই তিন বার চেষ্টাও করিলাম, কিন্তু প্রহরীর ভীষণ ভ্রূকুটী এবং প্রত্যাখ্যানসূচক নীরস ভাষায় সে স্থলে অধিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবারও সুবিধা হইল না। ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া প্রাসাদ-সম্মুখবর্ত্তী একটী খাবারওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিনের পর যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম; এবং দুই পয়সা ভাড়া দিলে রাত্রিতে তাহার দোকানে শয়ন করিয়া থাকিতে পারা যাইবে এই ব্যবস্থা হওয়ায়, সেইখানেই বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে কথাপ্রসঙ্গে দোকানদার আমার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কহিল,—"রাজীবলোচন রায় নামক এক মহৎ ব্যক্তি এই রাজবাড়ীর দেওয়ান আছেন, তাঁহার হুকুমেই সমস্ত রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু এ সময় তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া নিজের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন; 'নন্দ বাবু' নামক তাঁহার এক আত্মীয় আপাততঃ তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যদি তুমি কোন উপায়ে তাঁহার শরণাগত হইতে পার, তবেই ফল-লাভের সম্ভাবনা। কোন বড়মানুষের সুপারিস্ চিঠি

আনিতে পারিতে তাহা হইলে অনায়াসেই সুবিধা হইত।”— এইরূপ কথোপকথনের পর, রাত্রি অধিক হওয়ায় আমি তাহার প্রদর্শিত স্থানে শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে, ‘আবার আসিব’ বলিয়া দোকানদারের নিকট বিদায় লইয়া, কোন ভদ্রলোকের আবাসে আশ্রয়প্রাপ্তি এবং নগর-দর্শন সঙ্কল্পে পুঁটুলিহস্তে বাহির হইলাম।- কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া শরীর শ্রান্ত হওয়ায় পথের ধারে একটী বাঁধান বট্‌গাছের শীতল ছায়ায় বসিলাম। সেখানে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, রাজবাটীতে একখানি দরখাস্ত করিলে কিছু প্রাপ্তির সুবিধা হইতে পারে। তজ্জন্য পুঁটুলি হইতে খাতা ও পেন্‌সিল বাহির করিয়া, বিনতিসহকারে গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত একখানি আবেদনপত্র লিখিলাম।

একাগ্রতাপ্রযুক্ত দরখাস্ত লিখিবার সময় ক্ষুৎপিপাসার বিশেষ উত্তেজনা অনুভব হয় নাই। কিন্তু উহা শেষ হইলে দেখিলাম, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। অপরিচিত পথে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই দোকানেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পূর্ব্বরাত্রিতে দোকানদারের সহিত কথোপকথন-সময়ে একজন ব্রাহ্মণজাতীয় ব্যক্তির সহিতও কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। আজ আমি যখন বিষণ্ণবদনে ঐ দোকানে আসিলাম তখন সেই ব্যক্তিও ঐ দোকানে বসিয়া তামাক্ খাইতেছিলেন তিনি আমাকে দেখিয়া ২।১টী কথার পর, আহারাদির কি ব্যবস্থা হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলাম,—“পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই হইবে।” শুনিয়া তিনি কহিলেন, “আমি তোমাকে ঠাকুরবাড়ীতে নিমন্ত্র

করিলাম ; স্নান কর, তার পর তোমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইব।” পরে জানা গেল ঐ ব্যক্তি রাজবাটীস্থ দেবতার পূজক।

যাহা হউক, বিপ্রের এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহকে আমার পরমেশ্বরেরই অনুগ্রহ বলিয়া প্রতীতি হইল। স্নান করিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পরেই তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতেই প্রবেশ করিলেন; এবং অনেক গৃহের মধ্য দিয়া উপরে লইয়া গিয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন।

আহারান্তে ঐ বিপ্রের নিকট আমার আবেদনপত্রখানি ‘নন্দু বাবুর’ সমীপে পঁহুছাইয়া দিবার প্রার্থনা করায়, তিনি উহাতে স্বীকৃত হইলেন। আমি বাজার হইতে কাগজ ও খাম কিনিয়া সেই দোকানে বসিয়া উহার নকল করিলাম; এবং সেই পত্র উক্ত বাবুকে দিবার জন্য বিপ্রহস্তে দিলাম।

পরদিন শুনা গেল বিপ্র, নন্দু বাবুকে পত্র দিয়াছেন ; কিন্তু উহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। সুতরাং নন্দু বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় তৎপর দিবস তাঁহার ঠিকানা জানিয়া রাজবাটীর অনতিদূরবর্ত্তী দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেওয়ানজীর পীড়া সাংঘাতিক * হওয়া প্রযুক্ত বাটীতে নানাপ্রকারের বহু-লোক-সমাগম দেখিলাম। উহার মধ্যে (জিজ্ঞাসা করায়) নন্দু বাবুর মূর্ত্তিও দৃষ্টিগোচর হইল ; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা বলিবার সুযোগ না পাওয়ায় শূন্যমনে আবার সেই দোকানে ফিরিয়া আসিলাম।

দোকানে প্রত্যহ রাত্রিবাসের জন্ত দুই পয়সা হিসাবে ভাড়া দিয়া, এবং কোন দিন স্বপাকে আহার করিয়া, কোন দিন বা

* পরে শুনিয়াছি সেই পীড়াতেই দেওয়ানজীর মৃত্যু হইয়াছে।

জলযোগ করিয়া, চারি দিবস অতিবাহিত হইল। বর্দ্ধমান হইতে যে চারিটী টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা গাড়ীভাড়া এবং কয়েক দিনের আহারাদিতে ব্যয় হইবার পর এখন হাতে একটী টাকা ও কয়েক আনা পয়সা মাত্র অবশিষ্ট আছে। সুতরাং উত্তরোত্তর মন অধিকতর চঞ্চল হইতে লাগিল।

আমি স্নানাহার ও শয়নকালে ঐ দোকানে আসিয়া থাকি; এবং অবশিষ্ট সময় বহরমপুর, গোরাবাজার, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি নিকটবর্ত্তী নানা স্থান পর্য্যটন করি। কখন কখন সেই পূর্ব্বপরিচিত বাঁধান বটতলার সুশীতল ছায়ায় গিয়া বসি।

ঐ বটতলাটী লোকালয় অপেক্ষা নির্জ্জন ও শ্রান্তিহারক বলিয়া সেখানে গিয়া আমি কখন রোদন করি, কখন গীত গাই, কখনও কোন বিষয় নূতন মনে হইলে তাহা খাতায় লিখি, কখন কোন শ্রান্ত পথিক বিশ্রামার্থ সেখানে আসিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সহিত আলাপ করি; আবার কখন বা আলস্য বোধ হইলে পুঁটুলি মাথায় দিয়া ঘুমাইয়াও পড়ি। ফলতঃ সে সময় ঐ তরুতলই আমার বৈঠকখানা স্বরূপ হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ-বাসের পঞ্চম দিবসে দোকান হইতে আহারাদি করিয়া সেই বটতলায় গিয়া কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট থাকিবার পর, মনোমধ্যে একটী বিষাদ-সূচক ভাব আবির্ভূত হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ পুঁটুলি হইতে খাতা ও পেন্‌সিল বাহির করিয়া সঙ্গীতাকারে উহা লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যে লেখা শেষ হইলে, তাল মান বোধ না থাকিলেও, "তোরে ভাল বাসি মন!" এই গীতের অনুকরণ-স্বরে উহা গাহিতে লাগিলাম। সে গীতটী এই;—

সঙ্গীত *।

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

তারা, দুখ ক'ব কা'য়।
(ওমা) বুঝি প্রাণ যায় সংসার-জ্বালায়॥
এ ভব-মণ্ডলে আসিয়ে ভবানি,
দুখ-ভিন্ন আর কিছুই না জানি,
(তাই) ডাকি শিবে অশিবনাশিনি,
হ'য়ো না কৃপণ কৃপায়॥
(আমার) দুখের বেদন, করিবে বারণ,
কে আছে এমন এ ধরায়;
(তাই) কাতর হইয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
ডাকিতেছি সদা মা তোমায়;—
সঁপি' মনঃ প্রাণ পূজে তোমায় যা'রা,
দুখ-জ্বালা শুধু ভুলে যদি তা'রা
তবে কেন তুমি ধরেছ নাম 'তারা',
বল মা, বল আমায়॥
(একবার) দেখ জগন্মাতা, ভবে মাতা-পিতা,

---

* এই গীত সে সময় যে ভাবে ও যেরূপ ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এক্ষণে অবিকল তাহাই প্রকাশিত হইল। ইহা সঙ্গীতাভিজ্ঞ পাঠকের চিত্তবিনোদক হইবে কি না তাহা না বুঝিলেও, তৎকালীন সাংসারিক-অভাব-সন্তপ্ত মানসিক অবস্থা-জ্ঞাপক বলিয়াই প্রকাশের ইচ্ছা হইল।

বেঁধেছে আমারে কি মায়ায় ;
(দে'ছে) অভাবের ভার, ভ্রমি' কত দ্বার,
হইয়াছি এবে নিরুপায় ;—
(আর) যা'ব না ফিরিয়ে পিতার ভবন,
দে মা, দে গো কাটি' মায়ার বন্ধন,
সংসার-ভাবনা কর্ মা গ্রহণ,
দে আশ্রয় তোর রাঙা পায় ॥

যে সময় আমি সেই বটতলায় বসিয়া একান্তমনে ও অশ্রুপূর্ণলোচনে এই গীত গাহিতেছিলাম, সে সময় আমার নিকট কেহ আছে কি না, তাহা লক্ষ্য করি নাই। সঙ্গীত শেষ হইলে দেখিলাম, কতকগুলি লোক গান শুনিবার জন্য ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন। তন্মধ্যে পলিতকেশ অথচ সবল শরীর শুভ্রবেশধারী (কায়স্থ জাতীয়) এক ব্যক্তি মধুরসম্ভাষণে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, আমি সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম।

পরিচয়-লাভের পর, তিনি আগ্রহ-সহকারে আমাকে সঙ্গে লইয়া, কি অভিপ্রায়ে, কত দিন, সেখানে গিয়াছি ইত্যাদি বিবিধ কথোপকথন করিতে করিতে সৈদাবাদ হ্যাটারপাড়া-নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক জমীদারের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুরোধে জমীদার ঈশ্বরচন্দ্র আমাকে নিজের আবাসে আশ্রয় দিলেন। সেখানে প্রায় এক পক্ষকাল অতি-বাহিত হইল। আনয়নকর্ত্তা কায়স্থ বাবু ঈশ্বরচন্দ্রের একজন বান্ধব, তিনি প্রায় প্রত্যহ বৈকালে তাঁহার আবাসে আসিতেন ; সুতরাং আমার সঙ্গেও তাঁহার সাক্ষাৎ হইত।

কয়েক দিন পরে উক্ত কায়স্থ বাবু নসু বাবুকে আমার বিষয়ে একখানি অনুরোধ পত্র * লিখিয়া দেওয়ায়, তাহা লইয়া তিন দিন যাতায়াতের পর রাজ্ঞী স্বর্ণময়ীর প্রাসাদ হইতে দশটী টাকা লাভ করিলাম। পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন-কালে ঈশ্বর বাবুও † পিতার সাহায্যার্থ পাঁচটী এবং কায়স্থ বাবু, পাথেয় বলিয়া চারিটী, টাকা দান করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে আর কখনও উনবিংশতি রৌপ্য মুদ্রা একত্র আমার হস্তে আইসে নাই ; সুতরাং উহা পাইলে পিতার অনেক দিন সংসার চলিবে এই ভাবিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। যে দিন রাজবাটী হইতে টাকা দশটী পাইলাম, তাহার পর তৃতীয় দিবসে পিত্রালয়ে আসিবার জন্য মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়াছিলাম। আসিবার সময় তথাকার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ (হাতে পয়সা আসায়) খাগড়া হইতে একটী জল খাইবার ঘটী ও একটী সুন্দর গাড়ু ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম।

মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পিত্রালয়ে আসিবার সময় পূর্ব্ব-ভারতীয় (ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্) রেলগাড়ীতে তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম,—যেন মা, অনেক দিন কোন সংবাদ না পাওয়ায়, আমার মৃত্যু নিশ্চয় অনুমানে অবিরত রোদন ও ভোজন পান

---

* এই পত্রের শিরোনামায় নসু বাবুর প্রকৃত নাম শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস রায় এবং তিনি দেওয়ান রাজীবলোচনের ভাগিনেয় বলিয়া জানিয়াছিলাম।

† কিছুদিন পূর্ব্বে লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছি, ঈশ্বরচন্দ্রের পরলোক ঘটিয়াছে। এই ব্যক্তির হৃদয় দয়ার্দ্র ছিল। আমি তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইবার পর তিনি লেখাপড়া করিবার জন্য একবার আমাকে যত্ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার অনিচ্ছাবশতঃ উহা আর ঘটে নাই।

পরিত্যাগপূর্ব্বক এমন পীড়িতা হইয়াছেন যে, তাঁহার অন্তিম-কাল উপস্থিত। পিতা ও প্রতিবেশিগণ বিষণ্ণবদনে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন, এমন সময় আমি যেন তাঁহাদের সম্মুখীন হওয়ায় সকলেই ব্যাকুলভাবে আমাকে ঐ ব্যাপার জানাইলেন। শ্রবণমাত্র দ্রুতপদে মাতার শয্যার সমীপবর্ত্তী হইলাম; এবং মা! মা! বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বোধ হইল, যেন মৃত্যু তাঁহার শরীরকে স্পন্দহীন করিয়াছে।

আমারই জন্য মাতার অকাল মৃত্যু হইল! আমি মাতৃঘাতী হইলাম! স্বপ্নে এইরূপ মনে হওয়ায় বিজড়িতস্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম *। পার্শ্বস্থিত একজন যাত্রী আমাকে স্বপ্ন-ভীত বুঝিয়া ধাক্কা দিয়া জাগাইলেন। তন্দ্রাভঙ্গে শুনিলাম, রেলওয়ের খালাসী 'চন্দননগর'—'চন্দননগর'—হাঁকিতেছে। তাহাতে বুঝিলাম, আমি গাড়ীতেই রহিয়াছি, এখনও মাতার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

যাহা হউক, এই শোচনীয় স্বপ্ন-দর্শনে চিত্ত চঞ্চল হইল। ভাবিলাম,—প্রায় এক মাস হইতে যায়, গোকর্ণীতে পত্রাদি দ্বারা সংবাদ না দেওয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। স্বপ্নে যাহা দেখিলাম, (ঈশ্বর না করুন) যদি বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়া থাকে, তবে আমার ন্যায় মহাপাতকী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যার পর গাড়ী হাবড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে রাত্রি কলিকাতায় যাপন করিয়া পরদিন বিচলিতচিত্তে

---

* এই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাকে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত করিয়া "পথিক" নামে, মাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় একটী কবিতা রচিত হয়। 'কুমার-রঞ্জন' নামক কবিতা পুস্তকে উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলাম। স্বপ্নে মাতৃসম্বন্ধীয় যেরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, তাঁহাকে নিতান্ত মলিনা ও আমার জন্য কাতরা প্রত্যক্ষ করিলাম।

আমাকে প্রণত দেখিয়া, মা স্নেহভরে উঠাইলেন; এবং যথোচিত আশীর্ব্বাদের পর অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন,—"বাবা! কতদিন হ'ল আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলি, তোর কি আমাদের কথা মনেও হ'ত না? তোরাই যে আমার সর্ব্বস্ব! ধন সম্পদ্ সবই গিয়েছে, ভিক্ষায় দিন কাটিতেছে, তা' সমস্তই সহিতে পারিতেছি, কিন্তু তোদের মুখ দেখিতে না পাইলে, দেহ যেন প্রাণহীন বোধ হয়, পৃথিবী যেন শূন্যময় বোধ হয়! তোরা কি বুঝ্‌বি বল্, যে দিন হ'তে পেটের দায়ে তোরা (আমি ও অমৃতনাথ) আমার কাছ-ছাড়া হয়েছিস্, সে দিন হ'তে আমার প্রাণটা যেন দু'ভাগ ক'রে তোদের সঙ্গে দিয়ে শূন্য-দেহে এখানে প'ড়ে আছি। সমস্ত দিন এই ছানাপোনা কটী (ছোট ভাই বোনগুলি) নিয়ে সংসারের খাটুনিতে ঘুরে বেড়াই, সে সময় সর্ব্বদা তোদের এই চাঁদমুখ ভাব্‌তে পারি না; কিন্তু রাত্রিতে বিছানায় শু'লেই, তোরা কোথায় কি ভাবে আছিস্, কে তোদের ক্ষুধার সময় খেতে দেয়, এই সকল ভেবে প্রাণটা কেঁদে উঠে, আর স্থির থা'কতে পারি না—ফুকারিয়া কেঁদে ফেলি। উনি (পিতা) কত বুঝান, কাঁ'দলে তোদের অমঙ্গল হ'বে ব'লে কত নিষেধ করেন, কখন তিরস্কারও করেন, কিন্তু প্রাণ বুঝে না ব'লে, না কেঁদে থাকৃতেই পারি না।—বাবা! যেখানে যা'স্, যদি একখানা চিঠি লিখেও, কেমন থাকিস্ খবরটা দিস্, তবুও প্রাণটা কতক

প্রবোধ মানে। তোরা ঘর থেকে বেরুলে মনে হয়, এ দুখিনী বুঝি আর তোদের দেখ্‌তে পাবে না।"

মা এইরূপে কত আক্ষেপ করিলেন, কতই কাঁদিলেন, আমিও অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই সময় জননীর স্নেহের কথা ভাবিতে ভাবিতে জগজ্জননীর নিরবচ্ছিন্ন স্নেহের ভাব অন্তরে উদিত হওয়ায় মনে মনে বলিলাম,—"মা বিশ্বরূপিণি! যেথানেই থাকি না কেন, তোমার কোল ছাড়িয়া,—তোমার চক্ষুর অগোচর হইয়া,—তোমার স্নেহ বঞ্চিত হইয়া,—আছি বলিয়া কখনই ত মনে হয় না! যদি তোমার কোল জগন্ময় না হইত, তবে লোকে 'আপনার' ভাবিয়া আমাকে স্থান দেয় কেন?—যদি তোমার চক্ষুঃ জগদ্দর্শন করিতে না পারিত, তবে লোকে দীন দেখিয়া আমাকে দয়া করে কেন?—যদি তোমার স্নেহ জগতে ব্যাপ্ত না থাকিত, তবে অনাহারে কাতর দেখিলে লোকে স্নেহ করিয়া আমাকে আহার দেয় কেন?—পরে জননীকে সম্বোধন করিয়া প্রকাশ্য ভাবে বলিলাম,—"মা! না বুঝিয়া আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এবার যেথানে থাকি, প্রতি সপ্তাহেই তোমাকে সংবাদ দিব, এবং সুবিধা পাইলেই আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।"

আমার কথায় মাতার ব্যাকুলতা কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত হইল। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করাইলেন, অতঃপর তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আর বিদেশে যাইতে পারিব না।

যাহা হউক, মুর্শিদাবাদ হইতে আনীত মুদ্রা কয়েকটী দ্বারা কিছু দিন পিতার সংসার স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। গোকর্ণী

আগমনের সপ্তাহকাল পরে আমি দারুণ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলাম। মা অনেক রকম টোট্‌কা ঔষধ খাওয়াইলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হইল না। ক্রমশঃ পিতার সাংসারিক অভাব বৃদ্ধির সহিত আমার রোগও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুই মাসের মধ্যে আমার শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়া দাঁড়াইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি শ্বাস রোগে আক্রান্ত হইলেও, এতাবৎকাল উহা বিশেষ যাতনাদায়ক হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে শরীর শীর্ণ ও হীনবল হওয়ায় উক্ত রোগও প্রবল হইয়া উঠিল।

মাতৃদেবী আমার জীবন সংশয় ভাবিয়া নিরতিশয় কাতরা হইলেন। পিতৃদেব মনে মনে দুঃখিত হইয়া, ঔষধ পথ্যাদির চেষ্টা করিলেও, অর্থের অসদ্ভাবাদি কারণে বিরক্ত হইয়া, সময় সময় তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বরেচ্ছায় সে বার আমার দেহান্ত ঘটিল না। হাঁপানি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে পেটের অসুখও কমিয়া আসিল। কিন্তু শরীর সেই যে ভগ্ন হইল, উহা আর (অদ্যাপি) পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল না। যাহা হউক, তিন মাসের পর আমি অনেক সুস্থ হইলাম; কিন্তু "ভাদ্র মাসে কোথায় যাইতে নাই" বলিয়া মা নিষেধ করায় অগত্যা পিতার তিরস্কার সহিয়াও অন্নধ্বংস করিতে লাগিলাম। কখনও বাক্য-যন্ত্রণায় নিতান্ত অধীর হইলে, পিতার অনুপস্থিতি-কালে, মাতার নিকট কোথাও যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিতেন,—"দুখিনীর সন্তান! যখন কাঁদিয়াই জীবনকাল কাটাইতে হইবে, তখন সহ্য করিতে না শিখিলে তোমাদের আর উপায় কি? বাছা! উনি (পিতা) কি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে তিরস্কার করেন? একেই ত

উনি রাগী মানুষ, তাহার উপর চিরদিন সংসারের জ্বালা, এখন ওঁতে কি আর উনি আছেন?—তোমার এই কাহিল শরীর, বাতাসে প'ড়ে যাও, এ অবস্থায় কি ক'রে যা'বে? সহ্য ক'রে ভাদ্র মাসের এই ক'টা দিন ঘরে থাক, তার পর মা মঙ্গলচণ্ডী যেখানে নিয়ে যান, সেখানে যেও।"

পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে মাতৃ-আজ্ঞার অবাধ্য হইতে না পারায় অগত্যা পিত্রালয়ে থাকিতে হইল। অভাবের জ্বালায় পিতৃদেব ক্রমশঃ সকলেরই উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন; এবং কখন নিজের, কখনও বা পরিবারবর্গের সকলেরই, মৃত্যু-কামনা করিতে লাগিলেন। আবার কখন (অভাব-মোচনের নিরুপায় হইলে) ক্রোধভরে "সংসার ত্যাগ করিলাম" বলিয়া কোথাও চলিয়া যান। মমতাবশতঃ সেখানেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না—২।৪ দিন পরে আবার আসিয়া সংসার-জালে জড়িত হন; কিন্তু ক্রোধের শান্তি হয় না।

এইরূপ বহুবিধ কারণে ক্রমশঃ পিত্রালয়-বাস আমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিল। ঐ সময় একদিন দূর হইতে শুনিতে পাইলাম, পিতা আমাকে উপলক্ষ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে অপর এক প্রতিবাসীকে শ্লেষপূর্ণভাষায় বলিতেছেন,—"* * আর বলিব কি ভাই! আমার যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন না হইত, তবে কি আর আজ 'উপযুক্ত' * পুত্রকে বৃদ্ধ পিতার মত দুই বেলা ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য দিয়া সেবা করিতে পারিতাম?"

সহসা আমাকে সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া পিতৃদেব প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কথা কয়েকটী আমার

* পাঠক পিতার এই 'উপযুক্ত' কথাটী স্মরণ রাখিবেন।

প্রাণে বাজিল। প্রাণের যে তারে বাজিলে, সে স্বর আমরণ মনে থাকে, সেই তারে বাজিল। দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অতি কষ্টে সে ভাব গোপন করিয়া বিনীতবচনে পিতাকে বলিলাম,—"বাবা! অর্থাভাবে সংসারের যে কষ্ট হইতেছে, তাহা কি আমি দেখিতে পাইতেছি না? আমি নিজের এক মুষ্টি উদরান্ন সংগ্রহ করিতে পারিলেও যে আপনার কিঞ্চিৎ সাশ্রয় হয়, তাহাও কি আমি বুঝিতে পারিতেছি না? কিন্তু শারীরিক অপটুতা এবং ভাদ্র মাসের এই কয় দিন বাটীর বাহির হইতে মাতার নিষেধ উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আজিও বসিয়া আছি। যাহা হউক, ভাদ্র মাস শেষ হইয়া আসিয়াছে; মা, আমার কাপড় দু'খানি ও চাদরখানি ধোপার বাড়ী দিয়াছেন, উহা আসিলেই সংসারের অভাব দূর করিবার জন্য পদধূলি লইয়া আবার বাহির হইব।"

বলিতে বলিতে লোচনযুগলে প্রবল অশ্রুধারা বহমান হইয়া আমার আন্তরিক ব্যাকুলতা পিতৃসমীপে প্রকাশিত হইল। তদ্দর্শনে তিনিও যেন দুঃখিত ও অপ্রতিভ হইলেন। সমাগত প্রতিবেশী পিতার ও আমার উভয়েরই মনস্তুষ্টিকর ২।১টী কথা বলিয়া উভয়কেই শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন-সময়ে মাতা, ঈষৎ অবগুণ্ঠনে বদন আবরণপূর্ব্বক পার্শ্বেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি নিরতিশয় কাতরা হইয়া গলদশ্রুপূর্ণ সরল নয়নে ও বিনীতভাবে বাবাকে বলিলেন,—"একবার মুখ তুলে বাছার দিকে চেয়ে দেখ দেখি, এ শরীর নিয়ে কি ক'রে আমাদের জন্য চাকরী করতে যা'বে? আর আমরাই বা কোন্ প্রাণে

যেতে বল্‌ব? ও ত যা'বার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, আমিই কেবল ভাদ্র মাস ব'লে ধরাবাঁধা ক'রে ক'দিন রেখেছি। ওর কাপড় ৩ খানা বেণী ধোপাকে দিয়েছি, সে-ও আজ দিবে বলেছে, পেলেই বাছা আমার ঘর থেকে যাবে।—আচ্ছা, তুমি এমন শক্ত শক্ত কথা বল, এত বড় ছেলে, এদের মনে কি দুঃখ হয় না?"

পিতাকে এইরূপ বলিয়া, মা আমার হস্তধারণপূর্ব্বক বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"অভাগীর সন্তান! পৃথিবীতে এত জায়গা থাক্‌তে কেন তোরা আমাদের কাছে এসেছিলি?—মা অন্নপূর্ণা! এক মুটো পেটের ভাতের জন্যে মা বাপ হয়ে, আজ আমরা কি ক'রে বাছাদের ঘরের বা'র কচ্ছি, একবার দেখ্‌ মা!" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া ফেলিলেন। সে সময় আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সদৃশাবস্থাসম্পন্ন পাঠক ব্যতীত, অন্য কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই।

দ্বাদশ কাণ্ড।

কলিকাতায় আগমন *।

"কলিকাতা ছাড়িয়া না জানাইয়া আর কোথাও যাইব না, ও যখন যেমন থাকি সর্ব্বদা সংবাদ দিব", মাতার নিকট এইরূপ স্বীকার করিয়া,—এবং "কোন উপায়ে অর্থার্জ্জন দ্বারা পিতার সাংসারিক ক্লেশ দূর করিতে সমর্থ না হইলে আর পিত্রালয়ে ফিরিব না", মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া,—১০।১২ দিন হইল আমি কলিকাতার বাহির-মির্জাপুরে আসিয়া (মাসিক দেড় টাকা ভাড়ায়) একখানি খোলার ঘরে বাস করিতেছি। সঙ্গতি অনুসারে ব্যয় করিয়া নিজেই রাঁধিয়া খাই। এক বেলা রাঁধি, তাহাতেই দুই বেলা চলে।

আহারাদির পর, চাকরীর আশায় সহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই। আমার ন্যায় অপরিচিত, নিঃসহায় ও মূর্খ ব্যক্তির পক্ষে চাকরী যে কেমন সুলভ, তাহা ম্নাদৃশ অবস্থাপন্ন পাঠক বিবেচনা করুন। কলিকাতায় পরিচিত ও বান্ধবের মধ্যে একমাত্র শশী বাবুই আছেন; তাঁহার অবসরমত কখন কখন তাঁহার কোন বান্ধবের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া থাকি। তাহাতেই ২।১ জন লোকের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র

---

* ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ২রা আশ্বিন তারিখে মাতৃপ্রদত্ত তিনটী টাকা, শয্যা ও বাসনাদি লইয়া, (একখানি কাঁথা, একটী বালাণ্ডার মাদুর, একটী বালিশ, একখানি কাঁসার থালা ও একটী পিত্তলের বড় ঘটী লইয়া,) কোন কার্য্যের যোগাড় না করিয়াই, কলিকাতায় আসিয়াছিলাম।

মৌখিক আলাপ হইয়াছে; তাঁহারা আমার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া "চেষ্টা দেখিবেন" বলিয়া আশা দিয়া রাখিয়াছেন।

১৫।১৬ দিনের উদরসেবায় মাতৃপ্রদত্ত মুদ্রাত্রয় ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল। শশী বাবু আমার অবস্থা প্রায় সমস্তই জানিতেন, তথাপি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান অভাবের কথাও জানাইলাম। তিনি কলিকাতার সুরতির বাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামসেবক বন্দ্যোপাধ্যায় নামক তাঁহার এক করুণহৃদয় বান্ধবকে আমার দুরবস্থা জ্ঞাপন করায়, তিনি ৪।৫ দিন চেষ্টার পর, মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে বড়বাজারে এক স্বর্ণবণিক্ শিশুর অধ্যাপনা কার্য্যে, আমাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ বালক সে সময় কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িত। আমি অন্যান্য পুস্তক কোনক্রমে পড়াইতে পারিলেও, অঙ্কশাস্ত্রে আমার অধিকার তাহার অপেক্ষাও অল্প থাকায়, সে সময়টা চতুরতা করিয়াই কাটাইয়া দিতাম।

এইরূপে সাত মাস কাল ঐ বালককে পড়াইয়াছিলাম। উহাতে মাসিক যে পাঁচটী করিয়া টাকা পাওয়া যাইত, তদ্দ্বারা এক বেলা আহার, প্রয়োজনমত পরিধেয় এবং মাসিক ১৷৹ টাকা ঘর-ভাড়া নির্ব্বাহ করিয়া আর বিশেষ কিছুই উদ্বৃত্ত হইত না। কায়ক্লেশে কিঞ্চিৎ যাহা জমাইয়াছিলাম, কলিকাতার খোলার ঘরের ভিজা মেজেতে শয়ন, আমার হৃদয়াধিষ্ঠিত শ্বাস রোগের পক্ষে অসহনীয় হওয়ায়, তাহা দ্বারা (২৷৵৹ মূল্যে) একখানি ক্যাওড়া কাঠের তক্তাপোষ ক্রয় করিতে হইয়াছিল।

বেশ স্মরণ আছে, সাত মাস কালের উপার্জ্জিত পঞ্চত্রিংশৎ মুদ্রার মধ্যে কেবল ঐ তক্তাপোষ এবং দুই পয়সা মূল্যের

টীন-নির্ম্মিত একটী দীপাধার (পীল্‌সুজ) এই দুইটী কিছুকাল-স্থায়ি দ্রব্য ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই, অবশ্যপালনীয় দেহরক্ষণ-ব্রতোপলক্ষেই ব্যয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, মাতাপিতাকে উহার মধ্যে এক কপর্দ্দকও পাঠাইতে পারি নাই। প্রতিজ্ঞানুসারে পত্র লিখিবার সময় মাতাপিতাকে,—"সুবিধামত সাক্ষাৎ করিব, শরীর ভাল আছে" এইরূপই জানাইতাম। কখন কখন কোন লোকমুখে তাঁহাদের যেরূপ দুরবস্থা ও অভাবের সংবাদ শুনিতাম, তাহা সমাবস্থাসম্পন্ন পাঠক বিবেচনা করিয়া লউন। পুস্তক বাড়িবার ভয়ে আমি তাহা বর্ণনে অক্ষম।

সাত মাসের পর ছাত্রের বিদ্যালয়ের সমস্ত পাঠ্য, শিক্ষকের অধ্যাপনা-শক্তির, অতিরিক্ত হওয়ায় অগত্যা ঐ কার্য্য ত্যাগ করিতে হইল। ইতিমধ্যে অবসরমত পূর্ব্বোক্ত রামসেবক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমি প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতাম। তিনিও কোন কোন দিন নিজের কোন অভিপ্রায়-সিদ্ধি এবং আমার উপায়-বিধান জন্য কাহারও বাড়ীতে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এই অবস্থায় একদিন কলিকাতার (৩৭৭ নং অপর চিৎপুর রোড) যোড়াসাঁকো-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মল্লিক নামক স্বর্ণবণিক্‌-জাতীয় এক বাবুর বাটীতে লইয়া যান। প্রিয়দর্শন যুবাপুরুষ শ্যামলাল বাবু, সে সময় প্রশান্তভাবে একটী নিভৃতকক্ষে বসিয়া তাম্রকূট-ধূমপান এবং সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপস্থিতিতে শ্যামলাল বাবু সামাজিক রীতি অনুসারে তাঁহাকে প্রণামানন্তর শিষ্টভাবে তাঁহার সাংসারিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

আমার সহিত কোন কথাবার্ত্তা না কহিলেও দুই এক বার আমার দিকে সরল ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

বাবুকে মধ্যে মধ্যে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে কহিলেন,—"মহাশয়! এই বালকটী এমন উত্তম গান গাহিতে পারে যে, শুনিলে অশ্রুপাত না করিয়া থাকা যায় না। যদিও শিক্ষিত গায়কের ন্যায় ইহার তাল-মান জ্ঞান নাই, তথাপি আমি ইহার ভক্তিভাবপূর্ণ গীত যে ২।১ বার শুনিয়াছি, তাহাতেই মোহিত হইয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া বাবু, সন্তুষ্টভাবে কহিলেন,—"ভাল, এখন মা সিংহবাহিনী * আমাদের এখানে আছেন, যদি উহাঁর (আমার) অবসর থাকে, এবং একদিন সন্ধ্যার পর এখানে আসিয়া ঠাকুরঘরে বসিয়া দুই একটী গান করিতে যদি কোন প্রকার আপত্তি না হয়, তাহা হইলেই আমরা শুনিতে পাই।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই আমি আগ্রহসহকারে উহাতে স্বীকৃত হইলাম; এবং বাবুর নির্দ্দিষ্ট দিবসে, তাঁহার আবাসে গিয়া, গান গাহিলাম ও তাঁহার সহিত বিশেষরূপে আলাপ করিলাম।

শ্যামলাল বাবু ঐ দিবস পিতার দুরবস্থা, এবং নিষ্কর্ম্মাবস্থায় আমার কলিকাতায় অবস্থিতির অসুবিধা ইত্যাদি সমস্তই

* সিংহবাহিনী (চতুর্ভুজা অষ্টধাতুময়ী) মূর্ত্তি কলিকাতার মল্লিক-গোষ্ঠীর গৃহদেবতা। এইরূপ প্রবাদ আছে, যে প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে মল্লিক-গোষ্ঠীর আদিনিবাস ত্রিবেণীতে এক সাধু উহাঁদের কোন পূর্ব্বপুরুষকে এই দেববিগ্রহ সম্প্রদান করেন; এবং তাঁহারই কৃপায় উহাঁরা ধনবান্ হইয়াছেন বলিয়া অদ্যাপি ঐ বংশে পালাক্রমে সমারোহে এই দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

সংক্ষেপে অবগত হইয়া, বাসাখরচ বলিয়া দুইটী টাকা দিলেন; অধিকন্তু, আমার জন্য কাজ কর্ম্মের যোগাড় দেখিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেও বলিলেন। বাস্তবিক দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতেই শ্যামলাল বাবুকে যেন আমার কত কালের পরিচিত—কেবল পরিচিত নহে—আত্মীয় বলিয়া বোধ হইল; এবং তাঁহাকে কলিকাতায় আমার একমাত্র সহায় মনে করিয়া, প্রায়ই তাঁহার আবাসে যাতায়াত করিতে লাগিলাম।

ছেলে পড়ান, বিদ্যাবুদ্ধির অতিরিক্ত হওয়ায়, কয়েক দিন হইল আমি কৌশলক্রমে উহা যে ত্যাগ করিয়াছি, তাহা হয় ত পাঠকের স্মরণ আছে। সুতরাং এখন একে নিজের উদরান্নের অভাব, তাহাতে আবার মাসের শেষে ১৷৹ টাকা করিয়া ঘরের ভাড়া দিবার ক্ষমতা না থাকায়, অন্য কাহারও বাড়ীতে থাকিয়া অন্ততঃ একবেলাও আহার পাই এই বন্দোবস্তে কোন চাকরী পাইবার চেষ্টায় অবিরাম ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলাম। হাতে একটীও পয়সা ছিল না; শ্যামলাল বাবু যে দুইটী টাকা দিয়াছিলেন তাহাতেই এখন একবেলা করিয়া আহার চলিতেছে। যে দিন অতিরিক্ত ভ্রমণাদিজন্য পরিশ্রমে রাত্রিতে অত্যন্ত ক্ষুধা পায়, সে দিন হয় এক পয়সার মুড়ী অথবা (দুই পয়সা ব্যয়ের সামর্থ্য থাকিলে) চিড়া ও কলা খাইয়া থাকি *।

---

* এই অবস্থায় কলিকাতায় ধনবান্ ব্যক্তিবর্গকে নিজের ও পিতার সাংসারিক অবস্থা জানাইলে কোন সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া, গদ্য-পদ্য-পূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়া এবং শশীবাবুর যত্নে উহার একশত খণ্ড ছাপাইয়া অনেক পরিচিতনামা ব্যক্তির ভবনে (প্রবেশ করিতে না পারিলে দ্বারবানেরই নিকট) উহা প্রদান করিয়াছিলাম। দুরদৃষ্টক্রমে কোন মহাত্মাই সেই পত্রের

পাঠক! মাতুলালয়ে অবস্থিতিকালীন আমার মধ্যম মাতুল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত, আপনার পরিচয় হইয়াছিল। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তখন কলিকাতার হাতিবাগানে মেজ মামার অবস্থিতির স্থান ছিল। একদিন প্রাতঃকালে ঘুরিতে ঘুরিতে পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাকে আমার সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। মাতুল আমার কথা শুনিয়া বলিলেন,—"তুমি আজ সন্ধ্যার পর আমাদের বাসায় গিয়া দেখা করিও, সেইখানে একজন পণ্ডিতের টোলে তোমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিব। খরচপত্র কিছুই লাগিবে না, তবে সময় অসময় করিয়া কর্ম্মিয়া খাইতে হইবে। টোলে ব্রাহ্মণ একা এবং তাঁহার একটীমাত্র ছেলে আছেন।"

মাতুলের নিকট এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব সংবাদ শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদ হইল। সন্ধ্যার পর হাতিবাগানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি আমাকে লইয়া সেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে (ছাত্রাদিবিহীন ভাঙ্গা খোলার ঘরে) গিয়া তাঁহাকে আমার পরিচয় দিলেন। উভয়ের কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝা গেল যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যজমানাদির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রত্যহ পুত্রকে দশটার মধ্যে ভাত রাঁধিয়া দিতে পারেন না

উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। কেবল খ্যাতনামা পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায়) 'মহাশয়' স্বহস্তে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বলিতে দুঃখ হয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ এবং দুই তিন দিন যাতায়াতের পর, আমার বিশেষ পরিচয় গ্রহণানন্তর তিনি আমাকে পঞ্চদশ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া ট্রামওয়ের কণ্ডক্টরের কার্য্য করিবার আদেশ দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।

বলিয়া মাতুলের নিকট এমন একজন লোক চাহিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি কেবল দুই বেলা খাইতে পাইয়াই (বিনা বেতনে) উঁহাদের জন্য রাঁধিয়া দিতে সমর্থ হয়।

আমি অনন্যোপায়, সুতরাং উদরান্নের জন্য মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পাচকবৃত্তিই স্বীকার করিলাম; এবং পরদিনই বাহির-মির্জ্জাপুরের বাসা ছাড়িয়া হাতিবাগানে আসিলাম।

চারি পাঁচ দিন হইল আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাচক-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। কেবল রন্ধন করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কার্য্য নহে। আমি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া,—রাত্রিতে আতপতণ্ডুলভোজী বলবান্ মূষিকদলের দংশনে সুনিদ্রা না-হইলেও, প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া,—প্রাতঃকৃত্যাদির পর উনুনে আগুন দিই, প্রভু হিসাব করিয়া যে ৩।৪টী পয়সা দেন তদ্দ্বারা তাঁহার হুকুমমত বাজার করিয়া আনি, ভাত রাঁধিয়া বালককে দিই এবং প্রভু উপস্থিত না থাকিলে (কোন কোন দিন তাঁহার আসিতে অনেক বেলা হয় বলিয়া তাঁহার আদেশানুসারে) আহারান্তে রন্ধনশালা পরিষ্কার করিয়া, থালাদি মাজিয়া, সে বেলার মত অবসর পাই। আবার কোন কোন দিন (অত্যন্ত ছারপোকার উপদ্রবের জন্য) বিছানা রৌদ্রে দেওয়া, ভিজা চাউল * শুকাইয়া রাখা ইত্যাদি কাজও করিতে হয়। বৈকালে বাজার করা ব্যতীত পূর্ব্বাহ্নের মত সমস্ত কার্য্যই করিতে হয়। আবার কোন দিন বাজারের মাছ তরকারী প্রভুর অভিলাষা-

* যজমানের বাড়ীতে পূজা অর্চ্চা করিয়া যে ভিজা আতপ চাউল পাওয়া যাইত, তাহাই বাসায় আহারের জন্য ব্যয় হইত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোন দিন মধ্যাহ্নে আহার না করিলে, অথবা কোন সময় ভাত অতিরিক্ত হইলে, তাহার পর-বেলা সেই ভিজা ভাত প্রায় আমাকেই খাইতে হইত।

সুযায়ী প্রচুর না হইলে, উনুন ধরাইবার দোষে ভাতের বিলম্ব-জন্য বালকের স্কুলে যাইতে বিলম্ব হইলে, অথবা চাউলের পরিমাণ ঠিক না হওয়াতে ভাত কমবেশী হইলে, অবনত মস্তকে তিরস্কারও সহ্য করিয়া থাকি। যে দিন মধ্যাহ্নে কোন কাজ না থাকে, সে দিন প্রভুর অনুমতি লইয়া অন্য কোন কাজকর্ম্ম প্রাপ্তির আশায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া আসি।

এইরূপে ১০।১২ দিন অতিবাহিত হইল। ক্রমশঃ আমি অনেক ভাত খাই, ছেলেটী কিছু খাইবার সময় তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকি, * ইত্যাদি নানাবিধ মিথ্যা অপরাধ লইয়া প্রভু প্রতিবেশীর সহিত সর্ব্বদা আন্দোলন করায়, হাতিবাগানে অবস্থিতি আমার পক্ষে ক্লেশকর হইয়া উঠিল। সে কষ্ট আর কাহাকেও জানাইতে পারিতাম না বলিয়া মনে মনে ভগবান্‌কেই জানাইয়া রাত্রিতে নিদ্রার পূর্ব্বে অথবা পাকশালায় একাকী নীরবে রোদন করিতাম। আর কোথাও যাইবার স্থান না থাকায় অগত্যা সমস্ত যন্ত্রণাই সহ্য করিয়া থাকিতে হইল।

এইরূপে ২৭ দিন হাতিবাগানে অবস্থিতির পর, জ্যৈষ্ঠমাসে স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ হওয়ায় প্রভুপুত্র স্বদেশযাত্রা করিলেন; সুতরাং প্রয়োজনাভাব হওয়াতে প্রভুও আমাকে স্থানান্তরচেষ্টার আদেশ করিলেন। আমি অগত্যা শ্যামবাজার বলরাম ঘোষের

---

* প্রভু যজমানের বাড়ী হইতে অথবা অন্যত্র নিমন্ত্রণে গিয়া কোন খাবার আনিলে, প্রথমবার আমাকে উহার কিয়দংশ দিতেন; কিন্তু তাহার পর অনেক বার আমার অসাক্ষাতেই উহা নিজের পুত্রকে খাওয়াইতেন। সেই সময় সহসা আমি উপস্থিত হইলে চক্ষুর্লজ্জাবশতঃ আমাকে আবার উহার অংশ দিতে হইত বলিয়াই 'হাঁ করিয়া থাকা' ইত্যাদি কথা জন্মিত।

ষ্ট্রীট ১৭ নং ভবনে কনিষ্ঠ মাতুল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাসায় আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম। আমার ভারগ্রহণ তাঁহার শক্তির অতীত ছিল; কিন্তু তিনি স্পষ্টতঃ সে কথা না বলিয়া, স্বজনের সহিত একত্র বাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমি 'অন্ততঃ সপ্তাহকাল সেখানে থাকিয়া তন্মধ্যে অন্য স্থান চেষ্টা করিয়া লইব' এই ব্যবস্থায় তথায় আশ্রয় পাইলাম *।

ছোট মামা ঐ সময় পঞ্চদশ মুদ্রা বেতনের চাকরী করিতেন। উহা দ্বারা কলিকাতায় নিজের গ্রাসাচ্ছাদন, ঘর-ভাড়া ইত্যাদি ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, ভ্রাতৃপুত্রের (লোকান্তরিত জ্যেষ্ঠ মাতুলের পুত্র শশিভূষণের) বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়-সঙ্কুলন এবং সাংসারিক কোন না কোন অভাবও মোচন করিতে হইত।

দেখিতে দেখিতে সপ্তাহকাল অতীত হইল; কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়াও স্থানান্তর-লাভের কোন সুবিধাই করিতে পারিলাম না। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাসাধিক কাল ছোট মামার গলগ্রহ হইয়া রহিলাম। তজ্জন্য যদিও তিনি স্পষ্ট ভাষায় আমাকে কিছুই বলিতেন না, কিন্তু আমার আহারার্থ অর্থ ব্যয় হওয়ায়, তাঁহার যে অভাব হইয়াছিল তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার ব্যয়-সংক্ষেপ-জন্য আমি একাহারও করিতে চাহিয়াছিলাম, তিনি তাহা করিতে দেন নাই।

---

* এই সময় ঐ আবাস-স্বামিনীর পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক আমার সমবয়স্ক এক সরলহৃদয় যুবকের সহিত আলাপ হয়। আমার দুর্দ্দশায় কাতর দেখিয়া এবং একত্র অবস্থিতিজন্য, ইঁহার সহিত আমার সদ্ভাবও জন্মে। পরস্পরের বহুস্থান-পরিবর্ত্তন এবং সুদীর্ঘ অদর্শন ঘটিলেও নগেন্দ্রনাথ অদ্যাপি সেই সদ্ভাব রক্ষা করিতেছেন। এই ব্যক্তি দ্বারা আমি অনেক সময় বহুপ্রকারে উপকৃতও হইয়াছি।

এই সময় ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ভগবৎকৃপায় যোড়া-সাঁকো দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাধু নামক এক ব্যক্তির নিকট সাত টাকা বেতনে আমার একটী পুস্তকবিলি করিবার সরকারের কার্য্য লাভ হয়। উক্ত যোগেন্দ্র বাবু সেই সময় 'বিজ্ঞানদর্পণ' ও 'সহচরী' নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকাদ্বয়ের কলিকাতাস্থ গ্রাহকগণ-সমীপে পুস্তক প্রদান, মূল্য আদায় এবং নূতন গ্রাহকসংগ্রহের ভার আমার উপর সমর্পিত হইল। ছোট মামার বাসায় কেবল থাকিতে কোন আপত্তি না হওয়ায় তথায় থাকিয়াই উক্ত চাকরী করিতে লাগিলাম।

কেবল আহারের জন্য মধ্যাহ্নে দুই ঘণ্টাকাল অবসর ব্যতীত সকাল হইতে রাত্রি ৮।৯টা পর্য্যন্ত বিনা ছুটীতে খাটিয়া কিঞ্চিদধিক তিন মাসকাল উক্ত চাকরী করিবার পর, অধিক গ্রাহক-সংগ্রহে আমার অসমর্থতা-জন্য অপরাধেই হউক, অথবা ঐ ব্যবসায়ের অসুবিধা দেখিয়া ব্যয়-সংক্ষেপের সঙ্কল্পেই হউক, যোগেন্দ্র বাবু আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। যে তিন মাস চাকরী ছিল, প্রতিমাসে উদরসেবার্থ তিনটী করিয়া টাকা রাখিয়া * অবশিষ্ট মুদ্রাচতুষ্টয় পিতার সংসার-নির্ব্বাহার্থ পাঠাইয়া দিতাম। এক্ষণে উভয় দিকেরই অভাব হইয়া দাঁড়াইল।

শ্যামলাল বাবুর সহিত পরিচয় হইবার পর এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত, আমি কখন্ কোথায় কি অবস্থায় আছি, তাহা

* এই ৩্ টাকার মধ্যে ২।০ টাকা দিয়া এক বেলা সাধারণ-আহার-স্থানে আহার করিতাম। অবশিষ্ট আট আনা দ্বারা কোন্ দিন রাত্রিতে অত্যন্ত ক্ষুধা হইলে নিকটবর্ত্তী উড়িয়ার দোকান হইতে এক পয়সার কলা অথবা শালুগোয়া কিনিয়া খাইতাম, এবং পত্রলেখা ইত্যাদি কার্য্যও করিতাম।

তিনি সমস্তই জানিতেন। সুতরাং এখন তিনি আমাকে আবার নিরন্ন দেখিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, "যতদিন না কোন কাজ কর্ম্মের যোগাড় হয়, ততদিন তোমার আহারাদির জন্য এথান (তাঁহার নিকট) হইতে মাসিক ছয়টী করিয়া টাকা লইয়া যাইও" এইরূপ স্বীকার করিলেন; এবং আমার দুঃখে আন্তরিক ব্যথিত হইয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিবার জন্য, নিজের গাড়ীতে আমাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নিকট চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তথন কোন স্থানেই কিছু সুবিধা হইল না।

পাঁচ ছয় মাস এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর, সুহৃদ্ নগেন্দ্রনাথের পরিচিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় নামক এক ব্যক্তি উক্ত সুহৃদের অনুরোধে, কলিকাতা বাগ্‌বাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক এক বিষয়কার্য্যবিচক্ষণ সদাশয় ব্যক্তির অধীনে ৯৲ টাকা বেতনের একটী কার্য্যে (শ্যামবাজার হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী দম্‌দমার অন্তর্গত আর্জ্জমপুর নামক গ্রামস্থিত তাঁহার ইটথোলার তত্ত্বাবধারক কার্য্যে) আমাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৯এ ফাল্গুন তারিখে অন্নদাতা শ্যামলাল বাবু এবং আশ্রয়দাতা ছোট মামার অনুমতি লইয়া আর্জ্জমপুরে যাত্রা করিলাম *। নগেন্দ্রনাথ ও সারদাচরণ নামক আর এক ব্যক্তি, আমাকে ঐ স্থানে রাথিয়া আসিয়াছিলেন।

---

* আর্জ্জমপুরে প্রায়ই পোদজাতীয় ব্যক্তির বাস। তথায় যুধিষ্ঠির মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির চণ্ডীমণ্ডপে (আমার পূর্ব্বের কর্ম্মচারী যেথানে

চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ তিন মাস আর্জ্জমপুরে থাকিয়া, প্রভুর ইষ্টকের কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, আমি আবার শ্যামবাজারে ছোট মামার আশ্রয়ে আসিলাম; এবং আষাঢ় মাসে হিসাব নিকাশ করিবার জন্য আনন্দ বাবুর শ্যামবাজারস্থিত কলের কার্য্যালয়ে নিযুক্ত থাকিয়া, ঐ মাসের শেষে কর্ম্মচ্যুত হইলাম।

দম্‌দমায় চাকরী পাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিলাম, গোকর্ণী-নিবাসী জমীদার (পিতার বর্ত্তমান ভদ্রাসনেরও জমীদার) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত, পিতার সহিত পূর্ব্বের মনান্তর থাকিলেও, শরণাগত এবং অন্নাভাবে মরণাপন্ন দর্শনে সদয় হইয়া তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের তহশীলদারী (কর-সংগ্রাহক) কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু পিতার অমিতব্যয়িতা দেশরাষ্ট্র থাকায় উহাঁর সহিত দুর্গাদাস বাবুর এই বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, তিনি স্বয়ং উহাঁর সংসার-নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিবেন; তদ্ব্যতীত পিতা বেতনস্বরূপ আর কিছুই পাইবেন না। এই সন্তোষজনক

থাকিতেন সেই স্থানেই) আমার বাসা হইল। প্রথম ২।১ দিন ঐ স্থানটী নির্ব্বান্ধব বোধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমশঃ তথাকার অনেক ব্যক্তির সহিত (গীত, সৎপ্রসঙ্গ, অধ্যাপনা ও সাদরসম্ভাষণাদি দ্বারা) পরিচয় হওয়ায়, তাহাদের শ্রদ্ধা ও যত্নে আনন্দেই দিনপাত হইত। বাস্তবিক আজি পর্য্যন্ত যত লোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, তন্মধ্যে আর্জ্জমপুর-নিবাসী নীচজাতীয় ব্যক্তিগণের মত সরলপ্রাণ, সত্যবাদী, পরদুঃখকাতর ও উচ্চাশয় ব্যক্তি আর প্রায় আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বলিতে কি, আমি যেন সেখানে মাতাপিতাদি আত্মীয়বর্গের মধ্যেই বাস করিতাম। আর্জ্জমপুরে যে তিন মাস ছিলাম, সে সময় একবার পাক করিয়াই দুই বেলা চলিত। তথায় প্রভুর একজন হিন্দুস্থানবাসী হিন্দু ভৃত্য (গোল্‌দার) ছিল; সেই আমার রন্ধনাদির আয়োজন করিয়া দিত।

সংবাদ-লাভে আমি নিজের দাসত্বার্জ্জিত মুদ্রা গোকর্ণীতে না পাঠাইয়া, মধ্যম মাতুলের নিকট পিতার যে বিংশতি মুদ্রা ঋণ ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিলাম।

শ্রাবণ মাসে উল্লিখিত কর্ম্মচ্যুত হইয়া আবার শ্যামলাল বাবুর প্রদত্ত মুদ্রা ছয়টী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। শ্যামলাল পূর্ব্বাবধিই, যে কোন উপায়েই হউক, আমাকে কোন একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিবার জন্য যে উদ্যোগী ছিলেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন। এমন কি, আমার চাকরীলাভের জন্য তাঁহাকে যদি স্বয়ং জামীন হইতে বা নগদ টাকাও জমা দিতে হয়, তিনি তাহাতেও অপ্রস্তুত ছিলেন না।

এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতার ট্র্যামওয়ে কোম্পানি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নূতন গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সেই সময় একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে, ঐ কোম্পানির শ্যামবাজার ডিপোর প্রথম-নিযুক্ত কেশিয়ারেরা শীঘ্রই কার্য্যত্যাগ করিবেন। যিনি নগদ ৫৮০৲ টাকা জমা দিতে পারিবেন, তিনিই ঐ কার্য্য পাইবেন। ঐ কার্য্যের বেতন মাসিক ৭০৲ টাকা; কিন্তু দুই ব্যক্তির শ্রম ব্যতীত উহা কোনক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

এই সংবাদ শ্রবণগোচর হইবামাত্র আমি উহা শ্যামলালকে বলিলাম। যদিও উক্ত মুদ্রাপ্রদানে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না; তথাপি মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন ও অল্পবয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা উক্ত প্রকার বিপৎসঙ্কুল কার্য্য সুনির্ব্বাহ-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ রায় নামক তাঁহার এক কার্য্যদক্ষ আত্মীয়ের উপর ঐ কার্য্যের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার

হস্তে পঞ্চশত মুদ্রা প্রদান করিলেন; এবং আমাকে শিখাইয়া লইয়া কার্য্যভার দিবার আদেশ দিলেন।

উপযুক্ত সময়ে চেষ্টা করায় কোম্পানির বিধি অনুসারে লেখা-পড়ার পর শ্যামবাজার ডিপোতে আমরা সেই মুদ্রারক্ষকের (কেশিয়ারের) পদে নিযুক্ত হইলাম। অঙ্কশাস্ত্রে আমার কেমন অধিকার, তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। এই কার্য্যে টাকা পয়সা ও টিকেট প্রভৃতির হিসাবপত্র করিবার সময়, বিশেষতঃ মুদ্রা-সংগ্রাহক-কর্ম্মচারিগণের (কণ্ডক্টরগণের) নিকট হইতে টাকা পয়সার হিসাব করিয়া লইবার সময়, কার্য্যে ক্ষিপ্রহস্ত এবং হিসাবে সতর্ক ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়ায়, শ্যামলাল বাবুর অনুমতিক্রমে ক্ষেত্রনাথ বাবু, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু নামক অপর একজন কর্ম্মদক্ষ যুবককে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। আমি শিক্ষানবীশরূপে উহাঁদের সাহায্য করিতে লাগিলাম।

প্রথম মাসে ক্ষেত্রনাথ বাবু বাসাখরচ বলিয়া আমাকে আটটী টাকা দিলেন। একমাস শিক্ষার পরে আমি উহাঁদের অনুপস্থিতিকালে একাকীই কার্য্য সাধনে সমর্থ হওয়ায়, প্রথমে ১০৲ টাকা বেতন স্থির হইল। পরে উহা ১২৲ টাকা হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ বাবু নিজে ৩৫৲ টাকা লইয়া উপেন্দ্রনাথকে ২৩৲ ও আমাকে ১২৲ টাকা দিতেন। আমার ন্যায় মূর্খের পক্ষে তখন দ্বাদশ মুদ্রা লাভই পর্য্যাপ্ত ভাবিতাম। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে শ্বাস রোগের প্রবলতাহেতু কার্য্যালয়ে অনুপস্থিত হইলে উহাঁদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত, তথাপি আমার মাহিনার টাকা কাটিতেন না বলিয়া, আমি আর বেতন-বৃদ্ধির কথা বলিতে সাহসই করিতাম না।

কার্য্য-নির্ব্বাহে উপযুক্ত বুঝিয়া ক্ষেত্রনাথ বাবু রাত্রিকালীন কার্য্যভার আমাকেই দিয়াছিলেন। তিনি নিজে পাঁচ ঘণ্টা (দিবা ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত) কার্য্য করিতেন; উপেন্দ্রনাথকে ছয় ঘণ্টা, (৩টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত), এবং আমাকে ৯।১০ ঘণ্টা (রাত্রি ৮টা হইতে [হিসাবপত্র ও ঠিকঠাক মিলাইতে] দুই প্রহর ১টা পর্য্যন্ত, আবার ভোর পাঁচটা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত) পরিশ্রম করিতে হইত। বলা বাহুল্য যে, সেই ক্যাশঘরেই আমি রাত্রি যাপন করিতাম।

প্রত্যহ এইরূপ রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত শ্রম, পরস্বের দায়িত্ব-জন্য তস্করভয়ে শয়ন করিয়াও সুনিদ্রার অভাব, ইত্যাদি কারণে, ইতিপূর্ব্বে যে শ্বাসরোগের সহিত ছয় মাস এক বৎসর অন্তর দেখা হইত, তাহা এই ১০।১১ মাসের মধ্যে ৫।৬ বার বিশেষ ক্লেশ-দায়করূপে আবির্ভূত হওয়ায়, দেহও অপটু হইয়া পড়িল।

সেই সময় গড়ের মাঠে কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (এক্‌জিবিশন) উপলক্ষে ট্র্যামওয়ে কোম্পানি, দর্শকগণকে গাড়ী ভাড়া-সহ উহা দেখিবার টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাতে কর্ম্মচারিমাত্রেরই কার্য্য-বৃদ্ধি-জন্য, আমারও রুগ্ন শরীরে শ্রম ও রাত্রিজাগরণ বৃদ্ধি হইল। তাহার উপর শীতের প্রভাবে আমার শ্বাস রোগ এত শীঘ্র শীঘ্র আবির্ভূত হইতে লাগিল যে, ক্ষেত্রনাথ বাবু উক্ত কার্য্যে আমার পরিবর্ত্তে অপর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন *।

ট্র্যামওয়ের চাকরী লাভ হইবার ২।৩ মাস পরে, দ্বাদশ বর্ষ

---

* সেই সময় (১২৯১ বঙ্গাব্দ) হইতে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া, ইদানীং সকল ঋতুতেই এবং প্রায় প্রতিপক্ষেই উহার যাতনা ভোগ হইতেছে। পূর্ব্বে ব্যাধি

বয়স্ক কনিষ্ঠ সহোদর যোগীন্দ্রনাথ, পিত্রালয়ে থাকিয়া বিবিধ বিঘ্নবশতঃ বিদ্যাশিক্ষার অভাবে বিকৃতস্বভাব হইবার উপক্রম হওয়ায় মাতাপিতার অনুরোধে শ্যামবাজারে আগমন করে। যোগীন্দ্র বেণীপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়িত, কলিকাতায় আসিয়াও শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় বিভাগে প্রবিষ্ট হইল। যাহা হউক, আমি চাকরী করিয়া যে ১২টী টাকা পাইতাম, তাহাতে উভয় ভ্রাতার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবার পর, আর কিছুই উদ্বৃত্ত থাকিত না।

একণে শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধির জন্য চাকরী যাইবার পর উদরান্নের সংস্থান বিহীন হইয়াছি জানিয়া, করুণার্দ্রহৃদয় শ্যামলাল বাবু আমাদের উভয় ভ্রাতার আহারীয়ের জন্য ১০৲ এবং অন্যান্য আবশ্যক ব্যয়ের জন্য ২৲ এই দ্বাদশ মুদ্রা করিয়া মাসিক দান আরম্ভ করিলেন।

কিছুদিন পরে ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ, প্রখর মেধাশক্তির অসদ্ভাব প্রযুক্ত অবিরাম যত্ন করিয়াও পাঠ আয়ত্ত করিতে না পারায়, অধিকন্তু চিত্রবিদ্যার প্রতি তাহার অনুরাগবশতঃ, তাহাকে শ্যামবাজারে তৎকালীন অবস্থিত "আলবর্ট টেম্পল্ অফ সায়ান্স" নামক শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

কিছুদিন ঐ বিদ্যালয়ে চিত্রকার্য্য শিক্ষা করিবার পর, প্রবল চক্ষুরোগ উপস্থিত হওয়ায় যোগীন্দ্রনাথ উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তজ্জন্য, প্রথমে অন্য চেষ্টায় বিফল হইয়া, শেষে মেডিকেল কলেজ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়া ন্যূনাধিক তিনমাসকালব্যাপী

প্রবল হইলে ২।৩ দিন অনাহার ও অনিদ্রার পর ১০।১২ দিন সুস্থ থাকিতাম; কিন্তু প্রায় ৩ বৎসর হইল উহার ঠিক বিপরীত হইতেছে।

চিকিৎসার পর ঐ পীড়া আরোগ্য হইল। অনন্তর চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে চস্‌মার ব্যবহার আরম্ভ করিয়া, শ্যামপুকুর তেলীপাড়া-নিবাসী প্রিয়লাল মিত্র নামক আমার বাল্যপরিচিত (মজীলপুরের আশ্রয়দাতা হেমনাথ বাবুর ভাগিনেয়) এক চিত্রকরের নিকট ছায়াচিত্রবিদ্যা (ফটোগ্রাফি) শিক্ষা আরম্ভ করে।

ক্রমে ৫।৬ মাস শিক্ষার পর, যোগীন্দ্রনাথ প্রিয়লাল বাবুর কার্য্যে সাহায্য করিবার উপযুক্ত হওয়ায়, তিনি বাসাখরচ স্বরূপ উহাকে মাসিক সাতটী করিয়া টাকা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কনিষ্ঠের নিজ-ব্যয়-নির্ব্বাহের উপায় হওয়ায়, শ্যামলাল বাবুর নিকট হইতে আমি কেবল নিজের জন্যই মাসিক ৬টী টাকা লইতে আরম্ভ করিলাম। শ্যামের অনুগ্রহে নিজের উদরান্নচিন্তা না থাকিলেও, মাতাপিতাদির উদরান্নের জন্য দাসত্ব-প্রাপ্তির আশায় ভ্রমণ করিতেই হইত।

পাঠক! আমার মধ্যম মাতুল গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলিকাতায় থাকিয়া চাকরী করেন, ইতিপূর্ব্বে কেবল এইমাত্র আপনাকে জানান হইয়াছিল; কিন্তু তিনি যে কি চাকরী করেন, তাহা তখন জানাইবার আবশ্যক হয় নাই; এখন উহা শুনুন।

মধ্যম মাতুল তাঁহার অন্যান্য সকল ভ্রাতাপেক্ষা অল্প লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন; এমন কি, শুনিয়াছি তিনি কেবল গুরুজনের পীড়নে কিছুদিনমাত্র গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গিয়াছিলেন। এইরূপ অল্পশিক্ষিত হইয়াই তিনি সাংসারিক অভাব-নিবন্ধন ১৪।১৫ বৎসর বয়সের সময় বড় মামার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া ছাপাখানায় কম্পোজিটরের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকালমধ্যে স্বভাবসিদ্ধ চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তাবলে বাঙ্গলা,

ইংরাজী ও নাগরী এই ত্রিবিধ ভাষা কম্পোজ এবং তৎসংস্পৃষ্ট অন্যান্য কার্য্যও শিখিয়া ফেলেন। ক্রমে তিনি অনেক বাঙ্গালী ও সাহেবের বিখ্যাত ছাপাখানায় সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া, নিজ ভ্রাতৃগণাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সেই সময় মেজমামা 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের ছাপাখানায় প্রধান কম্পোজিটরের কর্ম্ম করিতেন। তিনি আমাকে নিষ্কর্ম্মা জানিয়া, (পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ করায়) সদয় হইয়া, বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়ে দশ টাকা বেতনে একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই আমার চেয়ারে বসিয়া, টেবিলে কাগজ পত্র লইয়া 'বাবু' শব্দে সম্ভাষিত হইয়া, অফিসে চাকরী লাভ প্রথম হইল।

বঙ্গবাসী অফিসে চাকরী হওয়ায় আবার শ্যামলাল বাবুর নিকট হইতে টাকা লওয়া বন্ধ করিলাম। ঐ সময় তহবীল ভাঙ্গিয়া কিছু টাকা সংসারে খরচ করা অপরাধে গোকর্ণীর দুর্গাদাস বাবু পিতাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া পাঁচটী করিয়া মুদ্রা গোকর্ণীতেও পাঠাইতে লাগিলাম।

বঙ্গবাসী অফিসে তের মাস কাল কার্য্য করিবার পর, কর্তৃপক্ষগণ ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য কার্য্যালয় হইতে নয়জন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করেন; সেই সঙ্গে আমারও চাকরী যায়। তদবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত (প্রায় ৬ বৎসর কাল) আর ঐ প্রকার কোন চাকরীই জুটে নাই। শ্বাসরোগের প্রাবল্যজন্য প্রায় প্রতি পক্ষেই ৫।৭ দিন করিয়া শয্যাগত থাকায়, এবং শ্যামলাল বাবুর অনুগ্রহে উদরান্নের অভাব না হওয়ায়, উহার জন্য আর বিশেষ কোন চেষ্টাও করা যায় নাই।

এই অবস্থায় কয়েকমাস অতিবাহিত হইবার পর, অন্নদাতা শ্যামলাল বাবু, কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলানিবাসী রাধারমণ মিত্র নামক এক বিষয়-বিচক্ষণ সুচতুর ব্যক্তির মন্ত্রণায় উৎসাহিত হইয়া, বিলাত হইতে বস্ত্রাদি আনাইয়া, "আর, আর মিত্র এণ্ড কোম্পানি" নামে কলিকাতায় এক সওদাগরী অফিস খুলেন*।

শ্যামলাল বাবুর অভিপ্রায়ানুসারে আমি এবং মাদৃশ অবৈতনিক কার্য্যশিক্ষার্থী কর্ত্তৃপক্ষের পরিচিত অপর ২।১ জন, 'বাবু' সাজিয়া সেই অফিসে গিয়া চেয়ার জুড়িয়া বসিয়া থাকি। অফিসের অধিকাংশ বাবুরা (যাঁহাদের অফিসের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কোন কার্য্য নাই তাঁহারা) কেবল তামাকুসেবন ও নিরর্থক হাস্যকৌতুকেই সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহাদের দলে নিরন্তর মিশিয়া ঐরূপে কালক্ষেপ করা ভাল লাগে না বলিয়া, আমার মনে যখন যে ভাব আইসে অফিসের কাগজ-কলমের সাহায্যে তাহাই গদ্যে বা পদ্যে লিখিয়া উহা যত্নপূর্ব্বক বাসায় আনি। শ্যামলাল বাবুর অফিস স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই, আমার বেতনই হউক, আর খোরাকীই হউক, ৬টী করিয়া টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে; এখন ঐ যে লেখা কাগজগুলি বাসায় আনি, অফিসের চাকরীতে-তাহাই আমার উপরি লাভ।

---

* বর্ত্তমান সময়ে শ্যামলাল বাবুর আর সে অফিস নাই। রাধারমণ বাবুর অসাধারণ কৌশলে কিঞ্চিদূন একবৎসরকালমধ্যে সরলহৃদয় শ্যামলালকে ন্যূনাধিক তিন লক্ষ রৌপ্যমুদ্রায় জলাঞ্জলি দিয়া এবং নানা দায়ে জড়িত হইয়া উহা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখনও সেই অফিসের সকল দায় মিটে নাই। (বন্ধুতা'ত এইরূপেই কাঁদিতে হয়!)

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

নূতন চাকরী।

বিবেচক পাঠক! বহুদিন পূর্ব্ব হইতে আমি যে গুপ্তভাবে কোন অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট একটী চাকরী প্রার্থনা করিয়া আসিতেছিলাম, সে কথা যথাস্থলে আপনাকে জানাইতে ভুলিয়াছি। বাল্যকাল হইতে আমি লেখাপড়ার প্রতি যে কেমন আস্থাবান্, তাহা আপনার অবিদিত নাই। কোন চাকরী পাইতে হইলে কর্ম্মদাতার নিকট উহার প্রার্থনাবোধক এবং নিজের অবস্থা ও সামর্থ্যজ্ঞাপক যে একখানি আবেদনপত্র লিখিতে হয়, কাগজ কলমের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা না থাকায় এতদিন আমি তাহাও পারিয়া উঠি নাই।

সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য উদরসেবা এবং দ্বিতীয় কর্ত্তব্য পিতার সংসারসেবার জন্য বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়ে লেখাপড়ার চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়া কাগজ কলমের প্রতি ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং এতদিন গুপ্তভাবে যাঁহার চাকরী চাহিতেছিলাম, তাঁহার নিকট আবেদনপত্র লিখিতে ঐ সময় কিয়ৎপরিমাণে সাহস হওয়ায়, ভীতভাবে স্তুতিপূর্ণ ভাষায় 'শারদা-স্তুতি' নামে উহা লিখিয়াও ফেলিয়াছিলাম *।

মানবমাত্রেরই অন্তঃকরণে ঈর্ষাবৃত্তি আছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেকে পর-শ্রী-কাতরতা অর্থাৎ পরশুভ-

---

* এই 'শারদা-স্তুতি' নামক কবিতা শারদার কৃপায় লিখিত হইলেও, তাহা অদ্যাপি মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বেষিতাকেই ঈর্ষা ভাবিয়া উহাকে পরিবর্জ্জনীয় বলিয়া থাকেন। কিন্তু সচ্চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট শুনিয়াছি যে, পরমেশ্বর-প্রদত্ত যে বৃত্তি দ্বারা 'পরের' (অন্য ব্যক্তির) 'শ্রী' (সদনুষ্ঠান জন্য কীর্ত্তি) দর্শনে নিজেরও তাদৃশ শ্রী লাভ করিবার জন্য অন্তঃকরণে যে 'কাতরতা' (অধীরতা) জন্মে তাহারই নাম ঈর্ষা; এবং সেই জন্যই করুণাময় পরমেশ্বর প্রত্যেক প্রাণীর মনেই ঈর্ষাবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমি বঙ্গবাসী অফিসে চাকরী পাইবার পর দেখিলাম, নানা দিগ্দেশ হইতে অনেক লোক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইবার জন্য কবিতাদি ডাকযোগে অফিসে পাঠাইয়া দেন। তদ্দর্শনে উক্তপ্রকার কার্য্য করিবার জন্য আমারও ঈর্ষাবৃত্তি বলবতী হইল। পূর্ব্বের লিখিত দুই একটী এবং ঐ সময় নূতন রচিত দুই একটী কবিতা দৈনিক, (ঐ সময় বঙ্গবাসী প্রেস হইতে 'দৈনিক' নামক পত্রিকা নূতন প্রকাশিত হয়,) এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি কতিপয় পত্রিকায় পাঠাইয়া দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কতিপয় পত্রিকায় কোন কোন কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় * ঈর্ষানল অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। অধিকন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে শারদা-দাসত্ব-প্রাপ্তির আশা বলবতী হওয়ায়, পূর্ব্বলিখিত আবেদন-পত্রের উত্তর প্রাপ্তির জন্য আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

---

* দৈনিকে—'পথিক', এডুকেশন গেজেটে—'অর্থ' ও সোমপ্রকাশে—'শ্মশান' প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নব-বিভাকর ও ভারতবাসী পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় "কবিতা ভাবময়ী বটে, কিন্তু প্রকাশের স্থানাভাব" বলিয়া কোন কোন কবিতা প্রকাশ করেন নাই।

ঐ সময় বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের টাকা জমা দিবার জন্ত প্রতি সপ্তাহে অফিসে যাতায়াত হেতু শ্রীযুক্ত প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালা-গ্রন্থ-প্রকাশকের সহিত একদিন কথাপ্রসঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি আমাকে (সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত কবিতাদি দর্শনে 'লেখক' সিদ্ধান্ত করিয়া) কোন একখানি পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে উহা প্রকাশ করিতে দিবার জন্ত অনুরোধ করেন।

মাদৃশ মূর্খের প্রতি প্রসাদকুমার বাবুর সহসা 'লেখক' বলিয়া বিশ্বাস, এবং পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘনের ন্যায় অসম্ভব গ্রন্থ-প্রণয়নাদেশ দেখিয়া আমি বিস্মিত ও ভীত হইয়া স্তব্ধভাবে রহিলাম। বিস্ময়ের কারণ, মাতা বাগ্দেবীর নিকট দাসত্ব-প্রার্থনা-সূচক আবেদন করিবার অল্প দিন পরেই তদীয় দাসত্বের নিয়োগ-পত্র-বাহক-রূপে প্রসাদকুমারের আগমন; এবং ভীতির কারণ, তাদৃশ গুরুতর দাসত্বভার বহনে শক্তির অসদ্ভাব।

প্রসাদকুমার, আমার তৎকালীন আন্তরিক ভাব বুঝিতে না পারিলেও শীঘ্র তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না পাওয়ায়, ঐরূপ স্তব্ধতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি মনোগত ভাব সম্যক্ প্রকাশ না করিয়া বিনীতভাবে বলিলাম,—"মহাশয়! গ্রন্থ প্রণয়ন করি, মা সরস্বতী আমাকে এমন শক্তি দেন নাই।"

আমার এই কথা শুনিয়া প্রসাদকুমার স্মিতমুখে কহিলেন,—"মা সরস্বতী শক্তি দিয়াছেন কি না, চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে তাহা তুমি কিরূপে বুঝিতে পারিলে? প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত না হইলে কি বলবান্ ব্যক্তি নিজের বল বুঝিতে পারে?—চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি অকৃতকার্য্য হও, তখন মা সরস্বতীকে দোষ দিও; তিনি

তোমাকে শক্তি দিয়াছেন, ইহা না বুঝিলেই বা আমি তোমাকে অনুরোধ করিব কেন?" আমার বিস্ময় অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। কহিলাম,—"ভাল, আপনি ত প্রতি মঙ্গলবারেই এখানে আসিয়া থাকেন, বিবেচনা করিয়া আগামী সপ্তাহে আমি আপনাকে এ বিষয়ের উত্তর দিব।"

প্রসাদকুমার বিদায় হইলে পর, আমিও প্রভুর কার্য্য-সম্পাদনপূর্ব্বক যথাকালে বাসায় আসিলাম। কিন্তু উক্ত চিন্তায় মন অত্যন্ত দোলায়মান হইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, এক ব্যক্তি যখন এত অনুরোধ করিতেছেন, এবং নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া ছাপাইবেন বলিতেছেন, তখন যাহা পারি একখানি বই লিখিয়া দি। আবার মনে হইল, কি বিষয়ে লিখিব? কেমন করিয়াই বা লিখিব?—শুনিয়াছি বড় বড় পণ্ডিতেরাই বই লিখিয়া থাকেন, আমি মূর্খ, আমার উহাতে আশা কেন?—আর যাহা ইচ্ছা লিখিলে কি প্রসাদকুমার না দেখিয়া শুনিয়াই উহা ছাপাইবেন? আমা দ্বারা এ কঠিন কার্য্য সম্পন্ন হইবে না।

এইরূপে মন একবার অনুকূল ও একবার প্রতিকূল দিকে আন্দোলিত হইয়া আমায় বড়ই অস্থির করিয়া তুলিল। বাসায় ছোট মামা ও নগেন্দ্রনাথ ছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আহারাদি সমাপনের পর যথাকালে শয়ন করিলাম। চিন্তাপ্রভাবে সহসা নিদ্রা আসিল না। শয্যা কণ্টকাকীর্ণ বোধ হওয়ায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম; মনে হইল গ্রন্থপ্রণয়ন-সম্বন্ধই যখন এত কষ্টদায়ক, তখন গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে না জানি কতই ক্লেশ পাইতে হয়! মনে মনে

বলিলাম,—"মা সরস্বতি! প্রার্থনা করিবামাত্র তুমি আমাকে চাকরী দিবে, ইহা যদি আগে বুঝা যাইত, তাহা হইলে কি এখন চাকরী চাহিতাম? অবিদ্যানাশিনি! আমি যে, কখনও তোমার সেবা করি নাই, তাহা ত তুমি জান! এ অবস্থায় যদি তোমার চাকরীতে নিযুক্ত হইতে হয়, তবে তুমি নিজে শিখাইয়া না দিলে আমি কিরূপে উহা করিতে পারিব মা!"—এইপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবিষ্ট হইলাম।

বলিতে আজিও শরীর রোমাঞ্চিত হয়,—তন্দ্রা আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন করিলাম। স্বপ্নারম্ভের পূর্ব্বে যেন কোথা হইতে অতি সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণগোচর হওয়ায় চিত্ত বিমোহিত হইয়া পড়িল। সেই বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে শরীর এমন লঘু বোধ হইল যে, আমি যেন বায়ু-ভরে শূন্যে উড়িয়া যাইতে লাগিলাম। কোথায় যাইতেছি, কেই বা ঐ বংশীধ্বনি করিতেছে, তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিলেও মন ভীত কিংবা সঙ্কুচিত হইল না।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে উড়িয়া যাইতে যাইতে সহসা সেই বংশীনাদ স্থগিত এবং তৎসঙ্গে আমার মোহও তিরোহিত হইয়া গেল। দেখিলাম, আমি কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রদেশস্থিত-স্বভাব-সুশোভিত এক মনোমোহন কাননে উপবিষ্ট আছি। সুশী তল মলয়-মারুত শরীরকে সুস্নিগ্ধ করিতেছে! মাধবী-বিজড়িত-রসাল-শাখায় উপবিষ্ট কোকিলকুলের কলকণ্ঠসমুচ্চারিত কাকলিতে ও মধুকর-গুঞ্জনে কর্ণকুহর শীতল হইতেছে! জল-স্থল-বিকসিত-কুসুম-সুবাসে নাসিকাও তৃপ্ত হইতেছে। ফলতঃ সেই স্থানটী যেন চির-বসন্ত-বিরাজিত বলিয়া প্রতীত হইল।

কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট থাকিবার পর ইতস্ততঃ বিচরণের ইচ্ছা হওয়ায়, গাত্রোত্থান করিবামাত্র অনতিদূরবর্ত্তী একটী সুসজ্জিত লতামণ্ডপমধ্যে কয়েকটী লোককে দেখিতে পাইলাম।

কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে সেই লতাবিতানের সমীপস্থ হইয়া আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলাম। দেখিলাম,—একটী কুসুম-বেদিকার উপরিভাগে বিকশিত-শ্বেতসরসিজাসনে সুস্নিগ্ধ-শ্বেত-বর্ণা, প্রফুল্লবদনা, নানালঙ্কার-বিভূষিতা এক নবীনা যুবতী স্ত্রীমূর্ত্তি দক্ষিণহস্তে বীণা ও বামহস্তে পুস্তক ধারণপূর্ব্বক প্রশান্তভাবে বসিয়া আছেন। আর সেই বেদিকার নিম্নদেশে রুক্ষকেশ ও ছিন্নবাস বিশিষ্ট অথচ দিব্য-জ্যোতির্ম্ময়-শরীর কতিপয় স্ত্রীপুরুষ পুষ্পাঞ্জলিযুক্ত করে ধারাবাহিতাশ্রুপূর্ণ-সতৃষ্ণ-নয়নে নিশ্চেষ্টভাবে সেই স্ত্রীমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপবিষ্ট আছেন। বেদিকাটী বিকশিত শ্বেত শতদলাদি বিবিধ সুগন্ধি প্রসূনে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া বোধ হইল যে, তন্নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিগণ সেই সকল পুষ্প দ্বারা সেই স্ত্রীমূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে সকলেই যেন কোন গভীর ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যদি সেই কমল-মধুপানোন্মত্ত মধুকরকুলের গুঞ্জনধ্বনি আমার কর্ণগোচর না হইত, তবে সে দৃশ্যটী প্রকৃত কি কৃত্রিম, তাহা বুঝিতেই পারিতাম না।

যাহা হউক, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে মনের যে কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, এখন তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিবার পর, কে যেন শূন্যপ্রদেশ হইতে আমাকে কহিল,—"ওরে অজ্ঞান! তুই সৌভাগ্যক্রমে অবিদ্যানাশিনী মা সরস্বতীর

নিকট আনীত হইয়াছিস্; এই ভক্তগণ যেরূপ ভক্তিভাবে মা'কে পূজা করিতেছেন, তুইও ঐরূপ একাগ্রমনে দেবীর পূজা কর, অচিরাৎ অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।"

এই অদ্ভুত আকাশবাণী শ্রবণমাত্র আমি যেন অবিলম্বেই সেই স্থান হইতে একটী পদ্মপুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক পাতিতজানু ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সজলনয়নে বলিলাম,—"মা অবিদ্যানাশিনি! কি মন্ত্রে যে তোমাকে পূজা করিতে হয়, আমি ত তাহার কিছুই জানি না! করুণাময়ি! তুমি নিজগুণে এই হতভাগ্য পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহার পূজা গ্রহণ কর।" এইমাত্র বলিয়া দেবীর চরণে পুষ্পটী অর্পণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম।

প্রণামের পর গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তম্ভিত-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে মনে কত কি প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলাম না; কেবল নয়নযুগল হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তখন মাতা বাগ্দেবী যেন আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বীণা-বিনিন্দিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"বৎস! মন্ত্রবিহীন হইলেও আমি তোমার আন্ত-রিক পূজা গ্রহণ করিয়াছি; এবং তোমার অভিপ্রায়ও অবগত হইয়াছি। যে ব্যক্তি অন্তরে আমাকে ধ্যান করিয়া লেখনী ধারণ করে, আমি স্বয়ং ভাবরূপে তদীয় অন্তরে আবির্ভূত হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক; কার্য্যকালে অভিমানত্যাগ করিয়া লেখনী ধারণপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিও, তোমাকে উপলক্ষ করিয়া আমিই তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিব। কিন্তু তোমার সঙ্কল্প যেন জগতের———

মাতা বাগীশ্বরীর শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত আদেশবাক্য সম্পূর্ণ হইতে

না হইতে সহসা যোগীন চীৎকার করিয়া উঠায় * স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল। তৎপরে দুঃখিতচিত্তে সেই অদ্ভুত ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলাম, আর কোন স্বপ্ন দেখা গেল না।

প্রভাতে সুস্থচিত্তে গাত্রোত্থান করিলাম; এবং যথাকালে স্নানাহারাদির পর বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়ের চাকরীতে গেলাম। মন, প্রসাদকুমারের অনুরোধপ্রতিপালনে প্রস্তুত হইল। কেবল কি বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিব, অফিসের কার্য্য করিতে করিতে এক একবার ইহাই চিন্তা হইতে লাগিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে 'সুখান্বেষণ' নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গবাসী-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার নিমিত্ত দিয়াছিলাম; কিন্তু উহার সম্পাদক মহাশয় সেই প্রবন্ধকে "সাধারণ-পাঠ্য পত্রিকায় প্রকাশের অযোগ্য" বলিয়া উপেক্ষা করায় আমি উহা যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছিলাম। ৫।৬ দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য কোন বিষয় মনস্থ না হওয়ায় সেই প্রবন্ধকেই 'সূচনা' বা ভূমিকা রূপে অবলম্বন করিয়া, প্রসাদকুমারের অনুরোধ-প্রতিপালনে কৃতনিশ্চয় হইলাম, এবং যথাকালে তিনি আসিয়া ঐ কথা পুনরুত্থাপন করিলে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম।

এই ব্যাপারের অল্পদিন পরেই আমার বঙ্গবাসী অফিসের কর্ম্ম যায়। তৎপরে দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে এই 'নূতন চাকরীতে' নিযুক্ত হইয়াছি। মা আমাকে স্বপ্নে যাহা বলিয়াছিলেন,

* ঐ সময় এক গৃহে কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ ও আমি এক শয্যায় শয়ন করিতাম; ছোট মামা পৃথক্ শয্যায় থাকিতেন। যোগীনের শয়ন চিরকালই অস্থির; এবং সে, রাত্রিতে স্বপ্নবশে প্রায়ই চীৎকার করিয়া থাকে।

কার্য্যকালে তাহাই যথার্থ হওয়ায় *, ১২৯২ সালের মাঘ মাস (শ্রীপঞ্চমীর পর-দিবস) হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, শক্তি-অনুসারে দেবীর দাসত্বে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার কৃপায় যাহা লাভ করিয়াছি তাহা পাঠককে অতঃপর জানাইব।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

বহু পরিবর্ত্তন।

১২৮৯ সালে কলিকাতায় আসিবার পর ১২৯২ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৩ বৎসরকালমধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র-দর্শনের জন্য মাতা-পিতার (বিশেষতঃ মাতার) নিতান্ত ব্যাকুলতা লোকমুখে শুনিয়া আমি ২।১ বার মাত্র গোকর্ণীতে গিয়াছিলাম। যদি কদাচিৎ অর্থাদি কিছু সংগৃহীত হইত তাহা লইয়া যোগীন্দ্রনাথই অবসর-মত গোকর্ণীতে যাতায়াত এবং সংবাদ আদান প্রদান করিত।

---

* পাঠক, আমার বিদ্যাবুদ্ধি ত সমস্তই অবগত হইয়াছেন। এই অবস্থায় কোন রাত্রিতে কোন বিষয় লিখিবার সঙ্কল্পে ৩।৪ ঘণ্টা কাল লেখনী হস্তে উপবিষ্ট থাকিয়াও আন্তরিক শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত, এক পংক্তিও সন্তোষজনক-রূপে লেখা হয় না; আবার কোন দিন মনে এমন অভূতপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব হয় যে তদ্দ্বারা এক ঘণ্টার মধ্যে আমার শিক্ষিত বিদ্যা ও চিন্তার অতীত দুরূহ বিষয়সমূহও সুস্পষ্ট ভাষায় বহুল পরিমাণে লিখিতে সমর্থ হই। ইহা দ্বারা ক্রমশঃ আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমি নিজের শক্তিতে কিছুই লিখিতে পারি না; মা সরস্বতী স্বয়ং আমার অন্তর হইতে তাঁহার বক্তব্য বর্ণন করেন, হস্তস্থিত লেখনী উহা প্রকাশের যন্ত্র মাত্র।

পিতার সাংসারিক দুরবস্থার কথা ইতিপূর্ব্বে পাঠক যেরূপ অবগত হইয়াছেন, উপরি-উক্ত সময়ের কিছুদিন পূর্ব্বে (১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে) 'হরিলক্ষ্মী' নাম্নী আমাদের আর একটী ভগ্নী প্রসূত হওয়ায় তাহা বরং বর্দ্ধিতই হইয়াছে।

গোকর্ণীর দত্ত বাবুদের তহশীলদারী চাকরী যাইবার পর পিতার আর কোথাও কোন কাজকর্ম্মের সুবিধা হয় নাই। তিনি বলেন,—"আমি সংসার ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া চেষ্টা করিলে কোন না কোন কার্য্যের যোগাড় করিতে পারি; কিন্তু নিরন্ন পরিবারবর্গকে নিঃসম্বলে ফেলিয়া কিরূপে যাই?" সুতরাং প্রায় নিষ্কর্ম্মাই বসিয়া আছেন। গোকর্ণীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে পাঠশালাদি চলিবার (এখন ইতস্ততঃ ২।১টী পাঠশালা হওয়ায়) সুবিধা হয় না বলিয়া, সে বিষয়েও আর বিশেষ যত্ন নাই। যে ২।৪ ঘর সামান্য (নির্ধন) যজমান পাইয়াছেন, তাঁহাদের গৃহে কোনকালে কিছু কাজকর্ম্ম উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারাই যৎকিঞ্চিৎ আয় হয়, এবং বড় পিসীমা নানাস্থানে পাচিকাবৃত্তি দ্বারা প্রতিমাসে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া দেন, তাহাতেই কোনক্রমে সংসার নির্ব্বাহ হয়।

পিতৃদেবের সেই তপ্তকাঞ্চনসদৃশ শরীর অন্নাভাবে ও দুশ্চিন্তায় পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, মাতা কঙ্কালচর্ম্মাবশিষ্টা, এবং অম্ল, অনিদ্রা ও শিরঃপীড়াদি রোগগ্রস্তা হইয়াছেন, সুকুমারী সহোদরাগণও সেইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ পিতার সংসার নিরন্তর হাহাকারেই পূর্ণ। সে অবস্থার কথা স্মরণ হইলে আজিও হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এই ত গেল সংসারের দৈনিক অবস্থা। তাহার পর সাময়িক

নিতান্ত প্রয়োজন—পরিধেয় বস্ত্র, কুটীরের তৃণাভাবে উহার সংস্কার, এবং ঠিকা ভদ্রাসনের জন্য প্রতিবর্ষে জমীদারের খাজনা। বস্ত্রাদির অভাব উপস্থিত হইলে পিতা নিজের থান কাপড় দুইখানি গ্রন্থি দিয়া বা সেলাই করিয়া যতদিন পরিতে পারা যায় ততদিন পরিবার পর, ভিক্ষাদি দ্বারা নিজের বস্ত্র সংগৃহীত হইলে (আপনাকে লোকালয়ে যাইতে হয় বলিয়া) উহা পরেন; আর মা, পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের দুইপার্শ্ব ভাল থাকে বলিয়া পিতার সেই পরিত্যক্ত ছেঁড়া কাপড় পরিয়া গৃহে থাকেন। আর ভগ্নীগণের মধ্যে যাহাদের বিবাহ * হইয়াছে, বা যাহারা উলঙ্গিনী থাকিতে লজ্জা বোধ করে, তাহারা ঘরে থাকিবার সময় ছেঁড়া ন্যাকড়াদি যাহা পায় তাহাই পরিয়া থাকে; আর নিমন্ত্রণাদিসূত্রে কোথাও যাইতে হইলে কিছু ভাল কাপড় থাকে ত † তাহাই পরিয়া যায়, কিন্তু ছিঁড়িবার ভয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াই উহা ছাড়িয়া রাখে। মলিন বস্ত্র সকলকে কথন রজকের মুখদর্শন করিতে হয় না। মা, (পয়সা থাকে ত) সাজিমাটী কিনিয়া, নতুবা পোড়ান কলার বাস্নার ক্ষারে উহা সিদ্ধ করিয়া নিজেই কাচিয়া পরিষ্কার করেন।

---

* এই অবস্থার কিছুদিন পূর্ব্বে রাজলক্ষ্মী ও বিরাজলক্ষ্মী নাম্নী জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা ভগ্নীদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল। পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া বরকর্ত্তৃপক্ষীয়-গণ নিজেরাই যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৮ বৎসর বয়সে রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুদিন পরে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া তাহার শ্বশুর তাহাকে নিজের আবাসে লইয়া যান। বিরাজের ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ন্যায় শীঘ্র তাহার শ্বশুরালয়ে গমন ঘটে নাই।

† বড় পিসীমা প্রতিবর্ষেই পূজার সময় অন্ততঃ পিতৃগৃহবাসিনী বালিব

কুটীরে তৃণাভাব হইলে যেরূপ কষ্ট পাইতে হয় তাহা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে * জানাইয়াছি। সেই দুঃখ অসহ্য হইলে, পিতৃদেব তাহা দূরীকরণের জন্য দেশস্থ লোকের দ্বারে দ্বারে তৃণ, অর্থ ও মজুরী দিবার শক্তির অভাবে শারীরিক শ্রম, ভিক্ষা করিয়া কোনক্রমে উহার সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

তাহার পর, জমীদারের বার্ষিক খাজনা। যতদিন দুর্গাদাস বাবুর নিকট পিতার তহশীলদারী চাকরী ছিল, ততদিন তিনি ভদ্রাসনের খাজনার জন্য কোন কথাই বলেন নাই, পিতাও দিতে পারেন নাই; কিন্তু চাকরী যাইবার পর, জমীদার এককালে ৩ বৎসরের খাজনার জন্য পিতাকে ব্যস্ত করিতেছেন, এই সংবাদ শ্যামবাজারে উপস্থিত হওয়ায়, আমি ছোট মামার নিকট হইতে দশ টাকা ঋণ করিয়া †, এবং শ্যামলাল বাবুর নিকট

ভগ্নীগণের জন্য বস্ত্রাদি লইয়া আসিতেন। আসিবার অসুবিধা হইলে দেশীয় কোন লোক দ্বারা পাঠাইয়া দিতেন। ঐ বস্ত্রগুলিই ভগ্নীদিগের 'ভাল কাপড়' ছিল। কেবল বস্ত্র কেন, পিসীমা সংসারে আবশ্যক যে কোন সামান্য দ্রব্যের অভাব দেখিতেন, তাহাই ঐকান্তিক যত্নে সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

* ১২৪ পৃষ্ঠের ১১শ পংক্তি হইতে ২৩শ পংক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

† ছোট মামার সে সময় পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি, ভদ্রাসনের খাজনার জন্য পিতা জমীদারকর্তৃক উৎপীড়িত হইতেছেন, আমার মুখে এই কথা শুনিয়া, প্রার্থনা করায় দশটী টাকা দিয়াছিলেন। মামা সেই টাকা পুনঃপ্রাপ্তির আশা রাখিয়া দিয়াছিলেন কি না, তাহা না জানিলেও, সঙ্গতি হইলে পরিশোধ করিব, এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম। সুতরাং আমি তাঁহার নিকট ঋণী। কিন্তু অদ্যাপি সেই ঋণ-পরিশোধের সামর্থ্য ঘটে নাই; তিনিও কখন উহা চাহেন নাই।

হইতে পাঁচ টাকা ভিক্ষা করিয়া *, সেবারের খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য একবার পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম।

গোকর্ণী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনকালে মগরাহাট-ষ্টেসনে আসিবার পথে সহসা একজন চাষালোক ও অমৃতনাথ বড় পিসীমার দুই হাত ধরিয়া আনিতেছে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার শীর্ণ ও বিকৃত শরীর দেখিয়া আমার আতঙ্ক হইল। আমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি সেই পথের ধারে বসিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, প্রায় একমাস হইল তিনি অল্পজ্বরসংযুক্ত প্রবল রক্তামাশয় রোগগ্রস্তা হইয়া জয়নগর হইতে দুর্গাপুরে জ্যেষ্ঠতাতপুত্র উমেশ দাদার আবাসে ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় দাদা তাঁহার শুশ্রূষায় অপ্রবৃত্তিপ্রযুক্ত অমৃতনাথকে মজীলপুর হইতে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে বলিয়াছেন,—"ভায়া! পিসীমা তোমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে অসময়ে তাঁহার সেবা করা তোমাদেরই কর্ত্তব্য।" এইরূপ কএকটী কথা বলিয়া একখানি ডোঙ্গা করিয়া তাহার সঙ্গে পিসীমাকে গোকর্ণীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সে যাহা হউক, জন্মাবধি যে পিসীমাকে আহারাদি-সম্বন্ধে বিশেষ কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই; অধুনা নিজের উদরান্ন-সংগ্রহের এবং ভ্রাতার (পিতার) সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য অবিরত অগ্নিতাপে দগ্ধতাহেতু ঐরূপ পীড়িতা হওয়ায় আমার বড়ই দুঃখবোধ হইল। আমি সে দিন কলিকাতায়

---

* সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত প্রতিবর্ষেই আমাকে যে কোন প্রকারেই হউক ৪৷৵০ করিয়া খাজনা পাঠাইতে হয়। পূর্ব্বে ভদ্রাসনের কর ৫৲ টাকাই ছিল; পরে জমীদার ২।১টী ফলবান্ বৃক্ষ কাটিয়া লওয়ায় ।০ কমিয়াছে।

আসা বন্ধ করিয়া তাঁহার সহিত পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু পিসীমা, "প্রয়োজন হইলে সংবাদ দিয়া আনাইব" বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিষেধ করায় আমি কলিকাতায় আসিলাম, তিনি ভ্রাতৃভবনে গমন করিলেন।

সেই রক্তামাশয় রোগ ক্রমশঃ জ্বরাতিসারে পরিণত হইয়া প্রায় দেড়মাস কাল দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগের পর, ১২৯২ সালের ভাদ্রমাসে গোকর্ণীতেই তাঁহার দেহান্ত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে মৃত্যুকালে পিসীমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। অমৃতনাথ ও মাতৃদেবী বিকার-বিরহিত ভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন দ্বারা অমৃতনাথই যথার্থ পুত্রের (ভিক্ষাপুত্রের) কার্য্য করিয়াছিল *। আমরা ভ্রাতৃত্রয়ই পিসীমার ভিক্ষাপুত্র। যে পিসীমা মানসম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া, অনলে দগ্ধ হইয়া, পাচিকাবৃত্তি দ্বারা আমাদের ভরণ-পোষণ করিয়াছিলেন;—যে পিসীমা নিজে অপুত্রবতী বলিয়া আমাদিগকে উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা ভিক্ষাপুত্র করিয়া অসময়ে উপকার-প্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখিয়াছিলেন;—দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার মৃত্যুর পর এই পাঁচবৎসরকাল-মধ্যে তাঁহার উদ্দেশে আমরা কোন কার্য্যই করিতে পারিলাম না †!

* ঐ সময় পিতার অর্থের এমন অভাব হইয়াছিল যে, তাঁহার একমাত্র শীতবস্ত্র (বনাত) খানি বন্ধক দিয়া পিসীমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছিল।

† বারুইপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য নামক পিসীমার এক ভাসুরপুত্র তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া পুত্রের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ এবং যথাসময়ে শক্ত্যনুসারে শ্রাদ্ধাদি করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার উদ্দে[শে] যদি অন্ততঃ পাঁচজন লোককেও একদিন আহার করাইতে পারিতাম তাহা হইলেও কিয়ৎপরিমাণে ক্ষোভ নিবৃত্তি হইত।

এদিকে ১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে বাবু প্রসাদকুমারের অনুরোধানুসারে এবং দেবী সরস্বতীর কৃপায় "জীবন-পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্নচতুষ্টয়" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ হইয়া ১২৯৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রসাদ বাবুর অর্থব্যয়ে উহার মুদ্রণ পর্য্যন্ত শেষ হয়। জীবন-পরীক্ষার মুদ্রণ আরম্ভের পর, কিন্তু উহার প্রকাশের পূর্ব্বে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, "মদ খাও—নেশা ছুটিবে না" নামক একখানি, এবং ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে "আনন্দ-তুফান বা আধ্যাত্মিক শারদীয়া উৎসবলীলা" নামক একখানি,—এই দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমখানি প্রসাদকুমার বাবুই নিজব্যয়ে প্রকাশ করেন; এবং দ্বিতীয়খানির ছাপিবার কাগজ শ্যামলাল বাবু দান করায় মধ্যম মাতুল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উহার মুদ্রণ-ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জীবন-পরীক্ষার মুদ্রণ-কালে একদিন কলিকাতার শ্যাম-বাজার অঞ্চলের পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির সহিত ঘটনাক্রমে আলাপ হয়। পরিচয়ে জানা গেল তিনি স্বনামবিখ্যাত ধনবান্ লোকান্তরিত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অদ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্র বাবুর বাল্যসহচর এবং সাংসারিক কার্য্য-পরিদর্শক। মন্মথনাথের পোষাক, চালচলন ও শারীরিক পারিপাট্য দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে একজন সংসারসুখাসক্ত বিলাসী যুবক বলিয়াই অনুমিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্ষণকাল কথোপকথনে তাঁহার মনোভাব উক্ত অনুমানের সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হইল। এমন কি, তাঁহার কথার ভাবে বুঝা গেল যে, তিনি যেন উপভোগ দ্বারা

পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দকে নিনশ্বর বুঝিয়া মনে মনে কোন অবিনশ্বর আনন্দ লাভের পন্থা অনুসন্ধান করিতেছেন *।

যাহা হউক, পথে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর মন্মথনাথ, সন্ধ্যাকালে প্রিয়নাথ বাবুর মোহনবাগানস্থিত নূতন ভবনে আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া স্বকার্য্যে চলিয়া গেলেন। তদবধি অবসরমত প্রায় প্রত্যহই ছোটমামার বাসা হইতে নিকটবর্ত্তী প্রিয়নাথ বাবুর ভবনে যাতায়াতে মন্মথনাথের সহিত বহুক্ষণব্যাপী সদালাপ হওয়ায় অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব জন্মিল; এবং ক্রমশঃ প্রিয়নাথ বাবুর সহিতও পরিচয় হইল। প্রথম পরিচয়ে, বাবুকে পরদুঃখকাতর, সরল ও করুণহৃদয় বুঝিলাম, কিন্তু কেবল মন্মথনাথ ব্যতীত, তৎকালীন অন্যান্য সহচরগণের সহবাসে যে শীঘ্র তাঁহার সেই পবিত্র মনোবৃত্তিসমূহ বিনষ্ট হইবে, এমন সূচনাও দেখা গেল।

সেই সময় ছোট মামার বাসায় থাকিয়া (ঘরটীর ক্ষুদ্রতা

---

* সেই প্রথম সাক্ষাতের অল্পকাল পরেই মন্মথনাথ কিঞ্চিদূন ৬ বৎসরের মধ্যে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ভোগ্য প্রায় সমস্ত দ্রব্যই (এমন কি, সামান্য অন্নপান পর্য্যন্তও) ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক (বিবিধ প্রলোভনপূর্ণ সংসার-বন্ধন-মধ্যে থাকিয়াই) যেরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছেন, এবং উত্তরোত্তর তাঁহার যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে বর্ত্তমান সময়ের 'অসাধারণ মনুষ্য' বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না। মন্মথনাথের সবিশেষ তত্ত্বাভিজ্ঞ এক ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি নাকি উঁহার এই সুদুর্লভ নবজীবন-লাভের আনুপূর্ব্বিক ব্যাপার পুস্তকাকারে সাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন। এই মন্মথনাথ-জীবনী শান্তিপথানুসন্ধায়ী ব্যক্তিগণের পথপ্রদর্শক হইবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস।

জন্য) রাত্রিকালে উভয় শয্যার মধ্যভাগের সঙ্কীর্ণ স্থানে বসিয়া লিখনাদি কার্য্যের বহুবিধ অসুবিধা হওয়ায়, এবং প্রিয়নাথ বাবুর সুবিশাল অট্টালিকা-মধ্যে লোকাভাবে অনেক গৃহ শূন্য দেখিয়া, কেবল অবস্থিতির জন্য (আহারাদি নহে) তাঁহার নিকট একটী গৃহ প্রার্থনা করিলাম। তিনিও অকপটচিত্তে ও আগ্রহ-সহকারে উহাতে স্বীকৃত হইলেন। ১২৯৪ সালের ২৯এ অগ্রহায়ণ তারিখে কিঞ্চিদধিক ৪ বৎসরকাল ছোটমামার বাসায় অবস্থিতির পর, প্রিয়নাথ বাবুর আবাসে আশ্রয় পাইলাম। আমরা উভয় ভ্রাতাই স্থানান্তরিত হইলাম, ছোটমামাকে যত্ন করিলেও তিনি পূর্ব্ববাসস্থান ত্যাগ করিলেন না।

বাল্যবন্ধু মন্মথনাথের পরিচিত বলিয়া, এবং গ্রন্থকর্ত্তা শুনিয়া (প্রকৃত গ্রন্থকর্ত্তার তত্ত্ব না লইয়াই) নিজের আবাসে স্থান-দানের পর, প্রিয়নাথ বাবু আমাকে বহুপ্রকারে যত্ন ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংসারের রজক বিনাব্যয়ে আমা-দের বস্ত্র পরিষ্কার করিতে লাগিল, তাঁহার ভাণ্ডারের তৈলে আমাদের বাসগৃহ আলোকিত হইতে লাগিল, তাঁহার ভৃত্যগণকে কোন কারণে আহ্বান করিলে তাহারা তদীয় আদেশানুসারে আমাদিগকেও 'হুজুর' 'ধর্ম্মাবতার' ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত সম্ভাষণ করিতে লাগিল, এমন কি, তাঁহার আদেশে তাঁহারা যে দিকে আহার করেন * সেইদিকে আমাদের উভয়

* প্রায় সকল ধনবানেরই গৃহে যেমন বাবুদের ও সাধারণ কর্ম্মচারি-গণের জন্য পৃথক্ স্থলে আহার্য্য প্রস্তুত হয়, এখানেও তাহাই হইত। বলা বাহুল্য যে, উপবীতধারী পাচকেই তাহা পাক করিতেন। শ্যামলাল বাবুর নিকট হইতে আমার আহারের জন্য মাসিক টাকা পাওয়া যায় এবং যৌবন

ভ্রাতার আহারের পর্য্যন্ত সুবন্দোবস্ত হইল। কর্ত্তা প্রিয়নাথ বাবুর আদেশ, কিন্তু মন্মথনাথের যত্নেই আমাদের একবারে এতদূর হইয়া দাঁড়াইল। ফলতঃ অল্পদিনের মধ্যে বাবুদের সুসভ্য সহবাস লাভ করিয়া, শ্বেতপ্রস্তরাবৃত বহুমূল্য চিত্রাদি সুসজ্জিত গৃহে বাস করিয়া, রাজভোগসদৃশ উৎকৃষ্ট আহার্য্য আহার করিয়া, আমরা ক্রমশঃ, আপনাদের—কেবল আপনাদের নহে—পৈত্রিক হীনাবস্থার কথা ভুলিবার, এবং বড়মানুষের মত মনোবৃত্তি লাভ করিবার, উপযুক্ত পাত্র হইয়া উঠিলাম।

একেই ত এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন; তাহার উপর আবার ঐ সময় 'জীবন-পরীক্ষা' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায়, কেহ সাধু-দর্শন-সম্বন্ধে, কেহ বেদাদি বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রালাপ-সম্বন্ধে, কেহ বা ঈশ্বর-সাক্ষাৎলাভ করিবার উপায় অবগতি-সম্বন্ধে, প্রিয়নাথ-নিবাসে (মোহনবাগানে) উপস্থিত হওয়ায়, অহঙ্কার আমাকে নানাপ্রকারে স্ফীত করিয়া তুলিল; সুতরাং আমি আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা ঢাকিয়া, যত্নপূর্ব্বক বাহ্যিক সম্ভ্রম রক্ষা করিতে, অর্থাৎ যাহা নহে তাহা সাজিতে, শিখিয়া লইলাম।

বাহ্যদৃষ্টে এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল বটে, কিন্তু নির্জ্জনে অবস্থানকালে পূর্ব্বের সকল ঘটনা মনে উদিত হওয়ায়, অনেক

নিজের উদরসেবার উপযুক্ত অর্থার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া, আমি প্রথমে প্রিয়নাথ-নিবাসে আহারে স্বীকার করি নাই; কিন্তু তাঁহার বাটীতে থাকিয়া অন্যত্র আহার করি, এ কথা লোকে জানিলে তাঁহার অপমান হইবে, প্রিয়নাথ বাবু এবং মন্মথনাথ এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় শ্যামলাল বাবুর নিকট হইতে, "প্রয়োজন হইলে আবার লইব" বলিয়া তথাকার মুদ্রাগ্রহণ বন্ধ করিলাম এবং প্রিয়নাথ-নিবাসে আহার আরম্ভ করিলাম।

সময়ই অশান্তিতে অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ নির্জ্জন-বাসই অধিকতর প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। নির্জ্জনে অবস্থানকালে সর্ব্বদা ঐরূপ আত্মাবস্থা-বিস্মৃতি-নাশ-জন্য কর্ত্তব্য-চিন্তায়, অর্থাৎ কি কার্য্য করিলে রিপুর বশীভূত না হইয়া সর্ব্বদা সানন্দমনে কালাতিপাত করা যায় এই চিন্তায়, অন্তঃকরণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমরা প্রিয়নাথ বাবুর আবাসে আসিয়া প্রথমে অন্দরমহলের একটী গৃহে * থাকিতে পাইয়াছিলাম; কিন্তু কিছুদিনের পর সেই কোলাহলপূর্ণ স্থলে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, বাবুর আদেশে মন্মথনাথ বহির্ব্বাটীর দ্বিতলস্থ একটী গৃহে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

জীবন-পরীক্ষার উপসংহারের অংশভূত, "আহ্নিক-ক্রিয়া বা সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত জীবের দৈনিক ও সাময়িক কর্ত্তব্য" নামক আর একটী বিষয়, প্রকাশের ইচ্ছাসত্ত্বেও ব্যয়বাহুল্য-প্রযুক্ত প্রসাদকুমারের অনিচ্ছায় তখন উহা ঘটে নাই। প্রিয়নাথ বাবুর বহির্ব্বাটীতে আসিবার পর, প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নাদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই 'আহ্নিক-ক্রিয়া'-লিখিত-ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্যকরণ দ্বারা আমার উল্লিখিত মানসিক অশান্তি দূরীভূত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ সেই প্রবন্ধ (যাহা কেবল প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নাপরাহ্ন এবং সম্পদ্বিপদাদি কালীন ভগবদুপাসনা মাত্র ছিল তাহা) মনের

* বহির্ব্বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়ায় এবং পরিজনের অল্পতা-প্রযুক্ত, অন্দরমহলের দ্বিতলেই স্ত্রীলোকেরা থাকিতেন। নিম্নতলের গৃহগুলিতে বাবুরা থাকিতেন বলিয়া উহা সদরমহল রূপেই ব্যবহৃত হইত। বহির্ব্বাটীর নিম্নতলস্থ দুই তিনটী গৃহে দপ্তরখানা ও ম্যানেজারের অফিস ছিল, এবং দ্বারবানগণ ও বাবুর কতকগুলি পালিত কুক্কুর থাকিত।

উৎসাহে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইল; এবং কলিকাতার যোড়াসাঁকো (বর্ত্তমান) নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিবিহারী সেন নামক এক সদাশয় ব্যক্তি 'জীবন-পরীক্ষা' গ্রন্থ পাঠানন্তর তাহার পরিশিষ্টাংশ-স্বরূপ এই আহ্নিক-ক্রিয়াকে ভগবদ্ভক্ত-সমাজে বিনা-মূল্যে বিতরণের জন্য ইহার মুদ্রণাদির ব্যয়দানে স্বীকৃত হওয়ায়, ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে উক্ত আহ্নিক-ক্রিয়া পুস্তকাকারে সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া যোড়াসাঁকো অপর চিৎপুর রোড ৭০ নং ভবন হইতে বিতরণ আরম্ভ হয়।

'আহ্নিক-ক্রিয়া' প্রকাশের ২।৩ মাস পরে নানা কারণে প্রিয়নাথ বাবুর ব্যয়সংক্ষেপ করিবার আবশ্যক হওয়ায় সহচরগণের পরামর্শে ও রাজকীয় আদর্শানুসারে, তিনি যে সময় নিজ-পূর্ব্বনিবাস-বাগ্‌বাজার-নিবাসিনী দরিদ্রা উপায়বিহীনা বিধবা-গণের মাসিক বৃত্তি (যাহা স্বর্গীয় কীর্ত্তি বাবুর সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল তাহা) লোপ করেন, এবং আশ্রিত বিদ্যাশিক্ষার্থী দীন বালকগণের অন্ন লোপ করেন, সেই সময় আমাদের উভয় ভ্রাতারও আহারীয় বন্ধ করা অভিপ্রেত হইলেও চক্ষুর্লজ্জাবশতঃ উহা করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন বুঝিয়া, আমরা আপনা হইতেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে আহার আরম্ভ করিলাম। তজ্জন্য বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেও, ব্যয়সংক্ষেপের ঐরূপ সুবিধা-জনক অন্য কোন উপায় না থাকায় তাহাতে আর বিশেষ আপত্তি করিলেন না। তবে তৎপ্রদত্ত অন্যান্য সাহায্য-প্রাপ্তির বিশেষ কোন ক্রটি হইল না। প্রিয়নাথ বাবুর কৃপায় এবং মন্মথনাথের যত্নে নিজের কেবল আহারীয়ার্থ পঞ্চমুদ্রা ব্যতীত বাসাখরচের জন্য অধিক অর্থের বিশেষ আবশ্যক না থাকায়,

ঐ সময় হইতে শ্যামলাল বাবুর প্রদত্ত মাসিক ছয়টী টাকা না লইয়া কেবল পাঁচটী করিয়াই লইতে আরম্ভ করিলাম।

এই সময় কলিকাতার বীডন্ ষ্ট্রীটে "মেক্যানিক্স্ আলায়েন্স" নামক একটী নূতন কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, যোগীন্দ্রনাথ তথাকার ছায়াচিত্র (ফটোগ্রাফি) বিভাগে দশ টাকা বেতনে একটী কার্য্যলাভের আশা পাওয়ায়, তদীয় কার্য্যশিক্ষক ও তদানীন্তন প্রভু প্রিয়লাল মিত্র বাবুর কর্ম্মত্যাগ করিয়া তথায় নিযুক্ত হয়। যোগীনের এই নূতন চাকরীতে নিযুক্ত হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে মধ্যম সহোদর অমৃতনাথও চাকরী লাভের উদ্দেশে কলিকাতায় আসিয়া প্রিয়নাথ-নিবাসে অবস্থিতি করে।

অমৃতনাথ মজীলপুরে গিয়া প্রথমে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পূজারি) নামক দূরসম্পর্কীয় এক কুটুম্বের আবাসে (তাঁহার যজমানের বাড়ীতে ঠাকুর-পূজা করিবার বন্দোবস্তে) আশ্রয় পাইয়া জয়নগর ইংরাজীবিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষারম্ভ করিয়াছিল, এ কথা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে জানান হইয়াছে। কিছুদিন সেইখানে থাকিবার পর, ঐ গ্রামের চক্রবর্ত্তীপাড়া-নিবাসী তারকনাথ চক্রবর্ত্তী নামক রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ এক সদাশয় বিপ্রের ভবনে দুইটী বালককে পড়াইলে গ্রাসাচ্ছাদনাদি পাইবে, এইরূপ বন্দোবস্তে সেই স্কুলেই পড়িবার সুবিধা হওয়ায়, পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিয়া সেখানে আশ্রয় পায়। তথায় তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবার পর, আশ্রয়দাতার মৃত্যু হওয়াতে উহার শিক্ষাও বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে পিতার সাংসারিক অভাবজন্ত অর্থার্জ্জনের সঙ্কল্পে ১২৯৪ সালের কার্ত্তিক মাসে কলিকাতায় আইসে।

কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন ইতস্ততঃ চেষ্টার পর, শ্রীযুক্ত

অধরচন্দ্র সরকার নামক প্রিয়নাথ বাবুর একজন কর্ম্মচারীর চেষ্টায় রেলওয়ে মেল সর্ভিসের (ডাকবিভাগের) কার্য্য শিক্ষার্থ কিছুদিন বহুবাজারস্থিত উক্ত কার্য্যালয়ে যাতায়াত করিত। পরে ঐ কার্য্য তাহার সুবিধাজনক বোধ না হওয়ায়, এবং ৩।৪ মাস কলিকাতায় থাকিবার পর আর আহারাদির খরচের যোগাড় না হওয়ায়, অবশেষে হতাশচিত্তে পিত্রালয়েই প্রতিনিবৃত্ত হইল।

অমৃত, গোকর্ণী যাইবার কিছুদিন পরে "কটন্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্" নামক একটী বোর্ডিং স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ স্কুল চালাইবার স্থানাভাব-প্রযুক্ত প্রিয়নাথ বাবুর বহির্ব্বাটীতে কিছুদিনের জন্য স্থান প্রার্থনা করায় তিনি উহাতে স্বীকৃত হন; এবং একদিন অপরাহ্নে আমাদিগকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত হইবার আদেশ করেন।

সে সময় মন্মথনাথ স্থূলতঃ প্রায় সকল কার্য্যেই উদাসীন হইয়া (অন্যের চক্ষে 'পাগল' রূপে পরিগণিত হইয়া) পৃথক্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন; সুতরাং প্রিয়নাথ বাবুর নিকট হইতে স্থানান্তরিত হইবার আদেশ পাইয়া, বিশেষতঃ সে সময় শরীর শ্বাস-রোগে কাতর থাকায়, বড়ই চিন্তিত হইলাম। তৎকালীন পীড়ার উপশম পর্য্যন্ত কয়েকদিনের জন্য, প্রিয়নাথ বাবুর এবং স্কুলের কর্তৃপক্ষ বাবুদের নিকট আমাদের থাকিবার ঘরে অথবা ভিতর বাটীর কোন স্থানে থাকিতে চাহিলাম; কিন্তু "বাটীর ভিতর স্থানাভাব এবং বিদ্যালয়-সীমার মধ্যে অন্য ব্যক্তির অবস্থিতি বিদ্যালয়ের নিয়ম-বিরুদ্ধ" এইরূপ বলিয়া উভয় পক্ষই স্থানদানে অস্বীকার করায়, অনেকক্ষণ স্থিরভাবে অন্য আশ্রয়-লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার পর, হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধীরে ধীরে বাগ্‌বাজার-

নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। 'জীবন-পরীক্ষা' দ্বারা তাঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল। তিনি আমার নিকট সকল কথা শুনিয়া, বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া গম্ভীরভাবে ইংরাজী ভাষায় একখানি পত্র লিখিলেন; এবং উহা আমাকে দিয়া বলিলেন,—"তুমি শ্যাম-বাজারে মামার বাড়ীতে (জমীদার রায় মোহনলাল মিত্রের বাটীতে) গিয়া বিপিনবিহারী বাবুকে * এই পত্রখানি দাও। পত্রে যেরূপ লিখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় সুবিধা হইতে পারে; যদি একান্তই না হয়, পরে অন্য বিবেচনা করা যাইবে।"

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে (প্রিয়নাথ বাবুর আবাসে অবস্থিতিকাল মধ্যে) একদা সন্ধ্যার পর, 'গুপ্তলিপি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা সুরেন্দ্রলাল সোম নামক এক সদাশয় ব্যক্তির সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে রায় মোহনলাল মিত্র জমীদার বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া, রায় বিপিনবিহারী, প্রমথনাথ ও

* কলিকাতার শ্যামবাজার-নিবাসী জমীদার রায় মোহনলাল মিত্র এবং রায় শ্যামলাল মিত্র সহোদরদ্বয় পশুপতি বাবুর মাতুল ছিলেন। শ্যামলাল বাবুর একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী মিত্র, এবং মোহনলাল বাবুর পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠের নাম শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ মিত্র ও কনিষ্ঠের নাম শ্রীযুক্ত রায় চন্দ্রনাথ মিত্র। বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপিনবিহারী, প্রমথনাথ ও চন্দ্রনাথের সহোদর না হইলেও, ইহাঁদিগের দ্বারা অগ্রজ (বড় দাদা) বলিয়া সম্ভাবিত হওয়ায় এবং পরস্পরের ঐকান্তিক সদ্ভাব এবং নিরন্তর একাবাসে একত্র অবস্থিতি জন্য, বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত, সকলেই এই ভ্রাতৃত্রয়কে সহোদরাই বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

চন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সুরেন্দ্রলাল বাবুর নিকট হইতে পরিচয় পাইয়া, বিনীত যুবক বিপিনবিহারী বাবু, "ইতিপূর্ব্বে 'জীবন-পরীক্ষা' গ্রন্থপাঠ করিয়া লেখকের মূর্ত্তি-দর্শনে বড়ই ইচ্ছুক ছিলাম, আজ বহু সৌভাগ্যবলে আপনার দর্শন পাইয়াছি", ইত্যাদি বিবিধ বাক্যে সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন। ক্রমে সুরেন্দ্রলাল বাবু গীতের কথা উত্থাপন করায় বিপিনবিহারীর অনুরোধে দুই একটা গানও করিতে হইল। সেই একদিনের সাক্ষাৎ ও সামান্য আলাপের পর, অনুরোধের বাধ্য হওয়ায় আরও দুই একদিন বাটীতে আসিয়া বিপিনবিহারী ও প্রমথ-নাথাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। কিন্তু পশুপতিনাথ বাবুর ন্যায় ইহাঁদের সহিত তখনও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই।

যাহা হউক, পশুপতিনাথের আদেশানুসারে সেই রাত্রিতেই রায় মোহনলাল মিত্র বাবুর বাটীতে আসিয়া বিপিনবিহারী বাবুকে সেই পত্রখানি দিলাম। উহা পাঠের পর তিনি আমার নিকট প্রিয়নাথ-নিবাসে অবস্থিতির ব্যাঘাত-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা সবিশেষ জানিলেন। পরে নিজ-ভ্রাতা প্রমথনাথের সহিত অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া কহিলেন,—"আমাদের বাটীর মধ্যে অতিরিক্ত এমন একটীও ঘর নাই যেখানে তুমি অবাধে ও সুবিধামত বাস করিতে পার। ঠাকুরবাড়ীতে * একটী নূতন ঘর প্রস্তুত হইতেছে; ন্যূনাধিক এক মাসের মধ্যে উহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। ঐ গৃহের কার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত যদি তুমি আর কোথাও থাকিবার যোগাড় করিতে পার, অথবা

* মিত্র বাবুদের বাসভবন ও দেবালয় এক সীমার মধ্যেই অবস্থিত, কেবল প্রবেশদ্বার মাত্র পৃথক্। এই দেবালয়ে ৺ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে।

আমাদের বেলগেছিয়ার বাগানবাড়ীতে (শ্যামবাজারের প্রায় একক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে) গিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে অতঃপর ঐ গৃহেই তোমাকে থাকিতে দিতে পারি।"

বিপিনবিহারী ও প্রমথনাথ উভয় ভ্রাতারই অল্প বয়সে এই-রূপ ভদ্রতা, উচ্চাশয়তা ও পরদুঃখকাতরতা দেখিয়া আমার অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মিল। আর প্রকৃত নিরাশ্রয়, দরিদ্র এবং পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করিলে, আশ্রয়দাতার যদি কিছু পুণ্য হয়, তবে উহাঁরা তাহারও অধিকারী হইলেন। আমি ভ্রাতৃসহ বাগানেই গিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইয়া সেই 'শেষ রাত্রি' যাপনার্থ প্রিয়নাথ-নিবাসে গমন করিলাম।

পরদিন (১২৯৪ সালের ২৩এ ফাল্গুন) প্রাতঃকালে শ্রদ্ধা-স্পদ পশুপতিনাথ ও শ্যামলাল প্রভৃতি অনুগ্রাহক ব্যক্তিবর্গকে প্রিয়নাথ-নিবাস হইতে বিদায় ও বেলগেছিয়া যাইবার সংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিদূন ১৫ মাস বাসের পর, মোহনবাগান হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর, বাসগৃহকে প্রণাম করিয়া,—আবাসস্বামী ও তত্রত্য পরি-চিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট বিনীতভাবে বিদায় গ্রহণ করিয়া,— বিপিন বাবুর আবাসে আসিলাম ; এবং তাঁহাদের বাগান ও বাসগৃহ দেখাইয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া উভয় ভ্রাতাই বেলগেছিয়ার বাগানে গেলাম। এ যাত্রায়ও নগেন্দ্রনাথ আমাদিগকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রিয়নাথ-নিবাসে অবস্থিতিকালে, 'আহ্নিক-ক্রিয়া' পুস্তক প্রকাশের পর, ১২৯৫ সালের আশ্বিন মাসে শ্যামলাল বাবুর সম্পূর্ণ অর্থসাহায্যে 'কুমার-রঞ্জন' নামক বিদ্যালয়পাঠ্য আর

একখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়; এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের পাঠ্য হইবার সঙ্কল্পে 'জীবনকুমার' নামক অপর একখানি সাহিত্য গ্রন্থের লিখন আরম্ভ হইয়াছিল।

কেবল শয়ন-স্থানের অভাব জন্যই আমাদিগকে বেলগেছিয়ার বাগানে যাইতে হইয়াছিল। প্রিয়নাথ বাবুর আবাসে অবস্থিতি কালে যেখানে (শ্যামবাজারে) আহার হইত, এক মাসের জন্য বাগানে আবার নূতন বন্দোবস্ত না করিয়া সেইখানেই আসিয়া আহার করিতাম। যোগীনের সে সময় মেক্যানিক্স আলায়েন্সে চাকরী থাকায়, সে, প্রাতঃকালে ৮টার মধ্যে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক একটী লণ্ঠন লইয়া শ্যামবাজারে আসিত; এবং আহার-স্থানে উহা রাখিয়া, আহারান্তে যথাসময়ে কর্ম্মস্থানে যাইত। আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পর, উল্লিখিত জীবনকুমার-গ্রন্থ-লিখন-কার্য্যে বেলা ৯।১০টা পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়া, স্নানান্তে শ্যামবাজারে আসিয়া আহার করিতাম। পরে সমস্ত দিন কলিকাতার ইতস্ততঃ ঘুরিয়া রাত্রিতে আহারান্তে সেই লণ্ঠন লইয়া উভয় ভ্রাতাই বাগানে গিয়া শয়ন করিতাম। দুইজন উড়িয়া মালীই বাগানে আমাদের সঙ্গী ছিল।

প্রায় দুইমাস কাল এইরূপে বাগানে রাত্রি যাপন এবং শ্যামবাজারে যাতায়াতের পর, ১২৯৫ সালের ১৪ই বৈশাখ শ্যামবাজার 'মিত্র-দেবালয়ে' (বিপিন বাবুদের ঠাকুর-বাড়ীতে) আসিলাম। শ্যামলাল বাবুর অনুগ্রহজন্য, আশ্রয়দাতৃবর্গকে উদরান্নের ভার গ্রহণ করিতে হইল না বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত তৈলে গৃহ আলোকিত, তাঁহাদের রজক দ্বারা বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত, এবং অন্যান্য অনেক সাহায্য হইতে লাগিল।

মিত্র-দেবালয়ে আগমনের কয়েকদিন পরে মেক্যানিক্স আলায়েন্সের হীনাবস্থা হওয়ায় উহার কর্তৃপক্ষ, যোগীন্দ্রনাথকে দিল্লী-নগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবী সাই নামক বৈশ্যজাতীয় এক ব্যক্তির অধীনে কার্য্য প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করিয়া গাড়ীভাড়া দিয়া তাহাকে (দশ টাকা বেতনেই) দিল্লীতে প্রেরণ করেন।

কেবল উদরান্ন ও মাতাপিতার দুর্দ্দশাদূরীকরণ জন্য যোগীন সপ্তদশবর্ষ বয়সে একাকী সেই বহুদূরবর্ত্তী দেশে অন্ন (ভাত) লাভের অসুবিধা ও বহুপ্রকার যাতনা সহ্য করিয়া, ছয় মাস অবস্থিতির পর, প্রভুর সহিত অকৌশলজন্য কর্ম্মচ্যুত হয় *। কিন্তু অর্থাভাবে কলিকাতায় আসিতে না পারিয়া, নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় ২।১ দিন চেষ্টার পর, দিল্লীর বিখ্যাত ফটো-গ্রাফার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন মহাশয়ের আশ্রয়ে ১০৲ বেতনেই ফটোগ্রাফি-সম্বন্ধীয় কার্য্য পাইয়া, আরও ৬ মাসকাল তথায় অবস্থানান্তর ১২৯৬ সালের ৭ই বৈশাখ কলিকাতায় আইসে। শুনিয়াছি শরৎ বাবু ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গ (দিল্লীর বিখ্যাত বাঙ্গালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন প্রভৃতি) সকলেই যোগীনকে যত্ন

---

* দিল্লীতে চাউল বহুমূল্য বলিয়া সেই দেশের অধিবাসিগণ দুই বেলাই রুটী খাইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় 'ভে'ত বাঙ্গালীর' পক্ষে উহা ক্লেশদায়ক সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত শুনিয়াছি, দেবীসাইকর্ত্তৃক মদ্যপানাদির জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও উহা অস্বীকার করণাপরাধে অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়ায় যোগীন্দ্রনাথকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে এইরূপ কথা ছিল যে, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় তিনিই যোগীনের গাড়ীভাড়া দিবেন, কিন্তু বিদায়-কালে উহা দেওয়া দূরে থাকুক, এক মাসের প্রাপ্য বেতন দশটী টাকা পর্য্যন্তও দেন নাই।

করিতেন, এবং তাঁহারা এক বেলা ভাত না খাইয়া থাকিতে পারিতেন না বলিয়া, যোগীনেরও উহা প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

যোগীন্দ্রনাথের দিল্লীতে অবস্থিতিকালে আমাদের তৃতীয়া ভগ্নী সুরাজলক্ষ্মীর বিবাহ হয়। পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং পাত্রী মনোনীত হওয়ায়, রাজলক্ষ্মী ও বিরাজলক্ষ্মীর বিবাহে পাত্রপক্ষ নিজেরাই কন্যাকর্ত্তার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সুরাজলক্ষ্মীর গঠন ও মুখশ্রী প্রভৃতিতে বিশেষ কোন দোষ না থাকিলেও, বর্ণ অন্য সকল ভগ্নী অপেক্ষা মলিন, এবং বাল্যকালে প্রবল পীড়ায় পাদদ্বয়ের শিরা ঈষৎ সঙ্কুচিত হওয়ায় গমনকালে কিঞ্চিৎ খোঁড়াইয়া হাঁটে বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত-রূপে তাহার বৈবাহিক-ব্যয়লাভের সুবিধা না হওয়ায়, পিতার সেই কন্যাদায় "উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র" বলিয়া আমার স্কন্ধেই ন্যস্ত হয়। সুতরাং পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট 'ভগ্নীদায়' জানাইয়া ভিক্ষা দ্বারা কোনক্রমে সে দায়ে নিস্তার পাইয়াছিলাম *।

---

* এই ভগ্নীদায়ে অন্নদাতা শ্যামলাল বাবু চেলীর জোড়, শাড়ী ও একটী নলকের মুক্তা,—আশ্রয়দাতা বিপিনবিহারী বাবু, বরের দানসজ্জা (থালা ঘড়াদি) এবং সভাবাজার-রাজবাটী-নিবাসী অনুগ্রাহক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ মহাশয় বরের জন্য দুইটী স্বর্ণাঙ্গুরীয়, দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু, বাবু পশুপতিনাথ বসু, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বাবু নিবারণচন্দ্র দত্ত, প্রভৃতি মহোদয়গণ আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর, কেবল শ্যামলাল বাবুর নিকট ব্যতীত এই ভগ্নীদায়ের পূর্ব্বে আর কাহারও নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিতে হয় নাই। এমন কি, কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিছু দিতে চাহিলে, 'প্রয়োজনাভাব' বলিয়া তাহাও লইতে অস্বীকার করিতাম।

যোগীন্দ্র দিল্লী যাইবার ২।৩ মাস পরে (শ্রাবণ মাসে) অমৃত-নাথ কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আবার কলিকাতায় আইসে। আসিবার ২।৪ দিন পরে কলিকাতার ঠঁঠনিয়া-নিবাসী স্বধর্ম্মনিরত সদাত্মা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধ-পত্রের সম্মান-রক্ষার্থ বিখ্যাত র‍্যালী ব্রাদার্স কোম্পানির কলিকাতা অফিসের বর্ত্ত-মান মুচ্ছুদ্দি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাবু, অমৃতকে অবৈতনিক কার্য্যশিক্ষার্থিরূপে অফিসে যাতায়াত করিতে আদেশ দেন। ঐ সময় চোরবাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত নামক এক সদাশয় ব্যক্তি উক্ত অফিসে কার্য্য করিতেন। অমৃতনাথ অফিসে বাহির হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। এক্ষণে নিবারণ বাবুকে ভ্রাতৃসম্বন্ধে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করায়, তিনি ৫।৬ মাস পরে উহার কোন কার্য্য লাভ হইতে পারে এই বিবেচনায় অনুগ্রহপূর্ব্বক ছয়মাসের আহারের জন্য ৩০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয়মাস কাল অতীত হইল; নিবারণ বাবুর প্রদত্ত মাসিক সাহায্য-প্রাপ্তির সময়ও শেষ হইল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ধীরেন্দ্রনাথ বাবু কোন কার্য্যের যোগাড় করিয়া দিতে না পারায় অগত্যা অমৃতনাথ অন্নাভাবে আবার গোক-র্ণীতেই ফিরিয়া গেল। সংসারের দুরবস্থা ও অভাবে পিতার সতত বিরক্তির ভাব পাঠক পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। তাহাতে আবার সেই সময় (হরিলক্ষ্মীর পর) উজ্জ্বলালক্ষ্মী নাম্নী আমাদের আর একটী ভগ্নী প্রসূত হওয়ায়, পিতার সংসারে পরিবারবৃদ্ধিজন্য অভাবও বাড়িয়াছিল। সুতরাং অমৃতনাথ গোকর্ণীতে গিয়াও তথায় অধিক দিন থাকা অনুচিত মনে করিয়া

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পত্র লিখিয়া তাহার জন্য চাকরীর চেষ্টা করিতে বলিত।

প্রিয়নাথ-নিবাসে 'জীবনকুমার' নামক বিদ্যালয়-পাঠোপযোগী যে সাহিত্য-গ্রন্থের লিখন আরম্ভ হইয়াছিল, এই সময় (১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে) তাহা পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী রাজশ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের আংশিক সাহায্যে (কাগজের মূল্য পাইয়া) এবং কলিকাতা গ্রেট ইড়িন্ প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আংশিক সাহায্যে (পুস্তক বিক্রয় দ্বারা মুদ্রণ-ব্যয় লইবেন এই ব্যবস্থায়) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

১২৯৬ সালের ৭ই বৈশাখে যোগীন্দ্রনাথের কলিকাতায় (শ্যামবাজারের বাসস্থানে) আগমনের কথা পাঠককে পূর্ব্বে জানাইয়াছি। যোগীনের এখন আর পূর্ব্বের সে ভাব নাই। যৌবন-বিকাশ ও স্থানপরিবর্ত্তন জন্য দেহের যেমন রূপান্তর ঘটিয়াছে, সেইরূপ মনও অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে, কিছুকাল বিদেশে বাসজন্য এখন পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর হইয়াছে, বাঙ্গলা, উর্দ্দু ও ইংরাজী মিশ্রিত ভাষায় আলাপ করিতে শিখিয়াছে, অর্থার্জ্জনে সামর্থ্যপ্রযুক্ত স্বয়ং স্বাধীন এই বিবেচনা হইয়াছে, এবং অবিনয় ও ক্রোধাদি ঔদ্ধত্যও কিছু কিছু লাভ করিয়াছে। তবে তাহাকে বিশেষ কোন কুকর্ম্মপরায়ণ লক্ষিত না হওয়ায়, বোধ হয় কোনক্রমে ঐ সকল শোধিত হইতে পারে।

সে যাহা হউক, যোগীন্দ্রনাথ এই ভাবে একমাস নিষ্কর্ম্মাবস্থায় (দিল্লীর উপার্জ্জিত ২৪টী মুদ্রা হইতে আহারাদি সম্পাদনপূর্ব্বক) অবস্থিতির পর, বহুবাজার "আর্টওয়ার্কাস লিগ্" নামক একটী কার্য্যালয়ের ফটোগ্রাফি-বিভাগে দ্বাদশ মুদ্রা

বেতনে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হয়। প্রতিমাসে যে বারটী টাকা বেতন পাইত, তাহা হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাঁচটী করিয়া টাকা পিতার সংসার-নির্ব্বাহার্থ গোকর্ণীতে পাঠাইয়া দিত, অবশিষ্ট সাত টাকা নিজের নিকটেই রাখিয়া গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। সাত টাকা হইতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে কি না, তদ্বিষয়ে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইত না। কিন্তু বিলাসিতাদিজন্য কোন প্রকার অমিতব্যয়ও দেখা যায় না।

যে সময় যোগীনের আর্টওয়ার্কাস্ লিগে চাকরী হয়, ঠিক সেই সময়েই কলিকাতা কাশীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত নামক এক সদাশয় ব্যক্তির অনুরোধে, এবং কলিকাতা সুবর্বন পুলিশের সুযোগ্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের অনুগ্রহে, অমৃতনাথ শিয়ালদহ-পুলিশ-আদালতে ৮৲ টাকা বেতনে একটী রাইটর কন্‌ষ্টেবলের কার্য্য প্রাপ্ত হয়। এক বৎসরকাল উত্তীর্ণ হইল অমৃতনাথ ঐ কার্য্যই করিতেছে; কিন্তু বেতন কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। বরং ৮৲ টাকা বেতন হইতেও মাসে চারি আনা বাদে ৭৸৹ আনা পাইয়া থাকে। অমৃতনাথ তাহা হইতেই নিজের অন্ন বস্ত্রাদির খরচ চালাইয়া যাহা কিছু বাঁচাইতে পারে, তাহা পিতার সংসারেই দিয়া থাকে।

পাঁচ ছয় মাস চাকরী করিবার পর, কার্য্যদক্ষ বলিয়া যোগীনের দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। তাহার পর, ২।৩ মাস হইল আরও একটী টাকা বাড়িয়াছে; এখন সে, মাসিক ১৫৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকে। কিন্তু পিতার সংসারে পূর্ব্বে মাসিক যে পাঁচটী করিয়া টাকা দিত, এখনও তাহার অধিক আর কিছুই দেয় না। যোগীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ৫৲ এবং অমৃতনাথ-প্রদত্ত ২৲

এই সাতটী মাত্র টাকায় (চাউল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই ক্রয় করিয়া) ছয়জন পরিবারের (মাতা পিতা ভ্রাতৃত্রয় ও একটী গাভীর) অতি কষ্টে দিনপাত হয়। যোগীনকে আরও কিছু অধিক দিতে বলিলে, সে স্বীকৃত হয় না; বলে,—'আজ যদি আমার চাকরী যায়, তবে কাল আমায় কে খাওয়াইবে?'—তবে সংসারের কোন আকস্মিক প্রয়োজনে তাহাকে অনুরোধ করিলে সঞ্চিত অর্থ হইতেই দিয়া থাকে। এইরূপ ব্যয়ের পর মাসিক গড়ে ২৲ টাকা হিসাবে জমাইলেও এই কয়েক মাসে বোধ হয় ৩০।৩২ টাকার অধিক সংস্থান করিতে পারে নাই।

ফলতঃ ভ্রাতৃগণের অর্জ্জিত অর্থের ব্যয়-স্থিতি-সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন সংবাদ লইবারই প্রয়োজন হয় না। আমি শ্যাম-লালের নিকট হইতে মাসিক যে পাঁচটী করিয়া টাকা পাই, তদ্দ্বারাই উদরসেবা হয়; তদ্ব্যতীত আমার যে আর কিছু নির্দ্দিষ্ট উপার্জ্জন নাই, তাহা পাঠককে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। তবে মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের উপার্জ্জনের বিষয় পাঠককে জানাইবার প্রয়োজন হওয়ায়, এস্থলে উহার উল্লেখ করিলাম।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

পিতৃদায় ও উত্তরীয়গ্রহণ।

সহৃদয় পাঠক! যে 'জীবন্ত-পিতৃদায়' আপনাদের বোধগম্য করাইবার জন্য, এতাবৎকাল বিবিধ সাংসারিক কথায়, এবং নিজের উপযুক্ততা-প্রদর্শনার্থ, আত্মকাহিনী (বর্ত্তমান-শরীর-ধারণ-

কালীন স্থূল অবস্থা ও কার্য্য) বর্ণন দ্বারা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম,—এক দয়ালু ব্যক্তির কতকগুলি মুদ্রা হয়ত অপব্যয়ই করিলাম,—এখন সেই 'দায়' প্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। উহা শুনা না শুনা আপনাদের ইচ্ছা।

"কোন উপায়ে অর্থার্জ্জন দ্বারা পিতার সাংসারিক ক্লেশ দূর করিতে সমর্থ না হইলে আর গোকর্ণীতে ফিরিব না"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক থাকায়, প্রথম কলিকাতায় আসিবার পর আমি যে প্রায় পিত্রালয়ে যাইতাম না, এ কথা পাঠককে পূর্ব্বে জানাইয়াছি। তবে কখনও মাতার বিশেষ ব্যাকুলতা শুনিতে পাইলে গোকর্ণী গিয়া মাতাপিতাকে দর্শন করিয়া ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিতাম। পরে, হিন্দু-সমাজের মাননীয় নিয়মানুসারে বিজয়াদশমীর দিন মাতা-পিতাকে প্রণাম কর্ত্তব্য বোধ হওয়ায়, বৎসরের মধ্যে কেবল দুর্গোৎসবের সময় ৩।৪ দিন মাত্র গোকর্ণীতে থাকিতাম।

এইরূপে পিতৃনিবাসে অল্পকাল বাসহেতু, কেহ আমার স্বভাবের বিকৃতি ভাবিয়া, আবার কেহ বা সংসারে ঔদাসীন্য সিদ্ধান্ত করিয়া, আমার এবং মাতাপিতার সহিত কতপ্রকার কথা কহিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর, নির্ব্বেদ, সংগ্রাম, প্রার্থনা ও শান্তি বিষয়ক প্রসঙ্গ-পূর্ণ 'জীবন-পরীক্ষা' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায়, অনেকেই স্থির করিলেন যে, আমি বাস্তবিকই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছি। এই বিষয় অতিরঞ্জিত হইয়া ক্রমশঃ মাতাপিতার নিকট এইরূপ সংবাদ পঁহুছিল যে, আমি গৈরিক বসন ও চিমটা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছি; এই সময় যদি

কোনক্রমে তাঁহারা আমাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করেন, তবে আমি শীঘ্রই নিরুদ্দেশ হইয়া কোথাও যাইব।

এই সংবাদ পাইয়া পিতা এক দিন সহসা কলিকাতায় আসিলেন; এবং আমাকে গৈরিক বসন ও চিম্‌টাদিধারী না দেখিলেও দীর্ঘ-কেশ-শ্মশ্রু-বিশিষ্ট দেখিয়া, জনশ্রুতি যথার্থ বোধে, মাতার ব্যাকুলতা জানাইয়া, অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। পরদিন পিতার সহিত গোকর্ণী গেলাম; এবং "আমি সংসারে উদাসীন হই নাই, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার * মত জোর শক্তি পাই নাই," ইহা বুঝাইয়া বলিলাম। সেই সময়ে মাতৃদেবী, "বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারি বারও গোকর্ণী যাইতে হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। তদনুসারে তাঁহারা সংবাদ দিলেই অন্ততঃ এক দিনের জন্যও পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিতে হইত।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত দ্বারা শিথিল স্বজন-মমতা-বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে লাগিল; এবং ছোট ভাই বোনগুলি তাহাদের 'বড় দাদার' পরিচয় পাইয়া, কোলে আসিয়া, শিশু-সুলভ আলাপ করিয়া, সেই মমতা-বন্ধন দৃঢ়তর করিতে লাগিল। আমার পিত্রালয়ে উপস্থিতিসংবাদ শুনিয়া প্রতিবেশী বয়োজ্যেষ্ঠ ও পূজ্য ব্যক্তিগণ, "মাতাপিতার সেবাই সংসারের সারধর্ম্ম" এই বিষয়ে বিবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা যাতায়াতে মাতাপিতার সাংসারিক অভাবসমূহ (যে সকল অভাব এত-দিনের সুদীর্ঘ অদর্শনে সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকিত না সেই

* সংসার ত্যাগ করিবার মত শক্তির কথা এস্থলে বর্ণনীয় বটে।

সকল) প্রত্যক্ষীভূত হওয়ায় মন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চঞ্চল ও উহা নিবারণে সচেষ্ট হইয়া উঠিল।

১২৭৮ সালের ২৯এ শ্রাবণে পিতা, জমীদার উমেশচন্দ্র দত্তের উদ্যান-বাস ত্যাগ করিয়া, বার্ষিক পাঁচ টাকা কর দিয়া দুর্গাদাস বাবুর ঠিকা প্রজাস্বরূপে ভাটপাড়ার ঠাকুরমহাশয়দের জমীতে, বাঁশের ছেঁচা বেড়া দ্বারা নূতন দুইখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া বাস করিয়াছিলেন, এ কথা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। ১২৭৮ হইতে ১২৯৭ সাল পর্য্যন্ত পূর্ণ ১৯ বৎসরে (মধ্যে মধ্যে সংস্কারাভাবে) সেই বাঁশের খুঁটী ও ছেঁচা বেড়ার সামান্য ঘর, বর্ত্তমান সময় যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে, সুরম্য সৌধ-নিবাসী ধনবান্ পাঠক তাহা বুঝিতেই পারিবেন না।

পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে (বিরাজলক্ষ্মীর বিবাহের কয়েক মাস পূর্ব্বে এবং আমার ট্র্যামওয়ের কার্য্য যাইবার পরে) অতি জীর্ণ রান্নাঘরখানি প্রবল বাতাসে পড়িয়া যাওয়ায়, পিতার বহু চেষ্টা ও ভিক্ষা দ্বারা, এবং মাতার প্রচ্ছন্ন-সঞ্চিত কতিপয় মুদ্রা-সাহায্যে, পুরাতন চাল প্রভৃতি মেরামত করিয়া লইয়া, ও দ্বারে আগড়ের পরিবর্ত্তে আমের তক্তার কপাট দিয়া, একখানি নূতন পাকশালা প্রস্তুত, এবং কেবল বাড়ীর সম্মুখে মৃণ্ময় প্রাচীর দেওয়া, হইয়াছিল। কিন্তু শয়ন-গৃহ-খানি তখনও দাঁড়াইয়া থাকায়, অর্থাভাবে উহা পুনর্নির্ম্মাণের আর সুবিধা হয় নাই।

গত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে উক্ত শয়নগৃহের পশ্চাদ্ভাগের খুঁটী-গুলি ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া ঘরখানি হেলিয়া পড়ায়, পশ্চাদ্দিক্ হইতে পৃথক্ বাঁশের ঠেস দিয়া কোনক্রমে পতন নিবারিত হইয়াছে; বেড়ার গায়ে যে মাটীর লেপ দেওয়া ছিল তাহার

অধিকাংশই খসিয়া যাওয়ায়, এবং উইয়ে জীর্ণ বেড়াতে নূতন মাটীর লেপ দিতে গেলে তাহা সর্ব্বশুদ্ধ পড়িয়া যাইতে পারে ভাবিয়া উহা না করায়, গৃহের চারিদিক্ই প্রায় অনাবৃত হইয়াছে; বর্ষা ও শীতকালে বৃষ্টি ও হিমাগম নিবারণজন্য মাদুরাদি দ্বারা বেড়া ঢাকা ভিন্ন আর কোন উপায়ই নাই। অধিক বর্ষা বা সামান্য ঝড়ের দিনও, চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইবার ভয়ে, শয়নগৃহ ছাড়িয়া সকলে রন্ধনগৃহেই গিয়া শয়ন করেন।

১২৯৫ সালের ফাল্গুন মাসে ভগ্নী স্বরাজলক্ষ্মীর বিবাহোপলক্ষে পিত্রালয়ে গিয়া, শয়নগৃহখানির উল্লিখিত জীর্ণাবস্থা দেখিয়া, এবং মাতাপিতার নিকট তাঁহাদের বাসস্থানাভাব ও সন্তানসন্ততিসহ অনাবৃত স্থানে শয়নহেতু রাত্রিতে প্রায়ই বৃশ্চিকদংশনাদিজন্য ক্লেশের কথা শুনিয়া, বড়ই ব্যথিত হইলাম। মনে হইল, একখানি নূতন শয়ন-গৃহ প্রস্তুত না হইলে আর কোনক্রমেই চলে না; কিন্তু তখন সে চিন্তার সময় নহে বলিয়া, বিবাহ-কার্য্যেই ব্যাপৃত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, বিবাহান্তে সেই ভগ্ন কুটীরই বর-কন্যার বাসর-গৃহ হইয়াছিল।

বিবাহের তিন চারি দিন পরে, আমি ও অমৃতনাথ যে দিন কলিকাতায় আসিব তাহার পূর্ব্বদিবস এক সময়, পিতৃদেব ২।১ জন প্রতিবেশীর সহিত কথোপকথন-কালে প্রসঙ্গক্রমে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাবা! শুইবার ঘরখানি ত একেবারেই গিয়াছে, ভিক্ষাদি দ্বারা কোনরূপে যদিও এক বেলা এক মুষ্টি খাইতে পাই; কিন্তু মাথা পাতিয়া থাকিবার একটু আশ্রয় নাই। সম্মুখে কাল-বৈশাখ আসিতেছে, একটু হাওয়া উঠিলেই কুঁড়েখানি পড়িয়া যাইবে। এই সময় হইতে

তুমি যদি একটু মনোযোগ না কর, তবে আমরা আর কাহাকে বলিব বল? ও দুটো ছোঁড়া (অমৃত ও যোগীন) ত ছেলে মানুষ—ওদের কথা ধরি না; ভগবানের কৃপায় তুমি উপযুক্ত হইয়াছ, দশ জন বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও করিয়াছ, তুমিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।"

প্রতিবেশী যে দুই এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পিতার উল্লিখিত বাক্যের পোষকতা করিয়া বলিলেন,—"বাবাজী! তুমি এখন উপযুক্ত হইয়াছ, কত বই লিখিয়া লোককে উপদেশ দিতেছ, তোমাকে আর বেশী বুঝাইতে হইবে না। দেখ, যে মাতাপিতার কৃপায় কৃতী হইলে, দশজনের নিকট পরিচিত হইতে পারিলে, তাঁহাদিগের দুঃখ দেখিয়া কি তোমার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? টাকা কাহারও চিরস্থায়ী নয়—সঙ্গেও যায় না, বৃদ্ধ মা বাপের অভাব দূর কর, মঙ্গল হইবে। একখানা মাটীর ঘর ত তুচ্ছ, তুমি মনে করিলে,—তুমি একবার মুখের কথা খসাইলে,—তোমার মা বাপকে কোটাঘরে বাস করাইতেও পার। আমরা সবই জানি।"

প্রবীণ প্রতিবেশিবর্গের মুখে এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণে আমার মনে কেমন এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল। ইতিপূর্ব্বে কখন কখন লোকমুখে পিতার কল্পনা-প্রসূত এইরূপ কথা শুনা যাইত যে,—"আমি পুস্তক-বিক্রয়াদি দ্বারা কিছু সঙ্গতি করিয়াছি; অথচ মাতাপিতার দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াও তাহা হইতে এক পয়সা তাঁহাদের সেবায় ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহি। তা'ছাড়া, কলিকাতার এত ধনবান্ লোক আমার বাধ্য আছেন, যে আমি তাঁহাদিগকে 'মুখের কথা খসাইলেই'

পিতার সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়।”—এতদিন যে সকল কথাকে অলীক রটনা মনে করিতাম, আজ পিতার মুখে গৃহনির্ম্মাণ-সম্বন্ধীয় কথাপ্রসঙ্গে, এবং প্রতিবেশিবর্গের বাক্যে, আমার ঐ সকল প্রকৃত বোধ হওয়ায়, মন বড়ই ব্যথিত হইল। বেশ বুঝিলাম যে, স্বার্থপরতাই সংসার-বন্ধনের মূলগ্রন্থি।

যাহা হউক, উহাঁদের উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদনের জন্য বিনীতভাবে কহিলাম,—“মহাশয়! ২৫ বৎসর বয়স হইয়াছে বলিয়া যদি আপনারা আমাকে ‘উপযুক্ত’ স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি উপযুক্তই বটি; কিন্তু সাক্ষাৎ কৃতান্তদূতস্বরূপ শ্বাসরোগ ইদানীং দেহকে যেরূপ কাতর করিয়াছে তাহাতে এখন আর শ্রমজনক কোন কার্য্যই করিতে পারি না। এক ব্যক্তি দয়া করিয়া মাসে ৫৲টী টাকা দেন, তাহাতেই আমার আহার চলে, আর এক ব্যক্তি অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাড়া না লইয়া একটী ঘরে থাকিতে দিয়াছেন, সেইখানে বাস করি। বস্ত্রাদির আবশ্যক হইলে ভিক্ষা ভিন্ন তাহা প্রাপ্তির আর প্রায় কোন উপায়ই নাই। এই ত আমার অবস্থা।

আপনারা হয় ত মনে করিয়াছেন যে আমি পুস্তক বিক্রয় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। আপনাদের এরূপ অনুমান অলৌকিকও নহে; কিন্তু আধুনিক লোকের রুচির অনুযায়ী না হওয়ায় প্রায় কোন পুস্তকই বিক্রীত হয় না। ২।১ জন ভিন্ন-রুচিসম্পন্ন লোকের কৃপায় যদি কোন পুস্তক কদাচিৎ ২।১ খানি বিক্রীত হয়, প্রকাশকগণ (যাঁহারা পুস্তক বিক্রয় দ্বারা অগ্রে আপনাদের ব্যয়িত মুদ্রা গ্রহণ করিবেন এই ব্যবস্থায় পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন) তাহা আপনাদের প্রাপ্য বলিয়া লইয়া

থাকেন। তবে কখন পিতার কোন বিশেষ প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের নিকট যাহা ভাঙ্গাইয়া যদি কিছু পাই, তাহা পিতাকেই দিয়া থাকি। সত্য মিথ্যা পিতাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

যে সকল পুস্তক বিক্রীত হইলে কিছু অর্থলাভের সম্ভাবনা বুঝিয়াছিলাম, সে সকলের, অর্থাৎ 'জীবন-পরীক্ষা' 'কুমার-রঞ্জন' ও 'জীবনকুমার' প্রকাশকালে উহার, স্বত্বাধিকার পিতা, মাতা ও মধ্যম ভ্রাতাকে আইনানুসারে রেজিষ্টরী করিয়া দিয়াছি। কিন্তু কেহ ক্রয় না করিলে আমি কি করিতে পারি বলুন?—মাতাপিতার কৃপায় এতবড় হইয়াছি, তাঁহাদের অভাব দূর করা যে আমার প্রধান কর্ত্তব্য তাহাও জানি, এবং শরীরের অক্ষমতা-সত্বেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই যখন অর্থার্জ্জনের সুযোগ হয় না, তখন আর কি করিব বলুন?

আপনারা হয় ত মনে করিয়াছেন যে, আমি টাকা জমাইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মাতাপিতার কষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অভাব দূরীকরণের জন্যই অর্থার্জ্জনের প্রয়োজন। অনেকে বহুকষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, বহুপ্রকারের অভাব সহ্য করিয়া, এমন কি পেটে না খাইয়াও, উহা সঞ্চয় করিয়া থাকেন। ঐ রূপে অর্থ সঞ্চয় করা,—বিশেষতঃ পরম গুরু মাতাপিতাকে ক্লেশ দিয়া অর্থ সঞ্চয় করা,—আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। অন্তর্যামীই তাহার একমাত্র প্রমাণ।"

এই বলিতে বলিতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ ও চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। উঠানে দাঁড়াইয়া এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, মা রান্নাঘরের দাবায় বসিয়া কি করিতেছিলেন। বোধ হয় আমাদের কথোপকথনে তাঁহার মনোযোগ ছিল। তিনি

আমাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, হাত ধরিয়া রান্নাঘরে লইয়া গেলেন, এবং "কাহারও কথা শুনিয়া দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই" ইত্যাদি নানা কথায় অনেক সান্ত্বনাও করিলেন।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া নানাবিধ চিন্তার পর, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম,—"যে কোন প্রকারে পারি, অবশেষে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও, পিতার গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অর্থার্জ্জনের চেষ্টা করিব।"—তখন কিঞ্চিৎ সাহস হইল। গর্ভধারিণীকে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা! কত টাকা হইলে একখানি ঘর প্রস্তুত হইতে পারে?" তিনি বলিলেন,—"আমি তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে শুনিয়াছি অমুকের ঘর বাঁধিতে ৭০।৭৫ টাকা পড়িয়াছিল। তবু ওদের বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি কিনিতে হয় নাই। আমা-দিগকে সমস্ত জিনিষই যখন কিনিতে হইবে, তখন অন্ততঃ ১০০৲ টাকার কমে আর দেয়াল দিয়া একখানি ঘর হইতে পারে না। উনি (পিতা) যদি বাজেখরচ না করেন, তবে ১০০৲ টাকায় কাঠের জানালা দরজা পর্য্যন্ত বসাইয়া আমাদের মত সামান্য লোকের উপযুক্ত একখানি ঘর হইতে পারে।"

রাত্রিকালে পিতাকেও একবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আনুমানিক যেরূপ হিসাব দিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, দুই শত টাকার কমে তাঁহার অভিলাষানুরূপ একখানি ঘর হয় না। পরে বলিলেন,—"বাবা! তুমি এই ভারটী গ্রহণ কর, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে। কার্ত্তিক মাসে গৃহের দেয়াল আরম্ভ করিতে হয়; ভাদ্র আশ্বিন নাগাইত বাঁশ বাকারি প্রস্তুত করাইতে হইবে।

একবারে সমস্ত টাকার প্রয়োজন নাই, ভাদ্র আশ্বিন মাসে কিছু টাকা পাইলেই গৃহের কার্য্যারম্ভ হইতে পারে।"

কথার ভাবে মাতা ও পিতা উভয়েরই অভিপ্রায় বুঝিলাম। ইতিপূর্ব্বে, 'পিতার গৃহনির্ম্মাণজন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব', মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম ; এক্ষণে পিতা স্বয়ং আশীর্ব্বাদের সহিত 'ভার-গ্রহণের' আদেশ করায়, সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইল। ভিক্ষা দ্বারা ২০০৲ টাকা সংগ্রহ করা কঠিন বিবেচনায় প্রথমে কিছু উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, কিন্তু ৬।৭ মাস সময় পাওয়ায়, ভিক্ষায় অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে ভাবিয়া, অপেক্ষাকৃত আশ্বাসিত হইলাম ; এবং পরদিন পিতার গৃহনির্ম্মাণ-দায়িত্বরূপ উত্তরীয়-গ্রহণ-জন্য অশুচিমনে কলিকাতায় আসিলাম *।

* ইতিপূর্ব্বে হাতিবাগানস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট যোড়াবাগান-নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাবুর 'জীবন-পরীক্ষা'-লেখকের মূর্ত্তি দেখিবার আগ্রহ শুনিয়া একদিন তাঁহার সহিত উক্ত বাবুর আবাসে উপস্থিত হই। প্রথম দিনের সদ্ব্যবহার ও অনুরোধে ২।৪ বার বাবুর আবাসে গমনাগমন করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এবার কলিকাতায় আসিয়া সাক্ষাৎ ও পিতৃদায়-জ্ঞাপনের পর, একদা বাবু আমাকে (প্রত্যহ দিবা ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত) বাঙ্গালা মহাভারত পড়িতে বলেন। শ্বাসরোগীর পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী গ্রন্থপাঠ কুপথ্য বলিয়া আমি প্রথমে উহাতে সম্মত হই নাই ; কিন্তু বাবুর অনেক পারিষদের নিকট এই কার্য্যের জন্য মাসিক কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশা পাওয়ায়, পিতৃদায়-জন্য ৪।৫ মাস বেতনগ্রাহী ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া (কদাচিৎ অনুপস্থিতি বা বিলম্ব জন্য কৈফিয়ৎ দিয়া) নিয়মিত পাঠ শুনাই। তাহাতে এক কপর্দ্দক না পাইলেও প্রাপ্তির আশায়, এবং পাঠের জন্য, বাবুর বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ-যাত্রাকালে তাঁহার সহিত (পশ্চিম) শিমুলতলায় গমন করি। কিন্তু নানা

ষোড়শ কাণ্ড।

ভিক্ষারম্ভ।

গোকর্ণীতে অবস্থিতিকালে পিতার গৃহনির্ম্মাণ-দায়িত্ব জন্য ভিক্ষার সঙ্কল্প মনে এমন প্রবলভাবে উদিত হইয়াছিল যে, সে সময় ভাবিয়াছিলাম, লজ্জা সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া অসঙ্কুচিতভাবে ভিক্ষা করিতে পারিব; কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া, অভাবের উত্তেজনায় দায় জানাইয়া ভিক্ষা-সম্বন্ধে পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট গিয়াও, অনভ্যাসপ্রযুক্ত বক্তব্য প্রকাশের সময় রসনা এমন জড়ীভূত হইতে লাগিল যে কিছুতেই সে অভাব জানাইতে না পারিয়া অন্যান্য কথার পর বাসায় ফিরিয়া আসিতাম।

এইরূপে পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট ২।৩ দিন যাতায়াতের পর, সুযোগ বুঝিয়া এক সময় পিতৃদায় জ্ঞাপন করায়, কেহ এতদূর দুর্দ্দশা অসম্ভব জ্ঞানে বিস্মিত, কেহ বিরক্তভাবে মৌন, কেহ অন্যমনস্কভাবে প্রসঙ্গান্তরে লিপ্ত, আবার কেহ বা আদ্যোপান্ত শুনিয়া কিঞ্চিৎ দানে স্বীকৃত, হইতে লাগিলেন। যে সকল ধনবান্ ব্যক্তি এরূপ নিঃস্ব না ভাবিয়া এতাবৎকাল কেবল মৌখিক আলাপ পরিচয় রাখিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা আমার

কারণে সেখানে অবস্থিতি অসহ্য হওয়ায়, বিশ্বনাথের ইচ্ছায় তথা হইতে মহাতীর্থ কাশীধামে গমন ঘটে। সেই জন্যই এই 'জীবন্ত-পিতৃদায়-গ্রন্থ 'তীর্থ-দর্শন-সূচনা' নামে অভিহিত হইয়াছে। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় এবং পাঠকবর্গের অনুগ্রহে সঙ্কল্পিত 'তীর্থ-দর্শন'-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তবে তাহার ভূমিকায় উক্ত অভিনব দাসত্ব-বিষয়ক রহস্য প্রকাশের আশা রহিল।

বাক্যে অর্থের প্রার্থনা বুঝিয়া, স্পষ্ট ‘দিব না’ বলিতে না পারিয়া, বিস্মিত ও মৌন রহিলেন ;—যাঁহারা এত দিন আমাকে অযাচক ভাবিয়া, সাক্ষাৎ হইলে সাদর-সম্ভাষণ ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা দ্বারা ‘স্নেহ-প্রদর্শন’ করিতেন, তাঁহারা অন্যমনস্কভাবে অন্যের সহিত প্রসঙ্গান্তরে লিপ্ত হইতে লাগিলেন ;—আর যাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে ‘আন্তরিক স্নেহ’ করিয়া থাকেন, এবং আমাকে নিঃস্ব বলিয়া জানিলেও এতদূর দুর্দ্দশাপন্ন জানিতেন না, তাঁহারাই ভিক্ষাদানে স্বীকৃত হইলেন।

পরিচিত ধনবান্ ব্যক্তিবর্গের নিকট ২।৩ দিন যাতায়াতের পর এক এক বার মাত্র পিতৃদায় জানাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে যাঁহারা বিস্ময়, মৌনভাব ও অমনোযোগিতাদি প্রকাশ দ্বারা অস্বীকারের ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পাছে লজ্জিত হন ভাবিয়া, এতাবৎকালমধ্যে আর তাঁহাদের দ্বারস্থ হই নাই। আর যাঁহারা স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও যে-সকল ব্যক্তিকে (তাঁহাদের আদেশমত ২।৫ বার যাতায়াত করিয়া) আন্তরিক পর-দুঃখ-কাতরতা-বশতঃ দান করিতে স্বীকৃত হন নাই এরূপ বুঝা গিয়াছিল, (অর্থাৎ যিনি বাড়ীতে থাকিয়াও, ‘আপদ্’ ভাবিয়া, অনুপস্থিতি জানাইতেছেন,—যিনি সাক্ষাৎ হইলে ‘যাচক’ জানিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন,—যিনি হাতে টাকা থাকিতেও, আশা দিয়া অনেক দিন ঘুরাইতেছেন, এইরূপ বুঝিলাম,) তাঁহাদিগের দানপ্রাপ্তির ভরসাও ত্যাগ করিয়াছি।

অবশেষে দীর্ঘকালের (১২৯৫ সালের চৈত্র হইতে ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ১৫ মাসের) ঐরূপ ভিক্ষায়, যে স্থান হইতে

যাহা লাভ হইয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধ-সম্পাদনের যতদূর সুবিধা হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইতেছে* ;—

কলিকাতা পার্শ্বির বাগান-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় (এককালীন) ১০৲; শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক, বড়বাজার, (৩ বারে) ৬৲; কুমার শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায়, দরমাহাটা, (এককালীন) ৫৲; এবং অন্নদাতা শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মল্লিক, যোড়াসাঁকো, (দুই বারে) ৪৫৲; এই সর্ব্বশুদ্ধ ৬৬৲ টাকা নগদ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাশ্রয়দাতা (অধুনা বাগ্‌বাজার-নিবাসী) শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মিত্র ৬টী কপাটহীন জানালা, বর্ত্তমান আশ্রয়দাতা শ্রীযুক্ত রায় বিপিন-বিহারী মিত্র একযোড়া দরজার কপাট, এবং ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি-নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ তাঁহার মাকালিয়ার (গোকর্ণীর নিকটবর্ত্তী গ্রামের) কাছারী-বাড়ীর নিকটস্থ দুইটী ছোট সেগুন গাছ দান করিয়াছেন।

ভিক্ষায় ২০।২৫ টাকা পাইবার পর, ঘরের চালের জন্য বাঁশ, ও আড়কাঠের জন্য তালগাছ প্রভৃতির কিছু কিছু মূল্য দিয়া ঐ সকল কাটাইয়া আনা হয়। তারপর ১২৯৬ সালের কার্ত্তিক মাসে ভদ্রাসনের উত্তর ভাগে নূতন ঘরের (মাটীর) দেয়াল দেওয়া আরম্ভ হয়। "এক-কাম্‌রা একটী গৃহনির্ম্মাণে যে ব্যয় হয়, দুই-

* যাঁহারা জীবন্ত-পিতৃদায়ের জন্য ভিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্ব স্ব নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক; কিন্তু এই পুস্তকের দায়-সূচনায় (১১শ পৃষ্ঠের টীকায়, যেখানে যাহা পাইয়াছি, তাহা অতঃপর প্রকাশ করিব, এইরূপ) প্রতিশ্রুত থাকায় অগত্যা তাঁহাদের নামপ্রকাশে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি দাতৃবর্গ ভিক্ষুকের এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

কাম্‌রা একটী ঘর প্রস্তুত করাইতে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক ব্যয় হয় বটে, কিন্তু দুইটী এক-কামরা গৃহ পৃথক্ নির্ম্মাণ করিতে হইলে যে ব্যয় হয়, তদপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়েই উহা সম্পন্ন হইবে ;" সকলেই পিতাকে এই কথা বলায়, দুই-কামরা একটী গৃহেরই দেয়াল আরম্ভ হইল। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন কথা বলিলে তিনি কুপিত ও কার্য্য-পরিদর্শনে অস্বীকৃত হন বলিয়া, এবং তিনি ভিন্ন কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকায়, (আমরা ভ্রাতৃত্রয়ই উক্ত কার্য্যে অনভিজ্ঞ, এবং কলিকাতাবাসী বলিয়া,) অগত্যা পিতার ইচ্ছানুসারেই সকল কার্য্য হইতে লাগিল।

একসঙ্গে দুইটী ঘর, বৃহদ্ব্যাপার, সুতরাং ব্যয়ও বিস্তর। "ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, ব্যয়বাহুল্য না করিয়া, কোনক্রমে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন" এইরূপ বলিয়া বিনীতভাবে পিতাকে পত্র লিখিলাম। কিন্তু তিনি সে কথা গ্রাহ্যই করিলেন না। ভিক্ষা দ্বারা অর্থ-সংগ্রহের কথা মিথ্যা ভাবিয়াই হউক, অথবা নিজের স্বাভাবিক পরিষ্কার-প্রিয়তা ও যথেচ্ছাচারিতা বশতঃই হউক, তিনি এক টাকার স্থলে তিন টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। যথা, ১৩ পয়সার মজুরে বাকারি ভাল চাঁচিতে পারে না, চারি আনার মজুর চাই ; কিঞ্চিৎ বাঁকা তালগাছ ৫৲ টাকায় লওয়া হইবে না, ৯৲ টাকা দিয়া ঠিক সোজা চাই, জানালা দরজার কপাটের তক্তা, কাটাইতে হইলে সাধারণে এক ইঞ্চি মোটা কাটাইয়া থাকে, তাঁহার দেড় ইঞ্চি চাই ; তক্তার খাড়াই মিস্ত্রী নিজে মাপিয়া ৪ হাত বলিলেও, তাঁহার মতে (শেষে না হয় বাদ পড়িবে তাহাও স্বীকার,)

তথাপি ৪॥০ হাত থাকা চাই। লোকমুখে প্রায় প্রতি দিনই এই সকল সংবাদ এবং একবার গোকর্ণীতে যাইবার জন্য মাতার বিশেষ অনুরোধের কথা শুনিতে লাগিলাম।

বাবা বাজারে গিয়া, মূল্য কিছু অধিক দিতে হইলেও, আলুগুলি সম্পূর্ণ গোল বাছিয়া, পটলগুলি লম্বায় সমান মাপিয়া, পানের ছোটগুলি বাদ দিয়া, এবং লঙ্কা হলুদ প্রভৃতি বাছাই করিয়া, কিনিয়া থাকেন, ইহা আমি স্বচক্ষেই দেখিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমান গৃহনির্ম্মাণ-ব্যাপারেও পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বোল্লিখিত অমিতব্যয়িতার কথা শুনিয়া, অবিশ্বাস হইল না। পিত্রালয়-গমনার্থ মাতার অনুরোধে, ভিক্ষায় যাহা পাইয়াছিলাম তাহা লইয়া ফাল্গুনমাসে গোকর্ণী গেলাম, এবং লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার সমস্তই যথার্থ প্রত্যক্ষ করিলাম। মাতার নিকট আরও শুনিলাম যে, মজুরদের খোরাকী ইত্যাদি কারণে সংসারের ব্যয় অধিক হওয়ায় (যোগীন ও অমৃতনাথ প্রদত্ত ৭৲ টাকাতে অভাবপূরণ না হওয়ায়) গৃহনির্ম্মাণের টাকা সংসারেও খরচ হইতেছে। গৃহনির্ম্মাণে এইরূপ অধিক ব্যয় দ্বারা পিতা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি-পরীক্ষা করিতেছেন ভাবিয়া, তাঁহাকে রুক্ষভাবে কিছু বলিতে পারিলাম না। গোকর্ণী-নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ বসু নামক আমাদের সমবয়স্ক, পরোপকারী ও কার্য্যদক্ষ এক যুবাপুরুষকে পিতার অযথা-ব্যয়-নিবারণ-জন্য, অথচ তাঁহার অনুগত থাকিয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ জন্য, অনুরোধ করিয়া,* কয়েক দিন অবস্থিতির পর, আবার কলিকাতায় আসিলাম।

---

* পিতার পূর্ব্বাশ্রয়দাতা জমীদার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্তের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত গোকর্ণীতে অবস্থিতিকালে (বিদ্যালয়ের

ফাল্গুন মাসে পিত্রালয়ে গিয়া মাতার নিকট শুনিলাম যে, গৃহের জন্ত ৪।৫ মাসে সম্ভবাতিরিক্ত টাকা ব্যয় হইয়াছে; কিন্তু তখনও বিশেষ কাজ কিছুই হয় নাই। অধিকন্তু ঘরামী, দেয়ালী, ছুতার ইত্যাদি সকলেই আমার নিকট টাকা চাহিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি ভীত হইলাম। কলিকাতায় পরিচিত ব্যক্তিবর্গের নিকট যাহা প্রাপ্তির আশা ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই লইয়া ব্যয় হইয়াছে; আর যে ২।১ স্থানে কিছু পাইবার আশা আছে, তাহাও যে কবে পাওয়া যাইবে সে বিষয়েরও কোন স্থিরতা নাই; সুতরাং "কিরূপে পিতৃদায়ে নিস্তার পাইব" এই ভাবিয়া আমার বড়ই ভয় হইল।

পিত্রালয়ে গিয়া শয়নের স্থানাভাবে, আমি প্রায় অমৃতনাথ বসুর শয়ন-গৃহেই রাত্রিযাপন করিয়া থাকি। সেবারে যে দিন গোকর্ণীতে প্রথম গিয়াছিলাম, সেই দিন পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে মন বিকল হওয়ায়, সন্ধ্যাকালে পিত্রালয় হইতে অমৃতনাথের সেই নির্জ্জন শয়ন-গৃহে গিয়া অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলাম, "আমার এই জীবন্ত-পিতৃদায় সংক্ষেপে লিখিয়া, পুস্তকাকারে ছাপাইয়া, বঙ্গদেশবাসী খ্যাতনামা ধনবান্ ব্যক্তি-বর্গকে জানাইতে পারিলে, হয় ত তাঁহাদের অনুগ্রহে আরও কিছু টাকা পাওয়া যাইতে পারে।"—এতদ্ভিন্ন অর্থাগমের আর কোনও উপায় উদ্ভাবিত না হওয়ায় অবিলম্বেই এই 'জীবন্ত-পিতৃদায়'-পুস্তক লিখিতে বসিলাম। এই ঘটনার পর, যে ২।৩ দিন পিত্রালয়ে ছিলাম, তাহারই মধ্যে এই পুস্তকের সূচনা

অবকাশাদি সময়ে) অমৃতনাথ বসুর ন্যায় পিতার অনেক কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই আমার বাল্যসহচর ও সহপাঠী ছিলেন।

(দায়-সূচনা) এবং মূল-গ্রন্থের কিয়দংশ লিখিয়া উৎকণ্ঠিত মনে কলিকাতায় আসিলাম।

১০।১২ দিন ২।৩ ঘণ্টা করিয়া চেষ্টা দ্বারা পুস্তকের প্রায় অর্দ্ধাংশ লিখিত হইল। পরে শ্বাসরোগ বৃদ্ধি হওয়ায় কিছুদিন লিখন বন্ধই রহিল। রুগ্নাবস্থায় একদিন মনে হইল,—"এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয়-ভার লইতে স্বীকৃত হন, এমন কোন দয়ালু ব্যক্তির অনুমতি না লইয়া পরিশ্রম করা বৃথা। অতএব অগ্রে তাহারই চেষ্টা করিয়া পরে গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ লেখাই কর্ত্তব্য।"

ক্রমে পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, লিখিত বিষয়ের কিয়দংশ পরিষ্কৃতরূপে লিখিয়া, হৃদয়বান্ ও পরদুঃখকাতর জানিয়া বর্ত্তমান আশ্রয়দাতা শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী মিত্র, চোরবাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দত্ত, যোড়াবাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, এবং শ্যামবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বসু, এই মহোদয়-চতুষ্টয়ের নিকট পড়িয়া শুনাইলাম*। উহা শুনিয়া সকলেই পুস্তকমুদ্রণার্থ আংশিক সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন।

সম্মুখে বর্ষাগম-নিবন্ধন জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধ-জন্য শীঘ্রই অর্থের প্রয়োজন, সুতরাং শীঘ্র 'জীবন্ত-পিতৃদায়' গ্রন্থ প্রকাশও আবশ্যক হওয়ায়, মুদ্রণ-ব্যয়লাভের জন্য দাতৃবর্গের নিকট কয়েক দিন উপর্য্যুপরি যাতায়াত করিলাম; কিন্তু সর্ব্বত্রই উহা প্রাপ্তির বিলম্ব দেখিয়া হতাশচিত্তে একদিন পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী পূর্ব্ব-পরিচিত হৃদয়বান্ জমীদার শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের আবাসে গিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে 'দায়-সূচনা' পাঠের পর,

* জীবন্ত-পিতৃদায়ের জন্য ভিক্ষাপ্রার্থনার সময় উল্লিখিত ব্যক্তিচতুষ্টয়ের নিকট ঐ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করা হয় নাই।

শেষে নিজ-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, দয়ালু রমানাথ বাবু এই দায়গ্রস্ত ভিক্ষুকের মর্ম্মবেদনা ও দায়িত্বভার বুঝিয়া, অবিলম্বেই কলিকাতার গ্রেট্ ইডিন্ প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়কে, নিজে মূল্য দিবেন এই ব্যবস্থায়, 'জীবন্ত-পিতৃদায়'-গ্রন্থ-মুদ্রণের আদেশপত্র লিখিয়া দিলেন।

১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে পুস্তক ছাপা আরম্ভ হইল। ঐ সময় কোন কোন দিন সন্ধ্যাকালে ২।১ পশলা বৃষ্টিও হইতে লাগিল। অন্যদিকে, "যথাসময়ে পয়সা না পাওয়ায় মজুরেরা নূতন ঘরের চাল বাঁধিতেছে না,—দেয়ালের কাজ যদিও কোন-ক্রমে শেষ হইয়াছে, কিন্তু শীঘ্র উহাতে চাল তুলিয়া ছাইয়া না ফেলিলে, নূতন দেয়াল বৃষ্টিতে ধসিয়া পড়িবে,—ছুতার মিস্ত্রীর অনেক পাওনা হওয়ায় সে কাজ ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে," ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া, শেষে "যদি পারিবেই না, তবে এ কাজে আমাকে নামাইলে কেন?" এইরূপ ভাবে পত্র লিখিয়া, পিতা শীঘ্রই অন্ততঃ ৫০৲ টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার আদেশ অবশ্য পালনীয় হইলেও, আর টাকা কোথায় পাইব স্থির করিতে না পারিয়া, বড়ই ব্যস্ত হইলাম।

অবশেষে, যাঁহারা গ্রন্থমুদ্রণের আংশিক ব্যয়-ভার লইতে স্বীকৃত ছিলেন, তাঁহাদের নিকট গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই বলিলাম। ৪।৫ দিন পরে আশ্রয়দাতা বিপিনবিহারী বাবুই কেবল ১০৲ টাকা দিলেন, এবং 'সুবিধামত আরও কিছু দিব' বলিয়া আশ্বাসিত করিলেন। অসুবিধাপ্রযুক্ত তখন আর কেহ কিছু দিতে পারিলেন না; সুতরাং ১০৲ই পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলাম।

কয়েক দিনের পর, তারকনাথ দত্ত কলিকাতায় আসিবার

সময় পিত্রালয় হইতে আসিয়া আসিয়া বলিলেন,—"অর্থাভাবে কার্য্যের বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, প্রেরিত দশ টাকার পর অমৃতনাথ বসুর নিকট হইতে আরও কিছু ঋণ করিয়া ঘরামী ও ছুতারাদিকে দিয়া ধীরে ধীরে কাজ হইতেছে, বৈকালে প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে, টাকার অভাবে খড় বা উলু কিছুই কেনা হয় নাই, শীঘ্র চাল উঠাইয়া ছাইতে না পারিলে দেয়াল পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা; অতএব তুমি কিছু টাকা লইয়া একবার গোকর্ণী যাও, এই তোমার পিতার আদেশ।"

শুনিয়া বড়ই বিরক্তি বোধ হইল। একবার ভাবিলাম, যাহা হয় হউক, আমি আর কি করিব? কিন্তু সে সময় শিথিল-প্রযত্ন হইলে এতদিনের সমস্ত যত্ন ও অর্থব্যয় পণ্ড হইবে বুঝিয়া, দায়িত্বের উত্তেজনায় শ্যামবাজার-নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের আবাসে গেলাম। উপস্থিতিমাত্র তিনি আমাকে ২০টী টাকা দিয়া বলিলেন,—"কাল রাত্রিতে ইহা তোমার জন্য সংগ্রহ করিয়াছি, এখনই পাঠাইয়া দিব মনে করিয়াছিলাম।" কিছু বলিবার পূর্ব্বেই এই আশাতিরিক্ত মুদ্রালাভে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মনে হইল, পিতার 'আশীর্ব্বাদ' অব্যর্থ। সেই দিনই উহা গোকর্ণীতে পাঠাইয়া দিলাম। উহার ৬।৭ দিন পরে, চোরবাগান-নিবাসী সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দত্ত মহাশয় পূর্ব্বপ্রার্থনানুসারে এককালে ২৫ টাকা দান করায়, তাহা লইয়া পিতার আদেশপালনার্থ গোকর্ণীতে গেলাম।

পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাঁশ বাকারি অনেক উদ্বৃত্ত হইয়াছে, চালের কোড়া ও কপাটের তক্তাদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘ করিয়া কাটান হওয়ায়, কার্য্যকালে উহার ছাট

বাদ পড়িয়াছে, ঘরের চালগুলি অধিক মজুরী দিয়া সুন্দর করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু গৃহ আচ্ছাদনের প্রধান উপাদান তৃণ ক্রয়ের তখনও কোন বন্দোবস্তই হয় নাই। মাতা ও প্রতি-বেশিবর্গ তজ্জন্ত পিতার কার্য্যতৎপরতা ও মিতব্যয়িতার অভাব উল্লেখ করিয়া আমাকে নানা কথা শুনাইতে লাগিলেন। ঐ সকল কারণে মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ পুত্রের প্রতি পিতার অত্যাচার ভাবিয়া বিরক্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু "তাঁহার আশীর্ব্বাদেই ভিক্ষায় অর্থলাভ করিয়াছি; তাঁহার গৃহ, তিনি যাহাতে তুষ্ট হন তাহাই করিয়াছেন; আমি ভৃত্য, তাঁহাকে রুক্ষভাবে কোন কথা বলিবার আমার অধিকারই নাই;" অবিলম্বে এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় পিতাকে কিছুই বলিতে পারিলাম না।

যে দিন কলিকাতা হইতে গোকর্ণী যাই, সেই রাত্রিতেই শ্বাসরোগ উপস্থিত হওয়ায়, ৮।১০ দিন সেখানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর, আমি পিতার ভগ্নকুটীরমধ্যে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুনিলাম, তিনি ২।১ জন প্রতিবেশীর সহিত দাবায় বসিয়া, উঠানে উপবিষ্ট কতিপয় মজুরের সহিত স্ফূর্ত্তিসহকারে বলিতেছেন,—"এ বৎসর এই উত্তরের ঘরখানি করিলাম, পরবৎসর এই ঘরখানি (পূর্ব্বদিকের পুরাতন ঘর) ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া বাঁধিব, বাড়ীটি পাঁচিল দিয়া ঘেরিতেও হইবে, বাহিরের লোক (অতিথি অভ্যাগত) কেহ আসিলে বসিবার বা শুইয়া থাকিবার একটু কুঁড়েও করিবার ইচ্ছা আছে। এই সকল কাজে অন্ততঃ ৫।৬ শত টাকার দরকার। কিন্তু না করিলেও ত লোকের কাছে মান থাকে না! আমায় সকলেই বলে, এমন তিন উপযুক্ত ছেলে

থাকিতে তোমার এমন দুর্দ্দশা কেন? সে সব কথা শুনিলে আমি মর্ম্মে মরিয়া যাই। প্রিয়নাথ আমার কথা কখনই ফেলিতে পারিবে না। শুনিয়াছি, আমার এইরূপ ঘর দুয়ারের কষ্ট দূর করিবার জন্ত লোকের কাছে দায় জানাইয়া এখন নাকি আবার কি বই লিখিতেছে। না লিখিবেই বা কেন—ঘর দুয়ার ত ওরাই ভোগ করিবে? আমি আর ক'দিন বাঁচিব? কেবল চক্ষে দেখে যা'ব বই ত নয়?—কাল রোগেই বাছাকে কাজের বা'র ক'রেছে, না হ'লে আজ আমার ভাবনা কি বল?" এই বলিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিলেন।

পিতার এই আশ্বাসপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণে আমি বিস্মিত হইলাম। মনে হইল, পিতৃদেব হয় ত নিশ্চিত বুঝিয়াছেন যে, এই ভিক্ষা-পুস্তক দ্বারা পাঁচ ছয় শত টাকা পাওয়া যাইবে; এবং তিনি উহা দ্বারা আপনার আবাস-নির্ম্মাণের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। আশা! ধন্য তোমার মহিমা!!

সে যাহা হউক, ঐ ভাবে ৮।১০ দিন দুঃসহ ব্যাধিযাতনা-ভোগের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ অভাব-পীড়নও সহ্য করিয়া, রোগের উপশম হইতে না হইতেই কলিকাতায় আসিলাম, এবং এই 'পিতৃদায়'-গ্রন্থ লিখন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

এতাবৎকালমধ্যে আর কোথাও কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায়, অভাব-সংবাদ আসিলেও পিত্রালয়ে আর কিছুই পাঠাইতে পারি নাই। মধ্যে ঘরের খুঁটী কিনিবার আবশ্যক হওয়ায় যোগীন ৮৲ টাকা দিয়াছিল। শুনিয়াছি, পিতা গোকর্ণী অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ঘরামী দ্বারা সুন্দররূপে তাঁহার নূতন গৃহের চাল ছাওয়াইয়াছেন। কিন্তু অর্থাভাবে ঘরের জানালা দরজার কপাট ঝুলান,

দেয়ালে লেপ দেওয়া, ঘরের মেঝিয়া ও দাবা প্রস্তুত করা ইত্যাদি কার্য্য এখনও বাকি আছে। এতদ্ব্যতীত এক হিসাব পাইয়াছি, তাহাতে দেখিলাম, আমি ২৬৶৹র জন্য ঋণী।

সপ্তদশ কাণ্ড।

শেষ বক্তব্য।

হৃদয়বান্ পাঠক! কার্য্যচক্রের অলৌকিক পরিবর্ত্তনে এই ভিক্ষুকের পিতা পূর্ব্বের সহিত তুলনায় অধুনা কিরূপ দুর্দ্দশাপন্ন ও দায়গ্রস্ত হইয়াছেন, পিতার এই রোগী, পরান্নভোজী, পরাবসথশায়ী, জীবন্মৃত পুত্রের 'জীবন্ত-পিতৃদায়' কিরূপ গুরুতর, এবং শ্রাদ্ধের কোন্ উপকরণের অভাবেই বা এ বেচারা লজ্জা-ভয় ভুলিয়া, সামাজিক মানসম্ভ্রম উপেক্ষা করিয়া, অকপটভাবে পারিবারিক সমস্ত কথাই ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা আর আপনার কিছুই অবিদিত নাই। কিন্তু ভিক্ষুকের দুর্ভাগ্যক্রমে, পাঠ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, 'পর দুঃখ-কাহিনী নিষ্প্রয়োজন' বলিয়া যদি বিস্মৃতিবশে আপনি তাহা ভুলিয়া থাকেন, তবে আবার স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, আমার 'জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধের' জন্য প্রার্থনা—কিছু টাকা; এবং 'দায়'—পিতার বাস-গৃহ-নির্ম্মাণ।

ভিক্ষুকের এই অভাবপূরণার্থ কিছু দান করুন আর না-ই করুন, তথাপি আপনি বলিতে পারেন,—"তুমি ইতিপূর্ব্বে যেরূপ জানাইয়াছ, তাহাতে তোমার পিতার যে গৃহ আরম্ভ হইয়াছিল তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্য ত একপ্রকার শেষই হইয়াছে; যদি আর

সামান্য কিছু টাকার প্রয়োজন থাকে, সে জন্য আর এত বড় এক বই লিখিয়া গোলমাল করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? পূর্ব্বের মত উপায়ে চেষ্টা করিলে কি তাহা পাওয়া যাইত না ?"

হয় ত পাইতাম। জীবন্ত-পিতৃদায়ের দায়িত্বস্বরূপ উত্তরীয়-ভার লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় যখন ১২১৲ টাকা পাইয়াছিলাম, তখন হয় ত আরও ৩০।৪০ টাকা পাইতাম ; এবং তাহা হইলেই পিতার যে ঘরখানি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কার্য্যও শেষ হইতে পারিত। কিন্তু যে অবস্থায়* এই 'জীবন্ত-পিতৃদায়' পুস্তক লিখন ও শ্রদ্ধাস্পদ রমানাথ বাবুর অনুগ্রহে মুদ্রণ আরম্ভ হয়, সে অবস্থায়, এই ভিক্ষাপুস্তক প্রকাশ দ্বারা দায় জানাইয়া ভিক্ষা ব্যতীত, আরব্ধ গৃহের কার্য্য শেষ হইবার অন্য কোন আশাই ছিল না ; সুতরাং এই উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

পুস্তক যখন ছাপা আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইহা শেষ করা উচিত, এই ত গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয়তঃ, উপস্থিত একখানি গৃহ-দায় ব্যতীত, পিণ্ড বাসঃ প্রভৃতি (অন্ন বস্ত্রাদি) জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধের আরও যখন বহুতর উপকরণের অভাব নিরন্তর পূর্ণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন এই জীবন্ত-পিতৃদায় প্রকাশ দ্বারা ভিক্ষা-প্রার্থনা অসঙ্গতও বোধ হইল না। তৃতীয়তঃ আরও একটী বিশেষ কারণ আছে।—হিন্দু পাঠকবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, লোকান্তরিত মাতাপিতার উদ্দেশে আদ্য বা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকরণ-কালে, জীবিতাবস্থায় মাতাপিতা যে সকল দ্রব্য ভালবাসিতেন, দুর্লভ বা বহুমূল্য হইলেও উহাতে তাঁহাদের তৃপ্তি-সম্ভাবনায় পুত্র তাহার

* ২৩৩ পৃষ্ঠের প্রথম পংক্তি হইতে একবিংশ পংক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

আয়োজনে যত্নবান্ হন, এবং পাইলে উহা পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, উহা নাকি শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যের মধ্যেও পরিগণিত।—লোকান্তরিত মাতাপিতার শ্রাদ্ধকালে পিণ্ডের সহিত তাঁহাদের অভিলষিত-দ্রব্য-প্রদান যদি পুত্রের পক্ষে ‘শাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্য’ হয়, তবে জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য এই জীবন্ত-পিতৃদায়-পুস্তক প্রকাশ দ্বারা ভিক্ষায় অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় জীবিত পিতৃদেব হর্ষোৎফুল্লচিত্তে, আবাস-নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে যে সকল নূতন সঙ্কল্প * (৫।৬ শত টাকা পাইয়া অভিলাষানুরূপ গৃহাদি-নির্ম্মাণ-সঙ্কল্প) করিয়াছেন,—সিদ্ধ হউক আর না-ই হউক, আপনারা দয়া করুন আর না-ই করুন,—শ্রাদ্ধকরণপ্রার্থী পুত্রের পক্ষে তাঁহার সেই সঙ্কল্পিত-দ্রব্য-প্রাপ্তি-চেষ্টায় এই পুস্তক প্রকাশে কোন দোষ আছে কি ?

পাঠক পাঠিকে ! এ ভিক্ষুক আপনাদিগকে পীড়ন করিতেছে না, ইহার এই ‘জীবন্ত-পিতৃদায়’ শুনিয়া, যদি আপনাদের দয়া না হয়, কিছু না দিলেও ইহলোকে নিন্দনীয় এবং পরলোকে নিরয়গামী হইতে হইবে না ; যদি ইচ্ছা ও সুবিধা হয়, যদি ‘আপদ্’ বোধ না করেন, যথাশক্তি কিছু দান করিলে, ভিক্ষুক এবারের দায়ে উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী হইতে রাজ্যেশ্বর পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই, কৌতুক, সামাজিকতা, দেশহিতৈষিতা ও ধর্ম্মের উদ্দেশে (বারইয়ারী, নাচ তামাসা হইতে স্কুল, চতুষ্পাঠী, পুষ্করিণীখনন, কুষ্ঠাশ্রম-প্রতিষ্ঠা, দেব-মন্দির-নির্ম্মাণাদি পর্য্যন্ত নানা কার্য্যে) স্বেচ্ছায়, পীড়নে, মানের দায়ে, নামের অনুরোধে, অথবা পুণ্যের আশায়, নিত্য-

* ২৩৭ পৃষ্ঠের ১৭শ পংক্তি হইতে ২৩৮ পৃষ্ঠের ৮ম পংক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মস্বরূপ কতই দান খয়রাত করিতেছেন,—দেশের এক একজন ধনবান্ ব্যক্তির অকাতর দানে কত শত মহাকার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে,—আর এই ভিক্ষুক, ইহার জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য, (একজন নিরুপায় নিরাশ্রয় দরিদ্র বিপ্রের বাসস্থান,—অট্টালিকা নহে,—মৃণ্ময় কুটীর নির্ম্মাণ জন্য,) ভিক্ষার্থ এক দুই করিয়া সহস্র ব্যক্তির দ্বারস্থ হইয়াও কি পূর্ণকাম হইতে পারিবে না?—যে দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিশালোদর হস্তী বুভুক্ষা শান্তি করে, সেখানে কি ক্ষুদ্র পিপীলিকার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে না? যে স্থলে বসিয়া জলৌকা অবাধে শোণিত শোষণ করিতে পায়, সেখানে ক্ষুদ্র মশক কি উহার এক কণিকাও পাইতে পারে না?

এই কথা শুনিয়া কেহ হয় ত এই ব্যক্তির প্রতি কুপিত হইয়া মনে মনেও বলিতে পারেন,—"বাপু! নিঃস্বার্থভাবে (কোন না কোন প্রকার স্বার্থ না থাকিলে) দান করা আর একালে হয় না। তুমি একজন সামান্য লোক, অল্প প্রার্থনা করিলেও, তোমার মত একজন লোকের অভাবে দান করিবার জন্য আমাদের ধনাগারে অর্থ সঞ্চিত হয় নাই। তুমি যতই কাঁদ না কেন,—যতই দুঃখ জানাও না কেন,—পাইবে না।"

ইহাই যদি আপনাদের কাহারও আন্তরিক অভিপ্রায় হয়, তবে তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি হউক আর না হউক, আমি তাঁহাকে কিছু দিব। কিছু লাভ না হইলে বা কিছু লাভের আশ্বাস না পাইলে যদি তাঁহার ধনাগারের এক কপর্দ্দকও ব্যয় হইবার হুকুম না থাকে, তবে আমি অগ্রে তাঁহাকে কিছু দিব। আমার যাহা আছে,—ভাল হউক, মন্দ হউক, তাঁহার বিচারে উহা আদৃত বা উপেক্ষিতই হউক,—জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য তাঁহার

নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা-প্রাপ্তির আশায়, আমার যাহা আছে, তাহা তাঁহাকে দিব। কি দিব, তাহা পরে বলিতেছি। কিন্তু যদি উহা ইতিপূর্ব্বে কোন উপায়ে তাঁহার হস্তগত, পরীক্ষায় অনাদৃত এবং উহার বিনিময়ে কিছু দান করা অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ স্থির হইয়া থাকে, কিছু দিবেন না। এমন কি, বেচারার এই ভিক্ষাপুস্তকখানি পর্য্যন্ত না হয় বাড়ীতে রাখিবেন না।

অষ্টাদশ কাণ্ড

প্রমাণপত্র।

এই পুস্তকের দ্বাদশ পৃষ্ঠাতে "এই অপরিচিত ব্যক্তি যে যথার্থ ইহার জীবন্ত-পিতৃদায়-গ্রস্ত ভিক্ষুক, দাতৃবর্গকে বা সাধারণ সমাজকে ফাঁকি দিয়া কেবল অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য এই কৌশল-জাল বিস্তার করে নাই, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কি?" এইরূপ সংশয়পূর্ণ এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল; এবং তাহার উত্তরে এ ব্যক্তি নিজ-ভিক্ষুক-নিশ্চয়ের জন্য "সকলেরই জানিত এক বড় লোকের" সাত আট খানি প্রমাণপত্র-প্রদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছিল, এ সকল কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। কথা ছিল, উক্ত প্রমাণপত্রস্থিত লিখন সেই বড় লোকের কি না (জাল কি যথার্থ) তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া পাঠক আপনার সংশয়চ্ছেদ করিবেন। সেই প্রমাণপত্র যে কি, তাহা বোধ হয় অনেকেই বুঝিয়াছেন। যাহারা উহা

বুঝিবার জন্য ভাবিতে অনিচ্ছুক তাঁহাদিগকে বলা যাইতেছে যে, দেবী সরস্বতীর শক্তিসম্ভূত (প্রিয়নাথ মূর্ত্তি উপলক্ষ করিয়া প্রকাশিত) পুস্তক সকলই সেই প্রমাণপত্র। ঐ সকল পুস্তক বা প্রমাণপত্রের নাম যদিও ইতিপূর্ব্বে পাঠকের শ্রবণগোচর হইয়াছে বটে, কিন্তু মা বাগ্‌দেবী যে উহাতে কি লিখিয়াছেন, তাহা হয় ত অনেকেই জানেন না। তাদৃশ পাঠকবর্গকে জানাইবার জন্য (জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহাদের কৃপায় যদি কিছু পাওয়া যায় এই ভরসায়) ক্রমান্বয়ে ঐ সকলের বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে ;—

১ম। মদ খাও—নেশা ছুটিবে না।

যে সকল ব্যক্তি জগতের অসহ্য যাতনা-সমূহ ভুলিয়া নিরবচ্ছিন্ন 'সুখ' বা নির্ম্মল 'আনন্দ' উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পান-যোগ্য হইবে বলিয়া মা বাগ্‌বাদিনী এই পুস্তকে একপ্রকার নূতন মদের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। এ মদ পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না, এ মদ মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, সকলে মিলিয়া সর্ব্বসময়ে, স্বচ্ছন্দে ও নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে সেবন করা যায় ; এবং এ মদের সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুতশক্তি এই যে, একবার সেবন করিলে চিরকাল পরিপূর্ণভাবেই ইহার নেশা থাকে। এই মদ কোথায় পাওয়া যায়, কিরূপে খাইতে হয়, তাহাও এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন মদ্যের সংবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার পর, জন-সমাজে উহার দোষ গুণ সমালোচনার জন্য প্রদত্ত হওয়ায়, দেশস্থ সাধারণ-মাননীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে

কেহ কেহ, এবং সুপরিচিত সংবাদ-পত্র-সমূহের মধ্যে অধিকাংশই, এতৎসম্বন্ধে যে-সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, স্থান ও প্রয়োজনাভাবে সে সকল প্রকাশিত হইল না।

যাহা হউক পাঠক পাঠিকে! আপনারা কি মদ খাইতে চাহেন? যে মদ খাইলে এই দারুণ যন্ত্রণাময় ভব-কারাগার শান্তি-নিকেতন হইয়া উঠে,—যে মদের অসীম শক্তিপ্রভাবে আত্ম-পর-ভেদ-জ্ঞান বা মায়ার প্রলোভন চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়,—যে মদ খাইলে, বিলাসাসক্তি বাস্তবিকই বিষময় বলিয়া বোধ হয়,—যে মদ খাইলে প্রাণ সেই প্রাণানন্দনিধান পরমধন পরমেশ্বরের প্রেমামৃত-পানে পূর্ণানন্দিত হইতে পায়,—আপনারা কেহ কি সেই মদ খাইয়া বিভোর হইতে চাহেন? যদি ইচ্ছা হয়, তবে ভিক্ষুক-নিশ্চয়ের প্রথম প্রমাণপত্রস্বরূপ এই ক্ষুদ্র (৩৬ পৃষ্ঠ) পুস্তকখানি একবার দেখিবেন কি? *

২য়। আনন্দ-তুফান।

যে হিন্দুসন্তান বর্ষাপগমে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী মূর্ত্তি-দর্শনে, মা দুর্গতিনাশিনী আনন্দময়ীর শরৎকালীন আবাহনকাল সম্মুখীন বুঝিয়া সহর্ষমনে (নিজ-প্রকৃতির অনুমোদিত হর্ষ-সহকারে) তৎকালোচিত আয়োজনে ব্যাপৃত হন, "আমার ভবনে মা আনন্দময়ী আসিবেন" বলিয়া, যে আবাসস্বামী (সহর, পল্লীগ্রাম ও ধনী, দরিদ্র ভেদে) কত প্রকারেরই আয়োজনে অর্থব্যয় করেন, এবং যথাকালে নয়নরঞ্জিনী প্রতিমারূপিণী আনন্দময়ীকে (নিজ-

---

* এই পুস্তক আর কয়েকখানি মাত্র আছে; গ্রাহকগণের আগ্রহ বুঝিলে শীঘ্রই পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইতে পারে।

হৃদয়ে মা'কে সপ্রকাশ বুঝিবার উপযুক্ত ধ্যানে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে) মৌখিক মন্ত্র দ্বারা আবাহন, লৌকিক উপচার দ্বারা পূজা, মহিষ-ছাগাদিকে বলি-দান (ছেদন), ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপার দ্বারা কেবল নিয়ম-রক্ষা বা কর্ত্তব্য-পালন করেন, এই পুস্তকে তাঁহাদের শিক্ষাপ্রদান-সম্বন্ধে ভক্তের নিত্যানন্দো-দ্দীপক প্রথায় বিশ্বরূপিণী পরমেশ্বরীকে অন্তর-চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়া পূজা করিবার নিমিত্ত 'দুর্গা'-নামে তাঁহার 'আবাহন',—ভক্তি-চন্দন-সিক্ত মানস-কুসুম দ্বারা 'পূজা',—রিপুগণকে পাপরূপ রক্তবস্ত্র পরাইয়া 'বলি-দান',—জ্ঞানের হস্তে পঞ্চভূতরূপ পঞ্চ-প্রদীপ প্রদান দ্বারা 'আরতি',—ভব-বন্ধন-পরিত্রাণ-প্রার্থনায় প্রেমপূর্ণ স্তোত্রপাঠ দ্বারা 'প্রণাম', এবং ঐরূপ প্রথায় 'বরণ', 'বিসর্জ্জন,' 'সিদ্ধিপান' ও 'শান্তি' প্রভৃতি অভিনব আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া বর্ণন দ্বারা মাতা বাগ্দেবী এই 'আনন্দ-তুফান' সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পুস্তকেরও কতকগুলি সমালোচন-লিপি সংগৃহীত আছে; কিন্তু তাহা প্রকাশের স্থানাভাব।

যাহা হউক, পাঠক পাঠিকে! আপনারা কেহ যদি, প্রাণের দ্বারা 'আবাহন' করিয়া,—'আর বিসর্জ্জন করিব না' এই 'সঙ্কল্প' করিয়া,—প্রাণের সৎবৃত্তিসকলকে পূজার উপচার-রূপে সাজাইয়া,—এবং মহিষ-ছাগাদির ন্যায় কাম-ক্রোধাদি অসৎ-প্রবৃত্তিসমূহকে 'বলি-দান' (ছেদন নহে—দমন বা আয়ত্ত) করিয়া,—প্রাণেশ্বরী সচ্চিদানন্দময়ী দুর্গার প্রকৃত আরা-ধনা দ্বারা নিত্যানন্দের স্বাদগ্রহণে অভিলাষ করেন, তিনি ভিক্ষুক-নিশ্চয়ের দ্বিতীয় প্রমাণপত্রস্বরূপ এই ক্ষুদ্র (৩০ পৃষ্ঠ) পুস্তকখানি একবার দেখিবেন কি ?

৩য়। জীবন-পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্নচতুষ্টয়।

মানব যে বিষয়কে বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা পরীক্ষা করিতে অশক্ত হয়, তাহাকেই অলীক, মায়া, বা 'স্বপ্ন' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সংসারাসক্ত আত্মবিস্মৃত মানব, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা জীবন, বা জীবনস্বরূপ জগদীশ্বরের যথার্থতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া, তাহাদের আত্মজ্ঞান-লাভের সহায় হইবার জন্য মা বাগীশ্বরী জীবন-পরীক্ষাকে চারিটী স্বপ্ন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রথম স্বপ্ন—নির্ব্বেদ, অর্থাৎ নশ্বর-জ্ঞানবশতঃ সংসারে ঔদাসীন্য। দ্বিতীয় স্বপ্ন—সংগ্রাম, অর্থাৎ সংসারে বর্ত্তমান-শরীর-লাভানন্তর 'সুমতির' সহায়তায় 'মায়া' 'পাপ' 'কুচিন্তা' এবং উহাদের প্রিয় সহচর 'কাম' 'ক্রোধ' প্রভৃতি রিপুগণের সহিত সংগ্রাম। তৃতীয় স্বপ্ন—প্রার্থনা, অর্থাৎ নিজকৃত কুকর্ম্মের নিমিত্ত অনুতপ্ত বা আত্মগ্লানিপীড়িত হইয়া প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা বা আত্মানুসন্ধানশক্তি প্রার্থনা। চতুর্থ স্বপ্ন—শান্তি, অর্থাৎ অনুতপ্ত প্রাণিগণের সকরুণ প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, 'কৃতান্ত' নামক অন্তিম-বন্ধুর সহায়তায় তাঁহাতে তাহাদের আত্মসমর্পণ বা লীন হওন।—সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে, মা এই গ্রন্থে সংসার, জীবন, জীব, জীবের অবস্থা ও কর্ত্তব্য, হৃদয়, প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির বিকৃতি বা রিপু, আমাদের প্রতি রিপুর আচরণ, পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম, মায়া, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, মৃত্যু, সূক্ষ্ম-শরীর, যমালয়, যমালয়স্থ জীবের অবস্থা, নরক, স্বর্গ, সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্ত্তা, অনন্তশক্তি, একশক্তি, শক্তিলয় বা শান্তি প্রভৃতি মহোচ্চ বিষয় সকল সরল ও আনন্দজনক গল্পচ্ছলে বর্ণন করিয়াছেন।

জীবন-পরীক্ষা জনসমাজে প্রচারের পূর্ব্বে কলিকাতা, ভাটপাড়া, নবদ্বীপ ও কাশীধাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বহুজন-পরিচিত বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মগণ (যথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকুমার ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সূর্য্যকুমার ন্যায়রত্ন, কালীবর বেদান্তবাগীশ, মথুরানাথ তর্করত্ন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, জগবন্ধু মোদক, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ঘোষাল, মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, মৌলবী কাজী নুরুল হোসেন প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিই) এই পুস্তক-সম্বন্ধে একবাক্যে যে সমস্ত উদার অভিপ্রায়পত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রকাশের স্থানাভাব। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! কালের বিচিত্র শক্তিতে আত্মবিস্মৃতি-বশে বঙ্গদেশবাসিগণ এ গ্রন্থের সমুচিত আদর করিতে পারিলেন না।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের চিত্ত যে সকল পদার্থ পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সে সকল ইহাতে নাই। জীবন-পরীক্ষায় যাহা আছে, তাহা কেবল অন্তর্জ্জগৎ-সম্বন্ধীয় ব্যাপার। সেখানে সত্য বিবেকাদির অধিকার,—সুমতি দয়া শান্তির নিত্য-মিলন; সেখানে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহার কোনকালে ধ্বংস বা বিকৃতি নাই,—সেখানে জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, তাপ আদি নাই, কিন্তু মোহান্ধতা ও আত্মবিস্মৃতি বশতঃ আমরা কিরূপে সে নিত্য-মিলয়ের আনন্দ অনুভব করিতে পারিব?—কুসংসর্গ যাহাদের আনন্দপ্রদায়ক,—কুরুচিপূর্ণ পুস্তক যাহাদের সহচর,—ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা যাহাদের ধর্ম্ম,—প্রতারণা যাহাদের ব্যবসায়,—জীবন-

পরীক্ষায় বিবৃত 'কে আমরা? কেন এখানে আসিয়াছি? এবং কি করিতেছি?'—ইত্যাদি প্রশান্ত-চিন্তা-জনক মহোচ্চ বিষয়-সমূহ তাহারা কিরূপে ধারণা বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে?

গ্রন্থের বিষয়ে এ ব্যক্তির অধিক কিছু বলা ভাল দেখায় না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বঙ্গীয় সন্তান মাতৃভাষাকে আদর করেন,—ভাবময়ী কবিতাকে আদর করেন,—সুললিত অপরূপ-সঙ্গীতকে আদর করেন,—যাঁহারা সমাজ-ঘটিত জাতিভেদ, লোকাচার ও কুসংস্কারাদির আদি-কারণ জানিতে ইচ্ছা করেন,—অথবা এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের অভিনব আভ্যন্তরীণ রহস্য জানিতে অভিলাষ করেন,—তাঁহারা ভিক্ষুক-নিশ্চয়ত্বের তৃতীয় প্রমাণপত্র-স্বরূপ এই (৩৭২ পৃষ্ঠ) পুস্তকখানি একবার দেখিবেন কি?—এই গ্রন্থে 'ভব-কারাগার', 'স্বর্গ-রাজ্য', 'কৃতান্ত-পুর' ও 'মহা-প্রলয়' নামক চারিখানি অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

৪র্থ। আহ্নিক-ক্রিয়া।

স্বপ্নচতুষ্টয় দ্বারা জীবন-পরীক্ষা প্রকাশের পর, মা বাগ্‌-বাদিনী এই আত্মবিস্মৃত অধম পুত্রের দৈনিক কর্ত্তব্য বোধে সাধিত ও তদ্দ্বারা ইহার আত্মস্মৃতি বা চৈতন্য লাভের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া, অন্তরেই এই আহ্নিক-ক্রিয়ার মন্ত্র দিয়া-ছিলেন। কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধন-মুক্তির কাল উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত মোহান্ধকারে আপনাকে অসহায় বিবেচনায় চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার অনুসন্ধানার্থ সঙ্গী সংগ্রহ দ্বারা বলবর্দ্ধনপূর্ব্বক জ্যোতি-র্ম্ময় আত্মাকে দর্শন করিব ভাবিয়া, মাতৃপ্রদত্ত সেই ভাবরূপ

মহামন্ত্র ভাষায় যতদূর প্রকাশিত হইতে পারে, সেইরূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকাশ দ্বারা নিজের ভাবরূপ-শক্তি ক্ষয় ব্যতীত, আত্মদর্শনার্থ বলবর্দ্ধনের উদ্দেশ্য যে কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় নাই। দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ইহাকেও অবজ্ঞা করেন নাই।

সে যাহা হউক, পাঠক পাঠিকে! আপনাদের মধ্যে যদি কেহ মাদৃশ আত্মবিস্মৃত থাকেন,—যদি এই সংসার, বাসস্থান, আত্মা, বিস্মৃতি, জীব ও জীবের আত্মবিস্মৃতিকালীন কর্ত্তব্য, অবগত হইয়া, যথানিয়মে প্রাতর্মধ্যাহ্নাদি দিবসের সন্ধিকালত্রয়ে, এবং বিপদ্, সম্পদ্, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি সকল অবস্থায়, আত্মারাম ভগবানের পূজোপাসনার অল্পায়াস-বোধগম্য অমোঘ মন্ত্র-বলে, এবং তদীয় প্রসন্নতাফলে, ইহলোকেই বিমলানন্দ লাভের অভিলাষ করেন, তিনি ভিক্ষুক-নিশ্চয়ত্বের চতুর্থ প্রমাণপত্র স্বরূপ এই (১২৮ পৃষ্ঠ) পুস্তকখানি একবার দেখিবেন কি?

৫ম। কুমার-রঞ্জন।

পিতার সাংসারিক অভাব-সাগর-তরঙ্গে বিচলিত হইয়া, অর্থরূপ আশ্রয় পাইবার উদ্দেশে মাতা বীণাপাণির শরণাপন্ন হওয়ায়, তিনি কবিতাকারে এই 'কুমার-রঞ্জন' প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়ে সুকুমারমতি শিশুগণের নীতিশিক্ষোপযোগী কবিতা-পুস্তকের অসদ্ভাব না থাকিলেও, কিঞ্চিদধিকবয়স্ক বালকবৃন্দের প্রীতিজনক গল্পাদিচ্ছলে কর্ত্তব্যশিক্ষা, চিত্তোৎকর্ষসাধন, কবিতামৃতরসাস্বাদন এবং তৎসঙ্গে (উঁহাদিগের পক্ষে যতদূর সম্ভব) ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ প্রভৃতির উপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাব

আছে বলিয়া, কলিকাতা-নগরীস্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য কোন কোন অধ্যাপক, এবং শিক্ষাবিভাগ-সংসৃষ্ট ব্যক্তির, অনুরোধে এই কুমার-রঞ্জন মুদ্রিত হয়।

কুমার-রঞ্জনের পাণ্ডুলিপি অবস্থায়, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং উক্ত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান বঙ্গানুবাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, ইহার আদ্যোপান্ত পরিদর্শন ও শোধন করিয়া দিবার পর, মুদ্রণকালে (স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পাছে কোন ত্রুটি থাকে এই ভয়ে,) কলিকাতা সিটী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, শ্যামবাজার গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক এবং হাতিবাগান-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার আদ্যোপান্ত পরিদর্শন, এবং অসংলগ্ন বা বালকদিগের শিক্ষার অনুপযুক্ত স্থান ও ভাব সমূহ পরিবর্ত্তন করিয়া দেন।

পুস্তক মুদ্রিত হইলে, উহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, আশানুরূপ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য, কলিকাতা ও মফঃস্বলের কতিপয় কলেজ ও স্কুলের অধ্যাপক এবং সংবাদপত্র সম্পাদক গণের মতামত প্রার্থনা করায়, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে কুমার-রঞ্জনকে 'বিদ্যালয়ের সুপাঠ্য গ্রন্থ' বলিয়া আপনাদের অভিপ্রায়পত্র প্রকাশ করেন *। তাহার পর, কলিকাতা রাজকীয় পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী-সভা-কর্ত্তৃক ইহা মধ্যশ্রেণী বঙ্গবিদ্যালয়ের (ছাত্রবৃত্তি স্কুলের) তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বলিয়া

* এই সকল অভিপ্রায় মুদ্রিত-পুস্তকের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

স্থিরীকৃত হয়; এবং ঐ সংবাদ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী সার্কে-লের পাঠ্যপুস্তকের তালিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক-বিক্রয় দ্বারা অর্থাগম-বিষয়ে সকল-প্রকারে আশা পাইলেও, আজন্ম-বিমুখী কমলার কৃপাহীনতা-জন্যই হউক, অথবা বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রত্যেকের শরণাপন্ন হইবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতির অনভিজ্ঞতা প্রযুক্তই হউক, কোন্ অপরাধে যে 'কুমার-রঞ্জন' নিজ-নাম সার্থক করিতে পারিল না, বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়সমূহের এবং শিক্ষাবিভাগের হৃদয়বান্, পক্ষপাত-পরিশূন্য, কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে যদি কেহ এই জীবন্ত-পিতৃদায়ের পাঠক বা শ্রোতা থাকেন তবে তিনি দয়া করিয়া, ভিক্ষুকনিশ্চয়ত্বের পঞ্চম প্রমাণপত্রস্বরূপ এই (১২০ পৃষ্ঠ) পুস্তকখানি দেখিয়া সেই অপরাধের বিচার করিবেন কি?

৬ষ্ঠ। জীবনকুমার।

সরস্বতীর সেবা করিয়া, কমলার কৃপালাভ, কখন কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না, তাহা নিশ্চয় জানি না। তথাপি অভাবের তাড়নায় এবং আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনায়, কুমার-রঞ্জনের পর, পৌরাণিক (প্রাচীন) করুণরসপ্রধান (কিন্তু বীভৎস ব্যতীত, কাব্যশাস্ত্রের সারভূত বীর, হাস্য, অদ্ভুত, শান্ত প্রভৃতি অন্য সকল রস সমন্বিত) একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা উপলক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার মাতা বাগ্‌দেবীর শরণাপন্ন হওয়ায়, তিনিই উহাকে এই 'জীবনকুমার'রূপে প্রকাশ করেন। মুদ্রণকালে যাঁহারা এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, এবং কিয়দংশ মুদ্রিতা-

বস্থার অল্পাধিক দর্শনে অনেকেই, ইহাকে বিদ্যালয়ের উচ্চ-শ্রেণীর পাঠ্য, কাদম্বরী, দশকুমার প্রভৃতি উপন্যাসমূলক গ্রন্থের অনুরূপ বলিয়া প্রকাশ করায়, তদনুযায়ী ভাষায় ও ভাবে (ছাত্র-শিক্ষার বিরোধী ভাব ও রস সূচক প্রসঙ্গ সকল পরিত্যাগ করিয়া) ইহা প্রকাশিত হয়।

পুস্তক মুদ্রিত হইলে পর, কলিকাতার কতিপয় বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপককে প্রদর্শন করায়, তাঁহারাও ইহা "বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে পারে" বলিয়া, অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; কিন্তু রাজকীয় পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচনী-সভার (টেক্‌ষ্ট বুক্ কমিটির) অনুমোদিত না হইলে তাঁহারা উৎকৃষ্ট পুস্তককেও অগ্রাহ্য করিতে এবং উক্ত সভার অনুমোদিত অপকৃষ্ট পুস্তককেও উপযুক্ত-পাঠ্য বলিয়া আদর করিতে বাধ্য আছেন শুনিয়া, জীবনকুমারকেও সেই সভায় প্রেরণ করা হয়।

প্রায় দুই বৎসর হইল 'জীবনকুমার' প্রেরিত হইয়াছে; কিন্তু এতাবৎকালপর্য্যন্ত উহা উক্ত সমিতির আদৃত বা উপেক্ষিত, অথবা সভ্যগণের দৃষ্টিরই বিষয়ীভূত হইল কি না, তাহার কিছুই জানিতে পারা গেল না। কোন্ কোন্ মহাত্মা ঐ সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত, অথবা কে উহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত আছেন, তাহা জানা থাকিলে তত্ত্বও লওয়া যাইতে পারিত। সে যাহা হউক, এই জীবন্ত-পিতৃদায়ের পাঠকগণ-মধ্যে যদি উক্ত সভার কর্ত্তৃপক্ষ, সভ্য বা মর্ম্মজ্ঞ কেহ থাকেন, তবে তাঁহাকে সভয়ে ও সোৎসুকচিত্তে জিজ্ঞাসা করি, "মহাশয়! জীবনকুমার আপনার কাছে গিয়া এখন কোথায়, কি ভাবে আছে, তাহার কিছু জানেন কি?—যদি জানা থাকে, তবে যে

জন্ত সে, আপনার নিকট গিয়াছিল, তাহার কি হইল, তাহা প্রকাশ করিতে কোন আপত্তি আছে কি?—আর যদি উহা আপনা-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া থাকে, তবে ভাষার ভুল, ভাবের দোষ, বা যাহাদের জন্ত তাহার জন্ম তাহাদের পাঠের অনুপযোগিতা, অথবা এ সকল কিছু না হইলেও জীবনকুমারের কোন বিখ্যাত ব্যক্তির গৃহে জন্ম নহে—এই সমস্তের মধ্যে কোন্ অপরাধে তাহাকে অগ্রাহ্য করিলেন, তাহা বলিলে আপনাদের সভায় কোন নিয়ম লঙ্ঘন হইবে কি?

সত্য মিথ্যা জানি না, লোক-পরম্পরায় শুনা যায় যে, আজ কাল নাকি উপন্তাসমূলক সাহিত্যগ্রন্থ আর স্কুলের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয় না। এ কথা যদি যথার্থ হয়, এবং এই অপরাধেই যদি শিশু জীবনকুমারের মৃত্যু হয়, তবে 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি উপন্তাসমূলক গ্রন্থ কোন্ মৃতসঞ্জীবনী শক্তিপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছে, এবং বেচারা জীবনকুমারই বা কোন্ পাপে জন্মের পরই মুমূর্ষু হইল, তাহা জানিবার কি উপায় নাই?

সে যাহা হউক, পাঠক পাঠিকে! গদ্যে কবিতা-রসাস্বাদন করিতে যদি আপনাদের কাহারও ইচ্ছা হয়,—যদি বিশুদ্ধ নাটকের রসগ্রহণে আপনারা লোলুপ থাকেন,—যদি আখ্যায়িকাচ্ছলে পুরাকালীন ইতিহাস ও রাজধর্ম্ম অবগতির ইচ্ছা হয়,—এবং যদি সমগ্র গ্রন্থব্যাপ্ত কোন অপার্থিব ভাব গ্রহণের জন্ত কাহারও আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তবে তিনি ভিক্ষুক-নিশ্চয়ের বষ্ঠ প্রমাণপত্রস্বরূপ এই (১৫৬ পৃষ্ঠ) পুস্তকখানি একবার দেখিবেন কি? *

* এই পুস্তকগুলির যে যথার্থ মূল্য কি, হৃদয়বান্ ভাবগ্রাহী পাঠকই তাহার বিচারকর্ত্তা। তবে প্রচলিত রীতি অনুসারে বিক্রেয় পুস্তকের কোন

৭ম। জীবন্ত-পিতৃদায়।

এই 'জীবন্ত-পিতৃদায়' পুস্তক যে কি কারণে লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠককে আর বলিবার আবশ্যক নাই। এই দায়-জ্ঞাপক পুস্তকই ইহার প্রমাণ। যদি এ প্রমাণে এখনও কাহারও সন্দেহ থাকে বা অন্য প্রমাণের আবশ্যক বোধ হয়, তবে তিনি জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মগরাহাট ডাকঘরের অধীন গোকর্ণী গ্রাম-নিবাসী, পিতৃদেব শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর, এবং ২২৫ নং অপর সর্কিউলার রোড, 'শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়'-নিবাসী তদীয় পুত্রত্রয়ের, অবস্থা এই পুস্তকের বর্ণনার অবিকল অনুরূপ কিনা, উল্লিখিত ঠিকানায় যে কোনপ্রকারে ইচ্ছা হয় তত্ত্ব লইতে পারেন। অনুসন্ধান দ্বারা এই পুস্তকে লিখিত কোন বিষয় যদি অলীক বা অতিরঞ্জিত বোধ হয়, অর্থাৎ ভিক্ষুককে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন, তবে প্রতারকের উপযুক্ত দণ্ডগ্রহণে সে ত বাধ্যই!

একটী মূল্য নির্দ্দিষ্ট না করিলে চলে না বলিয়া, এবং অর্থ দ্বারা পুস্তক ক্রয়ে এ দেশীয় লোকের অনাস্থা দেখিয়া, পুস্তকগুলির নিম্নলিখিতরূপ মূল্য নির্ণীত হইয়াছে। যথা,—'মদখাও—নেশা ছুটিবে না' ৵০ আনা। 'আনন্দ-তুফান' ৵০ আনা। 'জীবন-পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন-চতুষ্টয়' ২্ টাকা। 'আহ্নিক-ক্রিয়া'—ইহা পূর্ব্বে বিনামূল্যেই বিতরিত হইয়াছিল, এক্ষণে নির্ণীত মূল্য ৵০ আনা। 'কুমার-রঞ্জন' ।/০ আনা। 'জীবনকুমার' বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের জন্য ৸০ এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য ১্ টাকা। এই সকল পুস্তক একত্র ডাকে পাঠাইতে হইলে ⁄১০ আনা ডাক মাশুল লাগিয়া থাকে। সকল পুস্তকেরই মাশুল ⁄১০, কেবল জীবন-পরীক্ষার ৵০, এবং জীবনকুমারের /০ আনা। এই সকল পুস্তক, কলিকাতা ২২৫ নং অপর সর্কিউলার রোড 'শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়' এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

পার্থিব অর্থ পার্থিব অভাব মোচনের মূল কারণ হইলেও, ভোগের বাসনা যাহার যত অধিক, অর্থের প্রয়োজনও তাহার সেইরূপ; এবং সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবার আশায়, পৈতৃক জমীদারীর উপস্বত্ব প্রভৃতি নিয়মিত আয় না থাকিলে, শ্রম কৌশল ও (অবশেষে অভাবের উত্তেজনায়) প্রতারণা প্রভৃতি যে কোন প্রকারেই হউক, অর্থার্জ্জনের জন্য নিরন্তর যত্নবান্ থাকাও সেই ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ দৈহিক ব্যাধি দ্বারা মুমূর্ষু দশায় উপনীত হওয়ায় যে ব্যক্তির পার্থিব ভোগের বাসনা তিরোহিতপ্রায় হইয়াছে, তাহার পক্ষে প্রতারণা-পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কি কখন সম্ভব হয়?

দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে দুঃসহক্লেশদায়ক শ্বাসরোগে,—যে শ্বাস জীবের জীবনান্ত-কালেই উপস্থিত হইয়া অসহনীয় যাতনা প্রদান করে, সেইরূপ বা ততোঽধিক যাতনাদায়ক শ্বাস-রোগে,—এখন আমার দেহ-নিবাস যে পতনোন্মুখ হইয়াছে তাহা পাঠককে পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। এইরূপ অবস্থায়, এই মহাযাত্রাকালে, প্রতরণাপূর্ব্বক অনিত্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া,—যে অর্থ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না, যে অর্থের জন্য অন্তসময়ে প্রাণ বিহ্বল হইবে, সেই ছার অর্থ সংগ্রহ করিয়া,—আর কি হইবে মহাশয়? * শ্যামলালের অনুগ্রহে

---

* এখন প্রাণের একান্ত ইচ্ছা যে, যে কয়দিন ইহলোকে থাকিতে হয়, সে কয়দিন লোকান্তরে যাইবার পথের সম্বল সংগ্রহের জন্য মনোনিবেশ করি। কিন্তু সংসার-বন্ধন শিথিল হয় না, আমিও তাহাকে খুলিতে জানি না। দীনবন্ধো! তুমি দয়া না করিলে দীনের এ বন্ধন-মুক্তির আর উপায় নাই।

উদরান্ন-লাভের ব্যবস্থা হইবার পর, অন্যান্য আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের বা বিলাসিতাদি চরিতার্থের জন্য আর প্রায় কাহারও দ্বারে ভিক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু এখন দায়-গ্রস্ত বলিয়া,—অন্য দায় নহে, 'পিতৃদায়'-গ্রস্ত বলিয়া,—লোকান্তরিত নহে, জীবন্ত-পিতৃদায়-গ্রস্ত * বলিয়া,—ভিক্ষার জন্য আপনাদের দ্বারস্থ হইয়াছি। দরিদ্র পিতা, অকর্ম্মণ্য হইলেও 'উপযুক্ত পুত্র' ভাবিয়া এই হতভাগ্যের প্রতি তাঁহার অভাব মোচনের ভার অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া, বহুদিন শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও অপূর্ণমনোরথ হওয়ায় অবশেষে 'ভিক্ষার' জন্য আপনাদের দ্বারস্থ হইয়াছি। যদি নিঃস্বার্থভাবে দয়া না হয়, তবে সম্প্রতি এই প্রমাণপত্রস্বরূপ সাতখানি † পুস্তক লইয়াও যদি সকলে মিলিয়া স্বেচ্ছামত কিছু কিছু

* লোকান্তর-গমনোন্মুখ এই পুত্রের ভাগ্যে মাতাপিতার দেহান্তদর্শন ও তৎকালীন কর্ত্তব্য-পালন, সম্ভবপর নহে বলিয়া, তাঁহাদের বর্ত্তমান অভিলাষসিদ্ধির চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য (লোকান্তরিত মাতাপিতার শ্রাদ্ধাদিকার্য্য যথাশক্তি যে কোনরূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু জীবিত মাতাপিতার অভাব-কালীন প্রার্থনা সম্যক্রূপে পরিপূরণার্থ চেষ্টা না করিলে তাঁহাদের অসন্তোষ প্রকাশ পায় বলিয়া, তাঁহাদের সন্তোষ সম্পাদন অবশ্য কর্ত্তব্য) বোধ হওয়াতেই, এই 'জীবন্ত-পিতৃদায়'-ভার এত গুরুতর অনুভূত হইতেছে।

† অষ্টম প্রমাণপত্র 'তীর্থ-দর্শন'-গ্রন্থ লিখিত থাকিলেও মুদ্রিত হয় নাই। উক্ত তীর্থ-দর্শনের সূচনা স্বরূপ এই 'জীবন্ত-পিতৃদায়' জ্ঞাপন দ্বারা, আপনাদের অনুগ্রহে জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধের পরও যদি অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, নতুবা যদি কেহ উহার মুদ্রণের ব্যয়ভার গ্রহণে স্বীকৃত হন, তবে ভবিষ্যতে উক্ত 'তীর্থ-দর্শন'-গ্রন্থ পাঠকের দৃষ্টিগোচর করিবার আশা রহিল।

দিয়া * বেচারাকে এই দায়োদ্ধারে সমর্থ করেন, তাহা হইলে, জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে, পৃথক্ নিমন্ত্রণ-পত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া, মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, প্রিয়পরিজন এবং নিমন্ত্রিত অনুগ্রাহকমণ্ডলী সকলের সমক্ষে, অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রথায় ও অশ্রুতপূর্ব্ব মন্ত্রে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন, দায়িত্বরূপ উত্তরীয়-ভার অপনয়ন, এবং মনের অশৌচান্ত-সাধন, করিব।—বিশ্বনাথ! অসমর্থ পুত্রের এই অনিত্য কামনা পূর্ণ হইবে না কি?

* যদি কোন পরদুঃখকাতর ব্যক্তি এই 'জীবন্ত-পিতৃদায়' পাঠে জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সাধনার্থ কিছু দান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার যেখানে ইচ্ছা, অর্থাৎ কলিকাতায় ("শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়ে") এই ব্যক্তির নিকট, কিংবা গোকর্ণীতে (মগরা হাট পোষ্ট ২৪ পরগণা এই ঠিকানায়) পিতার নিকটই, উহা প্রেরণ করিতে পারেন; অথবা পত্রাদি দ্বারা দাতার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে (যদি কলিকাতায় হয় ও শরীর পীড়িত না থাকে তবে) ভিক্ষুক স্বয়ং তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া তদীয় দান গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কেহ কিছু দিবেন কি না তাহা জানিবার জন্য, বা পীড়ন দ্বারা তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিবার জন্য, পুনঃ পুনঃ এক ব্যক্তির আবাসে যাতায়াতের আর ইচ্ছা ও শক্তি নাই।